সন তারিখে কলকাতার ইতিহাস

ডঃ নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ—বর্ধমান বইমেলা, মার্চ—১৯৯১, প্রকাশক—হীরক রায়
অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট (দ্বিতল) কলিকাতা-৭০০০৭৩ মুদ্রাকর:
গৌরচন্দ্র জানা, আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স, ২৪৩/২সি, এ. পি. সি. রোড কলিকাতা-৬

Shri Nirmalendu Bhattaeharya's bibliography on Calcutta in Bengali will be welcomed by all lovers of this great metropolis on account of its wealth of material. He does not profess to be an academic research worker and his work is a definite contribution to the growing literature on Charnock's City, the tercentenary celebrations of which are drawing to a close. This is a timely and topical publication on Calcutta's first three hundred years. Shri Bhattacharya had access to books on Calcutta, which few scholars had even notice of. He deserves congratulations and patronage of all lovers of Calcutta.

P. Thankappan Nair

Calcutta

30th Januany 1991

লেখকের কথা

তিনশো বছরের কলকাতার বিচিত্র তথ্যপঞ্জিত গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে, আশাকরি গবেষক এবং পাঠকদের কাজে লাগবে। এই বইয়ের কাজ করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়েছে, অনেক কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকে অসহযোগিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই কৃতজ্ঞতা জানাই কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে, অধিকর্তা জাতীয় গ্রন্থাগার, বিভিন্ন সূত্রকার। সাহিত্যিক নিখিল সরকার, কলকাতা গবেষক পি. টি. নায়ার, নিশীথ রঞ্জন রায়, লেখক সুনীলময় ঘোষ, নাট্যকার অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, সমাজসেবী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এবং আমার অগ্রজপ্রতিম প্রকাশক হীরক রায়কে। যে সব স্থান থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি সেই সব সূত্র লিপিবদ্ধ করেছি। হয়ত তার মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যেতে পারে। পরবর্ত্তী সংকলনে সঠিক করার দায়িত্ব রইল।

এই বইয়ের কিছু তথ্যাদি অবশ্য আমার আগের বই "কলকাতা টুকি-টাকি"তে স্থান পেয়েছে।

পাঠক ও গবেষকরা বইটি পড়ে তৃপ্তি পেলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

নৈহাটী
১লা জানুয়ারী/মঙ্গলবার/১৯৯১

বিনীত—
ডঃ নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

কলকাতার প্রবীণ নবীন বিপ্লবী ও সমাজসেবী

এবং

সংস্কৃত চেতনা সম্পন্ন কলকাতাপ্রেমী জনগণকে

কলকাতার বয়স ৩০০ বছর হয়ে গেল। কিন্তু সন তারিখ ধরে কলকাতার ইতিহাসকে ধরে রাখার চেষ্টা বাংলায় তেমন হয়নি। যা হয়েছে তাও অংশত। অথচ ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এইসব তথ্যের মূল্য অপরিসীম। নির্মলেন্দ ভট্টাচার্য এই প্রচেষ্টায় বিপুল পরিশ্রম করেছেন। তার এই উদ্যো আশাকরি গবেষক. গ্রন্থপ্রেমিকদের ভাল লাগবে।

কলকাতায় প্রথমঃ

২৭শে আগষ্ট রবিবার

১৬৯০ সাল

এই সালে ২৪শে আগষ্ট জব চার্ণক কলকাতায় প্রায় জনহীন সুতানুটির পাড়ে নোঙর ফেললেন। শেষ পর্যন্ত চার্ণকের কথামত কলিকাতা গ্রামেই ইংরেজদের আস্তানা ঠিক হলো। মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনিতে যত সস্তায় সম্ভব এখানে কুটীরের জন্য বাড়ি ঘর তৈরী হতে লাগল। বলা চলে কলকাতার পত্তন তখন থেকেই। জব চার্ণক বিভিন্ন জাতির লোকদের কলকাতায় ইংরেজ জমিদারীতে বসবাস করবার অনুরোধ জানায়, এবং কতগুলো বিশেষ সুযোগ সুবিধার আশ্বাসও দেন। তাই সেদিন চার্ণকের আহ্বানে অনেকেই সাড়া দিয়েছিল। দেখা গেল পর্তুগীজ আর্মেনীয়, হিন্দু, মুসলমান এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকদের ধীরে ধীরে কলকাতায় আগমন। কিছু সংখ্যক আর্মেনীয় অবশ্য আগেই সুতানুটিতে ব্যবসা বাণিজ্য করত। ইতিমধ্যেই সংবাদ চলে গিয়েছিল চুঁচুড়াতে, সেখান থেকে একদল আর্মেনীয় কয়েক দিনের ভিতরেই কলকাতায় প্রবেশ করল। ইংরাজরা আর আর্মেনীয়রা ছিল তখন ঠিক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। একজন অপর জনকে দেখা শোনা করে, উপকার করে। ফলে দেখা গেল আর্মেনীয়দের সঙ্গে বেশী মিশে গিয়ে ইংরাজরা নিজেদের বেশ ধন্য মনে করল এবং সেই সুযোগে দেশী বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ চালায়। তবে এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলা চলে তখনকার দিনে ঐশ্বর্য্য এবং প্রভাবের প্রতিষ্ঠাতা।

জব চার্ণকের ঘোষণার ফলশ্রুতি হতে থাকে ধীরে ধীরে।

দেখা যায় কলকাতার বুকে ইংরেজদের এক্তিয়ার ও আধিপত্য ক্রমশ বিস্তারের বিকাশ ঘটে।

জব চার্ণকের আদেশ—"কোম্পানীর দখলী যে সমস্ত পতিত জমি আছে বা জঙ্গল আছে, তাহা কাটাইয়া ও পরিষ্কার করিয়া যে কোন ব্যক্তি তাহার ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুসারে যে কোন স্থানে ঘর বাড়ি করিতে পারিবে।" এই আদেশ ক্রমশ প্রচার হতে থাকে নতুন গ্রাম কলকাতার বুকে।

স্যাঁত স্যাঁতে বর্ষার দিনে জব চার্ণক যখন নোঙর ফেললেন তখন থেকেই ওই জায়গাটি তাঁর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য মন কেড়ে নেয়। তাঁর স্বপ্ন ছিল এই স্থানটিতে তিনি গড়ে তুলবেন প্রাচ্যের লণ্ডন। তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল এই সুতানুটি ঘাটে আসার পর থেকে।

১৬৯১ সাল

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে বার্ষিক ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের সুবিধা পায় এ বছরে।

১৬৯২ সাল

চার্ণকের মৃত্যু এই বছরের ১০ই জানুয়ারী। তাঁর জন্য স্মৃতিশৌধ রয়েছে চার্চলেনের সেণ্টজন গির্জায়।

১৬৯৩ সাল

কলকাতা শহরের পাকা পত্তনের সূচনা।

স্যার জন গোল্ড সুবরা কুঠি সমূহের কর্তা রূপে নিযুক্ত হন।

১৬৯৪ সাল

কলকাতা শহরের নতুন কর্মসূচী গ্রহণ। পাথরে বাঁধানো রাস্তার কাজ শুরু।

কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট এলিস সাহেব।

১৬৯৫ সাল

কলকাতার বুকে জব চার্ণকের সমাধির ওপর তাঁর জামাতা চার্লস আয়ার স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করেন।

১৬৯৬ সাল

কলকাতার প্রথম দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকল্প কাজ শুরু হয়।

স্যার চার্লস আয়ার কলকাতা কুঠির এজেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। তখন ইংরাজরা আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম 'খাজনা' করবার সংকল্প নেন।

জব চার্ণকের গোর :—কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের সমাধির ওপর একটি মসৌলিয়াম বা সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেণ্টজন চার্চের সীমানার মধ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত এবং এই বছরে এই মন্দির নির্মাণ করা হয়।

কর্ণেল ওয়াটসনের বা এড্‌মিরাল ওয়াটসনের গোরও এই সেণ্টজন গির্জার মধ্যে অবস্থিত।

১৬৯৭ **সাল**

বুরুজ তুলে ও দেওয়াল ঘেরা বাড়ি ঘর বানিয়ে ইংরেজরা নিজেদের জন্য দুর্গ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। প্রথম দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ামের কাজ শুরু হয় এবছর থেকেই। সুতানুটি দুর্গ নির্মাণের কাজ চলে।

১৬৯৮ **সাল**

ইংরাজরা আওরঙ্গজেবের পৌত্র ও মুঘল সুবেদার আজিম উশ সানের কাছ থেকে বার্ষিক ১৩০০ টাকা খাজনায় গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটি গ্রামের ইজারা পায়।

নবাবি আমলের রাজা রাজবল্লভ সেনের জন্ম।

ইংরাজরা সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে তিনখানি গ্রাম জমিদারী স্বত্ব কিনেছিলেন, সে সময়ে পেরিন সাহেবের বাগানের এই জমি ছিল সুতানুটির অন্তর্গত।

এবছর কলকাতায় বার্ষিক খাজনা আদায় হয় ১,৪৪০ টাকা।[১]

১০ই নভেম্বর—জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীর সাথে ইংরাজদের একান্ত সাক্ষাৎকার।

১৬৯৯ **সাল**

জন বেযার্ড কলকাতা এজেন্সীর প্রধান 'চিফ' হয়ে যান। তিনি ফ্যাক্টরির চিফ বা প্রধান পদে ছিলেন বটে, কিন্তু পরে বুঝতে পারলেন যে এটা মোটেই সুবিধার নয়।

—

১ অষ্টাদশ শতকের কলকাতা / স্বপন বসু / পশ্চিমবঙ্গ / কলকাতা বিশেষ সংখ্যা / ২৫ আগষ্ট, ১৯৮৯ / পৃঃ ২২১

১৭০০ সাল

এ বছরে ইংরাজরা প্রায় স্বাধীন জনপদটির নাম রেখেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সী। ফোর্টটির অবস্থিতি ছিল বর্তমান লাল দিঘীর পশ্চিম পাড়ে। এখন যেখানে জি. পি. ও (প্রধান পোস্ট অফিস)। এ বছরেই বেল ভেডিয়ারের প্রাচীন বাড়ির সূত্রপাত। এটি ঐ বছরে বাংলার সুবেদার আজিম উস্‌সান তৈরী করান।

মুর্গীহাটায় অবস্থিত পর্তুগীজদের উপাসনা গৃহকে পাকাপাকিভাবে নতুন ভাবে তৈরী করে গীর্জা বানানো হয়, নাম দেওয়া হয় রোমান ক্যাথলিক।

এপ্রিল—কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের জামাতা চার্লস আয়ার কর্তৃক 'কলিকাতা' নাম ব্যবহার।

ইংরাজরা গোবিন্দপুর থেকে অনেক অধিবাসীদের অন্য জায়গায় সরিয়ে দেন।

বাদশায় আলমগীরের (ঔরঙ্গজেব) পৌত্র আজিম উসানের বাঙলা শাসন সময়ে ইংরাজরা সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রাম তিনটি সুবেদারের কাছ থেকে ষোল হাজার টাকায় কিনে নেন। এই তিনটি গ্রামের জন্য ইংরাজ কোম্পানীকে নবাব সরকারে নিয়মিত বছরে খাজনা দিতে হতো। এই সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। পরিচিত হন কারতলাব খাঁ নামে। এই নতুন দেওয়ান রাজস্ব বিভাগের সংস্কার বিভাগে মন দিয়েছিলেন।

১৭০১ সাল

কলকাতায় প্রথম কালেক্টর হন রালফ্ শেল্ডন।

১৭০২ সাল

ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রিটে আর্মেনিয়ানদের গীর্জা নির্মিত হয়। এই গীর্জার ভিতরে আছে অনেক সমাধি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই গীর্জাকে ঘিরে একটি ছড়াও লিখেছিলেন।

এবছরে কলকাতায় ২টি রাস্তা ও ২টি গলি নির্মিত হয়। সব চেয়ে পুরানো রাস্তা চিৎপুর রোড।

১৭০৩ সাল

কলকাতা পুলিসের সংখ্যা—একজন প্রধান কর্মচারী বা পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট। পয়তাল্লিশ জন কনস্টেবল, দুইজন নবীব ও কুড়িজন চৌকিদার ছিল। কিন্তু সেকালের গোয়েন্দারা বিশেষ চতুর ও গায়ে শক্তি থাকায় ভালভাবে লাঠিবাজি করতে পারত। এদের কাউকে আবার চৌকিদারও বলা হতো।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের (পাইক) বেতনক্রম ছিল মাসিক এক থেকে দেড় টাকা। প্রাচীন কলকাতার পাইকদের নামে চিহ্নিত একটি রাস্তা, পরে যার নামকরণ হয় 'পাইকপাড়া'।

১৭০৪ সাল

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় প্রথম বিচারের কাজ শুরু করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের তিনজন সদস্য বিচারকের আসনে বসতেন।

কালেক্টরের মুনাফা ৪৮০ টাকা মাত্র।

কলকাতায় প্রথম মিউনিসিপ্যাল বন্দোবস্ত। কাউন্সিলের এক আদেশে প্রচার করা হয় -'দেশীয় অধিবাসীদের অপরাধের দণ্ড স্বরূপ যে সমস্ত জরিমানা আদায় হইবে, সেই আয় হইতে শহরের মধ্যে এবং আশেপাশের নর্দমা খাল ও ডোবা সমূহ ভরাট করা হইবে।

১৪ই জুন—দুই গোষ্ঠীবৃন্দের মিলন দেখা যায়। মিলনের রাজারামলয়ে একজন উকিলকে কোম্পানির তরফে পাঠানো হয় দেওয়ান মুর্শিদকুলিখাঁর কাছে।

এ বছর কলকাতায় বার্ষিক খাজনা আদায়ের পরিমাণ ৫,৭৬০ টাকা।

১৭০৫ সাল

পুরানো ও নতুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একত্রিত হয়ে যায়। সেই সময় নতুন কোম্পানীর দল হুগলী ত্যাগ করে কলকাতায় আসে। দুই কোম্পানীর

সমীকরণের পর কলকাতার উন্নতি হতে থাকে ক্রমশঃ। সে সময় অনেক লোক কলকাতায় এসে পাকাবাড়ি তৈরী করে। সে সময় কলকাতা ও তার আসে পাশের জায়গায় দশ বার হাজার লোকের বসবাস ছিল।

কলকাতায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ দেখা যায় বেশী। এরফলে এ বছরের মধ্যে বার শত ইংরেজ অধিবাসীর ৪৬০ জন লোক জ্বরে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

কোম্পানির কুঠিবাড়ি সুতানুটি থেকে কলকাতা গ্রামে নিয়ে আসা হয়।

১৭০৬ সাল

কলকাতা পত্তনের প্রথম জরিপের কাজে হাত দেওয়া হয়। জমি, বাড়ি ও রাস্তার কাজ একসঙ্গে শুরু হয়। তখন ছিল ধানক্ষেত, আর জলাজঙ্গলে ভর্তি। যাতায়াত বলতে প্রায় হাঁটা পথ।

খাস কলকাতার জমির পরিমাণ ছিল ১৭১৭ বিঘা। জরিপের হিসাব মত কলকাতার জনসংখ্যা বারো হাজার।

কলকাতার বিবরণে জানা যায় খাস কলকাতা গ্রামে তখন ২৪৮ বিঘা জমির ওপর লোকের বসবাস। তারপর ৩৬৪ বিঘা জঙ্গল কাটিয়ে বসবাসের উপযোগী জায়গা গড়ে তোলা হয়। উত্তরে বড় বাজারের মোট জমির পরিমাণ এই সময় ৪৮৮ বিঘা ছিল। কিন্তু সরকারী কাগজ পত্র থেকে জানা যায় এর মধ্যে ৪০০ বিঘা আগেই লোকের বাস্তু ভিটা এ বাগানে পরিণত হয়ে যায়। হলওয়েল বিবরণে প্রকাশ, এই সময়ে কোম্পানীর দখল ছিল ৫২৪৩ বিঘা, সুতানুটির ভূমির পরিমাণ ১৬৯২ বিঘা। এরমধ্যে ১৩৪ বিঘায় লোকের বসবাস ছিল, আর বাদ বাকীতে চাযাবাদ চলত।

কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে চুরি ডাকাতির সংখ্যা বেড়ে যায় তাই আরো ৩২ জন পাইক নেবার আদেশ হয়। জানা যায় এটাই সেকালের প্রথম পুলিসি ব্যবস্থা।

এবছর ১৬৯২ একরের মাপে শহরের বিস্তৃতি ছিল। ঘর বাড়ির মধ্যে ৮টি পাকা এবং ৮০০ কাঁচা বাড়ি ছিল। রাস্তা দুইটি, গলি ২টি এবং পুষ্করিণী ছিল ২৭টি।

প্রাচীন কলিকাতার জমিদারীর সেরেস্তা বিভাগের কর্মচারীর মাহিনা—

শহর কোতয়াল—মাসিক চারি টাকা। চারজন লেখক বা কেরানীর বেতন ১৮৷৷ প্রত্যেক পিয়ন বা পুলিস রক্ষীর বেতন দুই টাকা। প্রত্যেক গোমস্তা ১ iv. হিসাবে বেতন পাইত।

এবছর রাজা রামজীবন দিল্লীর সম্রাট বাহাদুরের কাছ থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পায়। এছাড়াও প্রাপ্তি যোগ ঘটে অসংখ্য খিলাতের। রাজছত্র, দণ্ড এবং জয়ঢক্কা এই তিনটি বিভাগের দায়িত্বও তাঁর ওপর পড়ে।

১৭০৭ সাল

কলকাতাকে প্রথম প্রেসিডেন্সী শহর বলে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া এবছরে প্রথম হাসপাতাল তৈরী করা হয়। হেয়ার স্ট্রিটের মুখে ছিল কলকাতার প্রথম হাসপাতাল।

মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার সহকারী সুবেদার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

জনার্দন শেঠ অক্টোবর মাসে কোম্পানীর মুৎসুদ্দির পদে ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ সুতানুটিতে পৌঁছানোর পর কলকাতা কাউন্সিল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কাউন্সিলের এক নোটিশ—'এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে আর ঘরবাড়ি নির্মাণ করিতে দেওয়া হইবেনা' এরূপ দেখা গেছে যে অনেকে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষীয়দের মতামত না লইয়া বাড়ির চারিদিকে পাঁচিল তুলিয়াছে কিংবা বাস্তুর মধ্যে পুষ্করিণী কাটাইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ গৃহাদি নির্মিত না হয় তজ্জন্য দুর্গদ্বারে সাধারণের অবগতির জন্য একটি নোটিশ দেওয়া হইল।

কলকাতায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রকপ অবস্থা দেখে কাউন্সিলের কর্তারা একটি হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা করেন।

জমিদারির আয় ব্যয় থেকে জানা যায় যে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামের জমিদারির আয় ৫৭৫৬ ./৬।

কোম্পানির কালেক্টর নিযুক্ত হন নন্দরাম সেন। তিনি কলকাতার একজন প্রাচীন অধিবাসী। তাঁর নামে রাস্তা আজও বিদ্যমান।

১৭০৮ সাল

কোম্পানি কালেক্টরের মুনাফার ভাগ ছিল এক হাজার টাকা।

দুই গোষ্ঠীর অভূতপূর্ব মিলন লক্ষ্য করা যায়।

এ বছর কলকাতার বার্ষিক খাজনা আদায়—১২,১২০ টাকা।

ডিসেম্বর—ইংরাজরা সংবাদ পেয়েছিল কাউথর্ণ সাহেব (রাজমহলের ইংরেজদের প্রতিনিধি) ও কোম্পানির মালের নৌকাগুলো আটকে গেছে। যুবরাজের আদেশেই এই ঘটনা ঘটেছিল। চৌদ্দ হাজার টাকা না পেলে যুবরাজ এগুলি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। এই সময় কলকাতায় সংবাদ এসেছিল যে নতুন সম্রাট সাহআলম্ কামবক্স পরাজিত হয়েছেন। সংবাদ পেয়ে দেওয়ান মুর্শিদকুলি ও যুবরাজ ফারুকসিয়ার দিল্লী যান। সে সময়ে জোগিয়া চিঠি নামে একজন কোম্পানীর কর্মচারী কলকাতার কাউন্সিলকে জানায় যে খিদিরপুরের চৌকির যোগান জমাদারেরা অনর্থক নৌকা আটকে তাঁদের কাঠ দিচ্ছে। ইংরাজ কর্তৃপক্ষরা কলকাতার কুঠি থেকে ষাট জন বরকন্দাজ কুড়ি জন বন্দুকধারী সেনা মোগল চৌকিদারদের ধরে আনবার জন্য চলে যান।

১৭০৯ সাল

কলকাতার বৌবাজার স্ট্রিটের সূত্রপাত বলা চলে। কলতাতার বুকে সবচেয়ে পুরানো রাস্তা বলে ধরে নেওয়া হয়। ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকা থেকে বৈঠকখানার বিরাট বটগাছ পর্যন্ত, যার গুড়ি ছিল ২৫ ফুট বেড়ের। নবাব সিরাজদ্দৌল্লা যার ছায়ায় বসে ইংরেজদের কেল্লা আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন। এই বছরে কলকাতার প্রথম গীর্জার দরজা খুলে দেওয়া হয়। যার নাম সেণ্ট-অ্যান গীর্জা

কালেক্টরের মুনাফার ভাগ ছিল তেরশো টাকা। লোক বসতির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে কোম্পানীর আয়ও বেড়ে যায়। সুতানুটি অঞ্চলে লোকসংখ্যা বেশী ছিল। দেশীয় অধিবাসীরা এই সময়ে গঙ্গার তীরে এই অঞ্চলেই জমিজমা করে নেন। এই সুতানুটির ঘাটগুলোতে দেশীয় নৌকাগুলো তাদের মালপত্র নাবিয়ে নেয়।

কলকাতার 'লাল দিঘী' সংস্কার করা হয় এবং চারপাশে আরো গাছপালা লাগিয়ে শোভাবর্ধন করা হয়। এই দিঘীর জল পরিষ্কার ছিল বলে সে সময় এই জল, পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের 'সৈরবোরন' নামে জাহাজের ডাক্তার

রূপে ভারতে আসেন সার্জন হ্যামিল্টন।

৫ই জুন / রবিবার—সেণ্ট অ্যান্স চার্চ উদ্বোধন হয়। লণ্ডনের লর্ড বিশপ আশীর্বাদ পাঠালেন। গির্জার কাজ চালাতে এলেন পার্দার উইলিয়ম অ্যান্ডারসন। জনগণের চাঁদায় এবং কোম্পানীর সাহায্যে এটি নির্মিত হয়।

নভেম্বর—শেরবলন্দ খাঁ শাসন কার্য থেকে অবসর নিলেন। যুবরাজ ফেরোকসিয়ার, আজিমওয়ানের জায়গায় বাংলার সুবাদার ও নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ান রূপে আবার কাজে হাত দেন।

১৭১০ সাল

ইংরাজরা নির্বিবাদে বাংলার বুকে বাণিজ্য চালাতে শুরু করে। এবছরে, ইংরেজদের কাশিম বাজারের কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়াম হেজেস সাহেব।

কলকাতার মোট জনসংখ্যা ১০/১২ হাজার। এর মধ্যে হিন্দু আট হাজার মুসলমান ২১৫০ এবং খৃষ্টান ১৮৫০।

এ বছর কলকাতার বার্ষিক খাজনা আদায় ১৬,৪৪০ টাকা।

২০শে জুলাই—মিঃ ওয়েস্টডন কলকাতায় এসে পেঁছিলেন। তিনি দুর্গের কাছে এলে কাউন্সিলের সভ্য জন রাসেল ও আডামুস তাঁকে জাহাজ থেকে স্বাগত জানিয়ে দুর্গে নিয়ে যান।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের আসে পাশের গাছপালা ও চালা ঘর পরিষ্কার করে দেওয়া হয় এবং দুর্গের চারদিকে জল নিকাশের পরিকল্পনা করা হয়।

বেলগাছিয়া পুলের দক্ষিণে শ্রীশ্রীওলাই চণ্ডীমা'র মন্দির এই অঞ্চলের একটি বহু প্রাচীন মন্দির। আনুমানিক এই বছরে এই মন্দিরে দেবী চণ্ডী অধিষ্ঠিতা হন। তার আগে ওখানে শুধু শ্রীশ্রীপঞ্চানন ঠাকুরের পুজোর্চনা হত। সে সময় মন্দিরের আদি পুজারিণী ছিলেন ব্রজময়ীদেবী।

১৭১১ সাল

কলকাতার জনবহুল বাজার 'বড় বাজার' প্রতিষ্ঠিত।

কলকাতার বুকে দুর্ভিক্ষের ছাপ। বহু লোক অনাহারে, কেউ খাজনা দিতে পারে না। এই অবস্থায় কাউন্সিলের অধিবেশনে স্থির হয়েছিল যে যত দিন পর্যন্ত না এই দুর্ভিক্ষের অবসান হয়। শস্য সুলভ হয়, ততদিন তাঁরা

খাজনা নিতে পারবে না। ওই দুঃসময়ে গরীব প্রজাদের ওপর খাজনার জন্য জুলুম করলে তাঁরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে····। এইজন্য আদেশ করা হয়েছিল যে—কলকাতাবাসীদের পাঁচশত মণ চাল বিতরণ করা হবে।

এই বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে জানা যায় কলকাতা বাজার ছাড়াও 'সন্তোষবাজার' মণ্ডীবাজার ও লালবাজারের নাম পাওয়া যায়।

সার্জন হ্যামিলটন কলকাতা বাণিজ্য কেন্দ্রে কোম্পানীর অধীনে 'দ্বিতীয় চিকিৎসকের' পদ লাভ করেন।

১৭১৩ সাল

এ বছরের আগস্ট মাসের একটি মন্তব্য থেকে জানা যায় যে কলকাতার হাসপাতালের অনেকটা উন্নতির খবর। কর্তারা হাসপাতালের রোগীদের জন্য ৩০ খানা তক্তাপোষ, ত্রিশ সেট বিছানা, ২০টি পরবার ঢিলা পোষাক দেবার আদেশ দেন। হাসপাতালের রোগীদের প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র ও পোষাক পরিচ্ছদ দেবার জন্য ত্রিশ টাকা বেতনে একজন স্টিউয়ার্ড নিযুক্ত করা হয়।

১৭১৪ সাল

কাগজপত্রে সেকালের চোর ডাকাতের শাস্তির কথা কিছু জানা যায়। এক মন্তব্যে প্রকাশ—"কতকগুলি চোর ও নরঘাতক ধরা পড়িয়াছে, অতএব আদেশ করা হইল তাহাদের গায়ে লোহা পোড়াইয়া ছাঁকা দিয়া, তাহাদিগকে কলিকাতা হইতে নদীর অপর পাড়ে তাড়াইয়া দেওয়া হউক।" জমিদার বা কালেক্টর সাহেবের সহকারী রূপে একজন এদেশীয় বাঙালী নিযুক্ত হইতেন, নাম ছিল "রক্ষক জমিদার"।

চৌরঙ্গী গ্রাম বা রাস্তার নামকরণ এবছরের সূত্রপাত।

১৭১৬ সাল

জানুয়ারী—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহের কাছে আবেদন পত্র দাখিল করে।

ইংরাজ দূতেরা সম্রাট ফারুকসিয়রের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান। সম্রাট কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সব বক্তব্য শুনে কলকাতার দক্ষিণে নদীর দুদিকে ৩৮ টি গ্রাম কতগুলো শর্তাধীনে ক্রয় করবার অনুমতি দেন।

ইংরেজ চিকিৎসক হ্যামিল্টন-এর সুখ্যাতি অর্জন কলকাতাবাসীর কাছ থেকে।

বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী জমিদারদের বসবাস শুরু।

কলকাতার জনসংখ্যার পরিমাণ বারো হাজার।

ফোর্ট উইলিয়াম গীর্জা স্থাপন করা হয় কলকাতার বুকে।

১৭১৭ সাল

সম্রাট ফারুকসিয়ার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যে সকল গ্রাম কেনবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সেই তালিকায় চৌরঙ্গী গ্রামের নাম থাকে। কাকুড়গাছি নামটিও তালিকায় ছিল।

কলকাতার বাণিজ্যনগরের প্রধান কর্মচারী হেজেস সাহেব। তাঁর ওপর নির্ধারনের ভার দেওয়া হয়। জন সর্মন ও এডওয়ার্ড স্টিফেনসন দুজন প্রবীন ফ্যাক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন দূতরূপে। কলকাতা দুর্গের চিকিৎসক হ্যামিল্টন এই অভিযানের চিকিৎসক রূপে ছিলেন। এই সময়ে খোজাসরহদ্ নামে একজন ধনী জার্মানী সওদাগর কলকাতার মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। তিনিও এই দৌত অভিযানের সঙ্গে দ্বিভাষীরূপে চলতে শুরু করে দেন।

সেকালের কলকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউস সর্ব প্রথমে প্রাচীন কলকাতার দুর্গের মধ্যে ছিল। এবছর ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন দুর্গ মধ্যস্থ এই বাড়িরই বর্ণনা করেছিলেন।

ইংরাজরা বেলগাছিয়া গ্রামের জমিদারি স্বত্ব লাভকরে এবং এই জায়গা কলকাতার অন্তর্ভূক্ত হয়।

নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চালু। চৌরঙ্গী অজ পাড়াগাঁ থেকে নতুন সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

২২শে নভেম্বর ঃ—জন সারমন ও সঙ্গীরা কলকাতায় আসেন।

৪ঠা ডিসেম্বর ঃ—হ্যামিল্টন সাহেব কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

১৭১৮ সাল

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী লিণ্ডসে কলকাতার জঙ্গলে বাঘ মারতেন, মোটা অঙ্কের অর্থ সরকারের কাছ থেকে পেতেন। এছাড়া হাতি

ধরে সেনা বিভাগের ব্যবহারের জন্য পাঠিয়েও তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করতেন।

১৭২০ সাল

মুর্গিহাটার পর্তুগীজ গীর্জাটির আয়তন বাড়ান এবং নিজের খরচে ইটের তৈরী গীর্জাটি বানান মিসেস সেবাস্টিয়ান শ'। ইংরাজরা প্রথম এই গীর্জাতে উপাসনা করেছিলেন।

কলকাতার বুকে 'জমিনদার অব ক্যালকাটা' পদসৃষ্টি করা হয়।

এই পদটি প্রথমে পান হলওয়েল, তাঁর মূল কাজই ছিল অপরাধ নিবারণ।

১৭২২ সাল

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙলার নতুন রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন।

১৭২৩ সাল

বাংলা ১১১০ সাল

ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালী ঃ—এই কালী প্রতিমা কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কালীমূর্তিটি মাটির তৈরী। কিন্তু এর আগেও অন্য এক মূর্তি ছিল। শান্ত ব্রহ্মচারী উদয়নারায়ণ এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই দেবীর পূজা করতেন। তখন এই অঞ্চলে লোকের বসতি খুব কম ছিল। এই বছরে বাংলা ১১১০ সাল ইংরাজী ১৭২৩ সাল ঠনঠনিয়ার প্রসিদ্ধ ধনী ও কালী সাধক শঙ্কর ঘোষ মহাশয় বর্তমান মন্দিরটি এবং প্রতিমা নির্মাণ করে দেন।

১৭২৪ সাল

প্রথম জাস্টিস অব দি পীস্ পদের সৃষ্টি হয়।

কলকাতার আর্মেনিয়ান গীর্জার ঘরটি তৈরী করে ছিলেন আগানজর নামে একজন আর্মানি।

১৭২৫ সাল

গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ হ্যামিল্টনের স্মৃতিফলক নির্মাণ করেন এই বছরে।

সেন্ট জন গির্জার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এই বছরেই।

১৭২৬ সাল

ব্রিটিশ রাজকীয় চার্টাকে কলকাতায় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার জন্য চারটি কোর্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রাচীন কলকাতায় ২৩৫০ একরের মাপে শহরের বিস্তৃতি ছিল। ঘর বাড়ির সংখ্যা ছিল—৪০টি পাকা এবং ১৩৩০০টি কাঁচা বাড়ি। রাস্তা এবং গলির সংখ্যা—৪টি রাস্তা এবং ৮টি গলি। পুকুরের সংখ্যা ২৭।

ইংলণ্ডের সম্রাট প্রথম জর্জের আমলে রাজকীয় আনন্দানুসারে কলকাতায় প্রথম আদালত স্থাপন করা হয়। মেয়র আদালতেই ইংরেজদের সর্বপ্রথম বিচারালয়। এটা কোর্ট অব রেকর্ড নামে পরিচিত ছিল।

লালবাজার স্ট্রিট ও বেণ্টিক স্ট্রিটের মোড়ে এক বাড়িতে মেয়র্স কোর্ট বা মেয়রের আদালতের সূত্রপাত ঘটে।

১৭২৭ সাল

এ বছরে কলকাতায় ট্যাংক স্কোয়ার স্থাপন করা হয়। পরবর্তী কালে যার নাম হয় বিনয়-বাদল-দীনেশ।

কলকাতায় করপোরেশন বা সমিতি তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই কর্পোরেশনের কর্তার পদবী 'মেয়র' ছিল। এই পদের কাজকে সাহায্য করবার জন্য ন'জন সহকারীক অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। হলওয়েল সাহেব কলকাতার জমিদার রূপে সমিতির প্রথম সভাপতি হন।

কলকাতায় তৈরী হলো কর্পোরেশন। আটজন অল্ডারম্যান নিয়ে মেয়র কাজ চালাতেন।

১৭২৮ সাল

কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম বিচারালয় 'মেয়র কোর্ট' স্থাপিত। কোম্পানী ব্যবস্থা করেন—'যদি কোন নির্বাচিত অল্ডারম্যান বা বিচারক কাজ করতে অস্বীকার করেন তবে তাঁকে পঞ্চাশ পাউন্ড জরিমানা দিতে হবে।

১৭৩১ সাল

স্যার ফ্রান্সিস রাসেল কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য।

ইংরাজরা এই কলকাতা শহরে প্রথম বেল্যাসিজ চ্যারিটি স্কুল স্থাপন করেন।

১৭৩২ সাল

লালবাজার স্ট্রিট ও বেণ্টিক স্ট্রিটের মোড়ে সরকার একটি কয়েদখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন।

১৭৩৩ সাল

কলকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী ঘোষিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস্ হলেন ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর প্রথম গভর্ণর।

কলকাতার দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর জন্ম।

১৭৩৪ সাল

আর্মেনিয়ান গীর্জার চূড়াটি প্রতিষ্ঠিত। আগা মাসুয়েল হাজার মল এর চেষ্টায়।

১৭৩৬ সাল

হলওয়েলের কলকাতায় অবস্থান কাল শুরু।

এই বছরে কালেক্টরের মুনাফা প্রায় তিন হাজার টাকা।

কোম্পানির এক হুকুম জারিতে বলা হয়েছে—সরকারি অনুমতি ছাড়া কোনো জমি বিক্রি করা চলবে না।

১৭৩৭ সাল

৩০ **সেপ্টেম্বর** ঃ—কলকাতার বুকে প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়।

চিৎপুর রোডের কুমারটুলি পল্লীর নবরত্নের মন্দিরের চূড়াটি ঝড়ে ভেঙে পড়ে। মহাঝড়ে কলকাতায় মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়। অনেক ঘর বাড়ি পড়ে গিয়ে কলকাতা প্রায় সমভূমিতে পরিণত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের খালের মধ্যে আছাড় খেয়ে একটি জাহাজ ভেঙে যায়। যার দরুন এই এলাকার নাম আগের ছিল ডিঙাডাঙ্গা।' গোটা শহর ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। চার দিকে মানুষ আর পশুর মৃতদেহ। বিলিতি কাগজে ঝড়ের অতিরঞ্জিত খবর বেরুতে শুরু করে। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে সাহেবরা প্রজাদের ১ বছরের খাজনা মাফ করে চাষের জন্য দাদন দেয়। কয়েকদিন ধরে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণও করে।

১৭৩৮ সাল

কলকাতার বুকে গ্লাস তৈরীর কারখানা, সিন্ধুক প্রস্তুতের কারখানা এবং নারিকেল দড়ি তৈরীর কারখানা চালু করা হয়।

১৭৩৯ সাল

কলকাতায় 'ভাঙের দোকান' প্রথম চালু করা হয়।

১৭৪০ সাল

কলকাতার বুকে 'তামাকুর দোকান' চালু করা হয়।

১৭৪১ সাল

কেল্লাঘাট কথা থেকে কয়লাঘাট রাস্তার নামের উৎপত্তি কলকাতার বুকে।

বর্গীদের হাঙ্গামা শুরু। লুণ্ঠন পরায়ন, মহারাষ্ট্রীয় দস্যুবর্গের উৎপাতে শান্তিময় বাংলা অশান্তির রূপ নেয়।

১৭৪২ সাল

বাংলায় এল বর্গীর দল। তাদের আক্রমণ রুখবার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতাকে ঘিরে সাত মাইল লম্বা একটা খাল কাটা শুরু করে দেয়।

চৌরঙ্গী এলাকায় স্থান বসতি শুরু। আগে এই অঞ্চলে ডাকাতেরা বাস করত।

এক নক্সা থেকে জানা যায় কলকাতার ইংরাজ অধিবাসীরা অনেক জায়গাতে চারদিকের বহিঃশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য অনেক বড় বড় কাঠের বেড়া লাগিয়েছিলেন। গঙ্গাতীরে দুই এক জায়গায় নগরের প্রবেশ দ্বার হিসাবে দুইচারটে গেট বা ফটক তৈরী হয়েছিল।

'আপজনের' নকসায় কলকাতায় বি. বি. গাঙ্গুলীর স্ট্রিটের নামকরণ হয় এভিনিউ লিডিং টু দি ইস্ট ওয়ার্ড।

কলকাতার বুকে খাল কাটা শুরু। নাম 'মারাঠাখাল'।

এবছর কলকাতায় পাকা বাড়ির সংখ্যা ১২১ এবং কাঁচাবাড়ি ১৪, ৭৫৭

১৭৪৩ সাল।

কলকাতার ভূতপূর্ব কালেক্টর স্টার্শ ডেল সাহেব

১৭৪৫ সাল

কলকাতায় সর্বপ্রথম ইংরেজী থিয়েটারের প্রচলন হয়। প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন হেরাসিম লেবেডফ। জাতিতে রুশ। ২৪নং ডুমতলাতে এই থিয়েটার সেন্টার স্থাপিত হয়।

লালবাজার মিশান রোর জংশনে 'মার্টিন বার্ণ কোম্পানির' যে বিখ্যাত বাড়িটি রয়েছে সেখানেই ছিল এই নাট্যশালাটি। কলকাতার সবচেয়ে পুরানো থিয়েটার।

১৭৪৬ সাল

ফটকিরি এবং বোরাকস প্রভৃতির দোকান চালু।

ইংরাজরা সুতানুটি ছেড়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলে চলে যাওয়ায় সাহেব-বিবিদের আনাগোনা কম দেখা যায় এবছরে।

১৭৪৭ সাল

আতসবাজীর নির্মাণকারকের দোকান খোলা হয়।

১৭৪৮ সাল

সিন্ধুক, মেটে সিঁদুর তুঁতে প্রভৃতির কারখানা চালু করা হয়

১৭৫০ সাল

পুরানো লোহা ও পেরেকের দোকান চালু।

শোভাবাজারের বাসিন্দা নবকৃষ্ণদেব হেষ্টিংসের 'মুন্সি' পদ লাভ করে নকুড় ধরের চেষ্টায়। তখন থেকে নবকৃষ্ণ দেবের নাম ছড়িয়ে পড়ে 'নবমুন্সি নামে।

১৭৫১ সাল

কলিকাতা এবং আসেপাশের গ্রাম থেকে খাজনাস্বরূপ আদায় করা হয়েছিল প্রায় কুড়ি হাজার টাকা।

কলকাতার বুকে চুনের দোকান খোলা হয়।

নবাব আলিবর্দি বর্গীর অত্যাচার থেকে দেশকে বাঁচান।

কলকাতার প্রবীন বাসিন্দা রামদুলাল সরকারের জন্ম।

কলকাতা শহরে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

এবছর কলকাতার বুকে দাদন বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলকাতার অন্যতম গোপীনাথ শেঠ, লক্ষ্মীকান্ত শেঠ এবং শোভারাম বসাকের নাম পাওয়া যায়।

১৭৫২ সাল

কলকাতার জনসংখ্যা হিসাব নিয়ে দাঁড়ায় চার লক্ষ নয় হাজার। জমিদার হলওয়েল সাহেবের হিসাব অনুযায়ী এবং তাঁর রিপোর্টে এটি প্রকাশ হয়েছিল।[১]

কলকাতার বাসিন্দা মনোহর ঘোষাল ও কালীঘাটের তদানীন্তন সেবায়ত জনৈক গোকুল হালদার ও অপারপর অনেককে সন্তোষ রায় তাঁর জমিদারির নানাস্থানে বিস্তর ভূমি দান করেছিলেন। তিনি ঘোর শাক্ত ছিলেন। তিনি বড়িশার মধ্যে অনেক জায়গায় শিবমন্দির ও কালীঘাটের বর্তমান মন্দির তৈরী করে দেন। বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায় কলকাতা ও তার দক্ষিণ উপনগরের হিন্দু সমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন।

কলকাতার জমিদার হলওয়েল সাহেবের সঙ্গে কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দা গোবিন্দ মিত্রের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়। সাহেব তাঁর বিরুদ্ধে কাউন্সিলের কাছে তহবিল তচ্ছরূপের নালিশ আনেন।

এবছর কলকাতায় একরের মাপে শহরের বিস্তৃতি হলো ৩২২৯।

ঘরবাড়ির সংখ্যা ছিল পাকা বাড়ি ১২১টি এবং কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১৪৭৪৭। রাস্তা এবং গলির সংখ্যা যথাক্রমে ছাব্বিশ এবং ছেছল্লিশ এবং ছোট গলির সংখ্যা ৭১। পুকুরের সংখ্যা ২৭।

কলকাতার বুকে শাল ও শেগুন কাঠের দোকানের সূত্রপাত।

হলওয়েল সাহেবের কলকাতা বিবরণীতে 'বাগবাজার স্ট্রিটের' নাম পাওয়া যায়।

বাগবাজারের চালর্স পেরিন সাহেবের বাগানবাড়িটি নীলামে ওঠে এবং কলকাতার মেজিস্ট্রেট জেফানিয়া হলওয়েল মাত্র আড়াই হাজার টাকায় বাগানটি কিনে ফেলেন।

১. হিন্দু—৭৫৬৯৬। মুসলমান—৩৭৮৬৮। খৃষ্টান—৩৮০০।

১৭৫৩ সাল

১লা ফেব্রুয়ারির কন্সলটেশন বইতে প্রকাশিত এক হিসাব চিত্র ঃ—

৩ জন সার্জেণ্টের খোরাকি ও পথের উপরিস্থিত গাছ কাটিবার খরচা

৮৯ । √৫

লাল দিঘীর চারিদিকের সুপ্ত পথগুলি মেরামত ২০ । ৫

পুষ্করিণী সংস্কার ইত্যাদি বাবত (মাসিক)

কমলালেবুর গাছ (বাগানে বসাইবার জন্য) ২৪

ঈশ্বরী ও ভবী নামক দুইজন বেশ্যার গ্রাম্যমাল বিক্রয় ও

নয়ারাম সিংহের সম্পত্তি যাহা কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন তাহার মূল্য। ৫০৯ । ৩

কোম্পানির জমিদারির খাজনা

হুগলীর ফৌজদার চারি মাসের প্রাপ্য খাজনা তলব করিয়াছেন। এজন্য নিম্নলিখিত হারে তাঁহাকে খাজনা পাঠাইবার আদেশ হইল ঃ—

দং—সুতানুটি (কলিকাতা)—৩০৫ টাকা

দং—গোবিন্দপুর (পাইকান)—৭০ টাকা

দং—গোবিন্দপুর (কলিকাতা)—৩৩ টাকা

বর্গীর খরচা ১৪০ টাকা।[১]

কলকাতার 'ম্যাঙ্গোলেনের' সূচনা। কাপ্তেন উইলস্ কলকাতার যে নকসা বা ম্যাপ তৈরী করেন তাতে এই রাস্তার নাম উল্লেখ করেন।

আর্টিলারি কোম্পানির লেফটেন্যাণ্ট উইলিয়াম ওয়েলস প্রাচীন কলকাতার বিবরণ দিয়ে বলেন বর্তমান লালবাজার স্ট্রিটের উত্তরে ছিল কাছারিবাড়ি আর দক্ষিণে ছিল নাট্যশালা—মিশনরো'র কোণে।

পুরানো কলকাতার প্রথম নকসা তৈরী হয়, লেফটেন্যাণ্ট ওয়েলস নামে জনৈক সৈনিকের প্রচেষ্টায়। নকসার নাম দিয়েছিলেন—'প্ল্যান অব ফোর্ট উইলিয়াম অ্যাণ্ড পার্ট অব দ্য সিটি অব ক্যালকাটা।

১৭৫৪ সাল

'জনশোর' অস্থায়ীভাবে গভর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। ইনি প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সিভিলিয়ান রূপে এদেশে আসেন।

সূত্র ঃ—১ সেকালের কলকাতা/হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৭৫৫ সাল

কোম্পানীর রেকর্ডে বলা হয়েছে—'লালদিঘীতে লোকে স্নান করে ও অশ্ব প্রভৃতি গাত্র ধৌত করে, এজন্য পুষ্করিণীর জল ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। এজন্য ইহা বন্ধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করা হউক।'

পেরিন সাহেবের বাগান বাড়িটি হলওয়েল সাহেব এই বছরে কর্ণেল ফ্রেডরিক স্কটের কাছে বিক্রি করে দেন। কর্ণেল ছিলেন পুরানো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সেনাধক্ষ্য এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রথম স্ত্রী মেরির পিতা।

১০ই জানুয়ারী—মহিলা কবি সম্মেলন: বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় দেবী আসরের বার্ষিক কবি সম্মেলন। কবি শ্রীযুক্তা উমা দেবী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন। দেবী আসরের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী প্রারম্ভে গত এক বৎসরের কার্য্যাদি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি নাতি দীর্ঘ ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শ্রীযুক্তা হাসিদেবী, বেলা দেবী ক্ষণপ্রভা দেবী এবং নীলা দাশগুপ্তা। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী ও চিত্রিতা দেবী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহারা স্বরচিত কবিতা পাঠাইয়া দেন। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন সুজাতা দেবী।[১]

১৭৫৬ সাল

২৭ ফেব্রুয়ারী—কলকাতার ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের ছেলে রাধাচরণের ফাঁসির আদেশ হয়।

৫ই জুন—সিরাজদ্দৌল্লার কলকাতা আক্রমণ, ইংরেজদের সাথে। কলকাতার লড়াই ও পলাশীর যুদ্ধের ফলে ফোর্ট উইলিয়াম ভাঙচুর হয়। লোকজন প্রাণ ভয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, অনেকে ভয়ে পালিয়ে যায়। রইল শোভারাম, গোবিন্দরামের মতো কিছু ইংরেজ ভক্ত দেশীয় ব্যক্তি।

১৮ই জুন: শুক্রবার—সকালে কলকাতায় শুরু হলো লালদীঘির যুদ্ধ। কলকাতায় এবং মুর্শিদাবাদে বিজয় উৎসব শেষ হলো। ক্লাইভ মন দিল কলকাতার দিকে। ঠিক হলো সিরাজের আক্রমণের সময় যারা কলকাতা থেকে

১ দৈনিক বসুমতী / অতীতের পাতা থেকে তারিখ ১০ জানুয়ারী ১৯৯০

পালায়নি, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এজন্য ১৪ই জুন লোক নিয়ে একটা কমিশন তৈরী হলো।

কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট হলওয়েল সাহেব।

এই শহরের বিস্তৃতি ৩২২৯ একর। ঘর বাড়ির সংখ্যা ৪৮৯ (পাকা) এবং ১৪৪৫০ (কাঁচা), রাস্তা এবং গলির সংখ্যা যথাক্রমে ২৭ এবং ৫২। এর মধ্যে ছোট গলির সংখ্যা ৭৪ এবং পুকুরের সংখ্যা প্রায় ষলো।

মুর্গিহাটায় পর্তুগীজের পুরাতন গির্জার সূত্রপাত। অমির ম্যাপে এর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

হলওয়েল সাহেব প্রতিষ্ঠিত 'হলওয়েল মনুমেন্ট' এবছরেই সূত্রপাত। এবছরের অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডের যেসব ইংরাজরা শোচনীয় অবস্থায় প্রাণ হারাত, তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন রাখার জন্য হলওয়েল সাহেব একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। প্রাচীন কলকাতার দুর্গের কাছে একটি খাত ছিল। অন্ধকূপ হত্যার পরের দিনে সমস্ত মৃতদেহ এই 'গর্তে' ফেলে দেওয়া হ'ত। পরে অবশ্য এই খাত বুঝে ফেলা হয়েছিল। হলওয়েল সাহেব এই নরকঙ্কাল পূর্ণ খাতের ওপর একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করেন।

২০শে জুন। রবিবার ঃ—সামান্য প্রতিরোধের পর এদিন ইংরেজরা সিরাজদ্দৌল্লার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সিরাজদ্দৌল্লা কলকাতার নতুন নামকরণ করলেন আলিনগর। সিরাজের আক্রমণের পর কলকাতা এক রকম ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়।

১৭৫৭ সাল

১১ই জানুয়ারী ঃ—এডমিরাল ওয়াটসন (কর্ণেল) কলকাতার পুনরুদ্ধার অভিযান

৬ই জুলাই ঃ—মিরজাফর সিংহাসনে বসেই ইংরেজদের ক্ষতিপূরণের টাকা পাঠাতে শুরু করলেন। এই তারিখে ৭৬ লক্ষ টাকা মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে পেঁছায়।

সিরাজের দ্বিতীয়বার কলকাতায় আক্রমণ। নবাব হলওয়েল সাহেব ছিলেন বন্দী। উল্টোডাঙ্গায় উমিচাঁদের বাগান বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কোম্পানীর রাইটাররা বেতন পেত বছরে পাঁচ পাউন্ড। এছাড়াও সব

কর্মচারীর উপরি পাওনা ও দস্তুরি পাওনা ছিল। কোম্পানীর কেরানিদের নাম ছিল 'রাইটার'।

পলাশীর যুদ্ধের জয়লাভের পর ইংরাজরা নতুন দুর্গ তৈরী করে এবং চৌরঙ্গীর জঙ্গল তখন থেকেই কাটা শুরু হয়।

কলকাতার বুকে মহামারী শুরু। শহর বাসীদের স্বাস্থ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই সময়ের কাগজ ঘেঁটে জানা যায় মেজর কর্ণেকে লর্ড ক্লাইভের কাছে অভিযোগ তোলেন কলকাতার এই শোচনীয় পরিস্থিতি দেখে। এবং তিনি সেই মুহূর্তে মনে করেন যে ইংরাজদের এবং সৈন্যদের কলকাতায় রাখা নিরাপদ নয়। তাঁর এই যুক্তির পর লর্ড ক্লাইভ আদেশ দেন—'কলিকাতার বন্দরে জাহাজ হইতে কোন সেনাকেই নামানো হইবেনা। সে বছরে অনেক টাকা হাউস ট্যাক্সের বাবদ আদায় করে কলকাতার উন্নতির কাজে লাগানো হয়।

১৬ই আগস্ট :—এডমিরাল ওয়াটসনের মৃত্যু সংবাদ।

কলকাতায় প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন হয় শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। সেকালের কলকাতায় দুর্গাপূজো উপলক্ষে নাচগান পরিবেশনের জন্যে বাবুদের বাড়িতে আলাদা নাচঘর থাকতো।

মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধির ফলে ইংরাজরা কলকাতার টাকশাল স্থাপন করে সেখানে নিজেদের আঁকা মুদ্রার সত্ব লাভ করে। এই বছরের ২৯শে আগস্ট কোম্পানী বাহাদুর নিজের টাঁকশালে সর্বপ্রথম টাকা তৈরি করলেন। অবশ্য এই সমস্ত টাকা দিল্লী বাদশাহের নামে ছাপা হত এবং সেখানে উর্দুভাষায় সব লেখা থাকত।

এবছরে চৌরঙ্গীর জঙ্গল কাটা হয়। আগে এই জঙ্গলে ওয়ারেন হেষ্টিংস হরিণ শিকার করতেন।

সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণে তাঁর বাহিনীরা মিশন রোর মুখে প্রথম নাট্যশালাটি দখল করে নেয়।

এবছর থেকে তিনটি গ্রামে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন দিক দিয়ে। গ্রাম তিনটি হল সুতানুটি-কলিকাতা-গোবিন্দপুর।

১৭৫৮ সাল

ভাঙা ফোর্ট আবার কলকাতার বুকে তৈরি হলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে

সিরাজদ্দৌল্লা টাকশাল করবার অনুমতি দিয়েছিলেন বাংলায়। ক্লাইভের কলকাতা আগমন আসেপাশে প্রায় ৬০ খানা গ্রাম কিনে নিলেন। ভাঙাচোরা শহরকে গড়তে ও বানাতে তখন অনেক মহল্লা ও রাস্তার আবির্ভাব হলো কলকাতার বুকে।

কোম্পানী ইংরেজ কর্মচারী জমি কিনবার অধিকার কেড়ে নেয়। গোবিন্দপুরের লোকজনদের শোভাবাজারে সরিয়ে দিয়ে ক্লাইভ কেল্লা বানাল গোবিন্দপুরে। বর্তমানে ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লাটি সেই কেল্লা।

কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং পুলিশ কমিশনার চালর্স স্টুয়াট হগ।

কলকাতায় প্রথম ট্যাভার্ন করেছিলেন রেজেট্রেশান। সবথেকে বড় হোটেল বলতে যা বোঝায়।

কিয়ারন্যালডার ইংরাজী স্কুল স্থাপিত।

লর্ড ক্লাইভ বঙ্গের গভর্ণর। ক্লাইভ কর্তৃক কলকাতা পুনরুদ্ধার এবং কালেক্টর সাহেব জমিদার নিযুক্ত হন। মিঃ কালেক্ট জমিদার ছিলেন নভেম্বর মাস পর্যন্ত।

লর্ড ক্লাইভের প্রস্তাবানুসারে কলকাতার বুকে নতুন কেল্লা নির্মাণ এর সূচনা। বর্তমান এটিই গড়ের মাঠের কেল্লা।

কাউন্সিল হাউস বা কোম্পানীর মন্ত্রণা গৃহ স্থাপিত।

১৭৫৯ সাল

উইলিয়ম ফ্রাঙ্কল্যান্ড এবং উইলিয়াম সমার কালেক্টর নিযুক্ত হন।

জমিদারদের মন্ত্রীসভার অধিবেশন বলে। এই অধিবেশনে কলকাতার ইংরাজদের চাকর বাকর সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জমিদার হলওয়েল, ফ্রাঙ্কল্যান্ড ও রিচার্ড। চাকর বাকরদেব দাবী ছিল 'অতিরিক্ত হারে বেতন'। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর পর থেকেই চাকরদের বেতনহার নির্ধারিত হয়ে যায়।

উইলিয়ম বোল্টস্ কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু গুপ্ত বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন বলে তখনকার কর্তারা জোর করে তাঁকে বিলাতে পাঠিয়েছেন।

১৭৬০ সাল

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট।

নবাব মিরজাফর গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। এরপর তিনি মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন।

ইউরোপিয়ান মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল হেজেস 'গালর্স স্কুল' স্থাপন।

এবছর থেকে কলকাতার বুকে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপুজো শুরু হয়। কলকাতার নতুন জমিদার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবই এর প্রধান উদ্যোক্তা, তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বনেদী পরিবারও তাঁদের বাড়িতে দুর্গাপুজোকে মহোৎসবে রূপ দিয়েছিলেন। কোথাও অসংখ্য ছাগ ও মহিষ বলি হত, কোথাও খুব খাওয়া-দাওয়া বা ভুরি ভোজন হত, কোথাও হত সারারাত ধরে বাইনাচ্য, আলো, মালা গান বাজনা যাত্রাসভা এসব তো ছিলই। বড় বড় কয়েকটি বাড়িতে সাহেবরা আসতেন উৎসবে যোগ দিতে এবং সেসব জায়গায় উৎসবও সব কিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দর্পনারায়ণ ঠাকুর অর্থাৎ তাঁর বাড়ির দুর্গোৎসব ছিল কলকাতার সেরা পুজো-গুলোর অন্যতম এবং সাহেবসুবোরা সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন পরম আনন্দে।

১৭৬১ সাল

উইলিয়ম ফ্রাঙ্কল্যান্ড কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন।

দাঙ্গায় বাগবাজারের প্রাচীন বাসিন্দা কাশী মিত্তিরের জীবনাবসান।

১৭৬২ সাল

কলকাতার বুকে মহামারীর প্রাদুর্ভাব। এই আক্রমণের ফলে অনেক ইংরাজ মারা যায় এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাঙালী মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে। বিলেতে খবর পেঁছিলে ডিরেক্টররা জানান, কলকাতাকে কলাগাছ ও জঙ্গল শূন্য করতে হবে না হলে শহরের স্বার্থ রক্ষা অসম্ভব।

কলকাতার ম্যাপে 'বেলভেডিয়ারের' নাম পাওয়া যায় এবছরে।

কলকাতার টাঁকশালে কোম্পানি বাহাদুর প্রথম টাকা তৈরী করেন। এই টাকার একদিকে বাদশাহের মুখ ও অন্যদিকে ফার্সী লেখা ছিল।

এবছর ইংরাজরা গোরা সৈন্যদের জন্য খিদিরপুরে একটি হাসপাতাল তৈরি করে দেন। তারপর এটি স্থানান্তরিত করা হয় ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে।

১৭৬৩ সাল

পিটার মেরিয়াট কোম্পানীর কালেক্টর নিযুক্ত ছিলেন মার্চ মাস থেকে।

নবাব মীরকাশিমের হাতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আমিয়াট সাহেবের মৃত্যু।

মীরজাফর বাংলার মসনদে বসেন। এই সময় আলিপুরের সম্পত্তি তাঁর দখলে।

নবাবি আমলের রাজা রাজবল্লভ সেনের মৃত্যু।

১৭৬৪ সাল

উইলিয়াম বির্লাস মার্চ মাস পর্যন্ত কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন। বক্সারের যুদ্ধ শুরু।

১৭৬৫ সাল

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন।

কলিকাতা গেজেটের একটি বিজ্ঞাপন—ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে মেসার্স উইলিয়াম ও পি. অ্যাণ্ড কোম্পানি পাগামী ১০ই মে তারিখে বঙ্গের গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংস সাহেবের সম্পত্তির কয়েকটি অংশ প্রকাশ্য নিলমে বিক্রয় করিবেন। ইহা তিনটি 'লটে' বা অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ক্রেতাগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত কোম্পানির অফিসে এই 'লট' বা বিভাজিত অংশগুলির নক্সা দেখিতে পাইবেন।

১৭৬৬ সাল

শোভাবাজারের প্রাচীন বাসিন্দা নবকৃষ্ণদেব ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য তাঁর চেষ্টায় এই বছরে তিনি দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও ছয় হাজারি মনসবদারি পদ লাভ করেন। সেই সুবাদে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে সুতানুটির তালুকদারিও দিয়েছিলেন। কারণ নবকৃষ্ণ উর্দু ও ফরাসী ভাষা খুব ভাল জানতেন।

সেপ্টেম্বর: সামুয়েল মিডলটন কোম্পানির কালেক্টর ছিলেন।

কলকাতার পথ সমীক্ষক পদের প্রবর্তন।

জুলাই—সি. এন. গ্রেভেল কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন।

হলওয়েল সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতায় মোট জমির পরিমাণ—ডিহি কলিকাতা ১৭০৪ বিঘা ও কাঠা, সুতানুটি ১৮৬১ বিঘা ৫ কাটা এবং গোবিন্দপুর ১০৪৪ বিঘা, ১৪ কাঠা।

১৭৬৭ সাল

কোম্পানীর উচ্ছৃঙ্খল রাইটরদের শায়েস্তা করবার জন্য কতগুলো নিয়ম চালু করেন সরকার।

রতন ষ্ট্রিটের গায়ে দক্ষিণ পার্কস্ট্রিটের কবরখানা সমাধির সূত্রপাত।

মুরশিদকুলি খাঁর মৃত্যু (লাহোর) কলকাতায় এসে পৌঁছায়।

ক্লড রাসেল এই বছরে কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন। চার্লস ব্লয়ার বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন।

গভর্ণর হেনরি ভেরিলস্ট।

জানবাজার ও বড়বাজারের দুইটি জেলখানায় দশ টাকা বেতনে প্রথম জেল দারোগা নিযুক্ত হয়।

গভর্ণরের দেওয়ান রামচাঁদের মৃত্যু।

লাট প্রাসাদ বাড়ির সূচনা।

বেঙ্গল আর্মির ক্যাপ্টেন কর্ণেল উইলিয়াম টলি।

মিশন রোডে ওল্ড মিশন চার্চের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন রেভারেণ্ড জন জাখারিয়াসৰ কিয়ারল্যাণ্ডের।

১৭৬৮ সাল

কলকাতায় বাজার সংখ্যা প্রায় আঠারো। এই সমস্ত বাজার কোম্পানি বাহাদুরের সম্পত্তি। তাঁরা বছরে জমা তুলে 'ফারমার' বা ইজারদের বছর মেয়াদে জমি বিলি করতেন। এই সমস্ত বাজার থেকে প্রতি বছর আট নয় হাজার টাকা আয় হতো। প্রাচীন কলকাতার বাজারের মধ্যে 'লালবাজারের নামও পাওয়া যায়। এই বাজারের বাৎসরিক জমার পরিমাণ ছিল দুশো একত্রিশ সিক্কা টাকা। জমা গ্রহীতার নাম ফ্রান্সিস ডি মেলো। প্রত্যেক দোকানে

তোলার হার ছিল তের কড়া মাত্র। এবছরে লালবাজারের আয়তন দশ বিঘা নয় কাঠা জমি।

মে—রিচার্ড বিচার কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন

সমাধিভূমি 'সেণ্টজনচার্চ' এ বছরে সূত্রপাত। সমাধিভূমিতে রয়েছে ওয়াটসনের মৃতদেহ। তাঁর স্মৃতিফলক আছে এখানে। সেণ্টজন গির্জার পাশেই কোম্পানির সাধারণ হাসপাতাল ছিল। পরে এই সমাধি ক্ষেত্রে পরিবর্তন করে এবছরের পার্কষ্ট্রিটের নতুন সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আজকাল যার নাম, ওল্ড বুরিয়াল গ্রাউণ্ড। সেকালের অনেক ইংরেজদের সমাধি এই গ্রাউণ্ডেই আছে।

এ বছরে কলকাতার শোভাবাজারের জমার ফিরিস্তি থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে বাৎসরিক জমার পরিমান দুশো পঁচাত্তর টাকা।

১৭৬৯ সাল

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল (তখনকার শেঠ সুখলাল করনানি (এস. এস. কে. এম) হাসপাতাল গভর্ণমেণ্ট বর্তমান হাসপাতালের কাছে জেনারেল হাসপাতাল স্থাপনের জন্য অনেকটা-জমি ক্রয় করেন। লোয়ার সার্কুলার রোডের উপর এই হাসপাতাল বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত।

মার্টিন বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানির কর্ণাধার ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অক্টোবর—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কালেক্টর পদে ছিলেন জেমস্ আলেকজাণ্ডার।

১৭৭০ সাল

ডাচ্ অ্যাডমিরাল স্টাভোনির্ম এর কলকাতায় আগমন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে কলকাতায় লাল দিঘীর কথা উল্লেখ করেছেন।

জন হোম্ কোম্পানির কালেক্টর ছিলেন।

মহা দুর্ভিক্ষের সূচনা। সঙ্গে মহামারীও। সেকালের একমাত্র ইংরাজী সংবাদপত্র 'হিকির গেজেট' সংবাদ পরিবেশন হয়েছিল। সেই সংবাদে দেখা যায় শুধু কলকাতা শহরেই ৭৬ হাজার লোক তিনমাসে মৃত্যুমুখে পড়েছিল। রাস্তা ঘাটে এবং অনেক অলি-গলিতে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

জন্ জ্যাকারিয়া কারানশ্ডার এই বছরে লালবাজারে কোণে মিশন রো এবং ম্যাঙ্গোলেনের মুখে গীর্জা তৈরী করেন।

বেলভেডিয়ারে গভর্ণরের বাগানবাটি প্রতিষ্ঠা।

লালবাজারের কাছে মিশনারীদের গীর্জা স্থাপন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্রে 'লালবাজারের' নাম পাওয়া যায়।

কলকাতার বুকে তৈরী হয় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল। তখন এর নাম শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল।

এ বছর কলকাতাতে তৈরী হয় ভারতের প্রথম আধুনিক ব্যাঙ্ক। নাম ছিল হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক।

২৩শে ডিসেম্বর—পাদ্রী কিরেন্ডার এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা হলো ওল্ড মিশ্ন চার্চ।

১৭৭১ সাল

জন হোস কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন।

মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহারের' ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড দশ টাকা।

১৭৭২ সাল

কলকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত স্থাপন করা হয়। বর্তমান যেখানে রেস কোর্স ময়দান। তার পশ্চিম দিকে আলিপুরে ছিল এই আদালত। এখানে আগে মিলিটারী হাসপাতাল ছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান ন্যাথা নিয়েল স্মিথ।

চার্লস উইলকিনস্ (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী) হেস্টিংসের অনুরোধে ভগবদ্গীতা ইংরাজীতে অনুবাদ করার সুযোগ পান।

স্যামুয়েল লুইস কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন। খালাসী সুপারিণ্টেডেণ্ট পদে ছিলেন টমাস লেন।

কাশিমবাজারের রাজবংশের কৃষ্ণকান্ত নন্দী 'দেওয়ান পদ' লাভ করে হেস্টিংস বঙ্গের শাসনকর্তা হলে জানা যায় হেস্টিংসের দুঃসময়ে কৃষ্ণবাবু তাঁকে কলকাতায় নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা করে দেন। এই জন্য হেস্টিংস কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে ভুলতে পারেনি, তাকে কৃতজ্ঞতা জানান এই কাজের জন্য।

এ বছর দেওয়ানির সত্যিকার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে খালসা বা রাজকোষ সরিয়ে হেস্টিংস প্রকৃত অর্থে কলকাতাকে রাজধানী করলেন। সুপ্রিম কোর্ট যোগ দিল ফোর্ট উইলিয়াম, রাইটার্স বিল্ডিং, বেল-ভেডিয়ার ও কলকাতা বন্দরের সঙ্গে।

১৭৭৩ সাল

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম তৈরী করেন লর্ড ক্লাইভ।

ফোর্ট উইলিয়ামের বড় ডালহৌসী ব্যারাক, কুইন্স্ ব্যারাক এই বছরে তৈরী হয়।

ফেব্রুয়ারী থেকে 'মে' মাস পর্যন্ত পি. এম. ডেকার্স কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন রিচার্ড বারওয়েল এবং জে গ্রেহাম্।

মহারাজা দেবী সিংহ বাডনার দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হন।

শোভাবাজারের প্রাচীন বাসিন্দা। ও তন্তু ব্যবসায়ী শোভারাম বসাকের মৃত্যু। এ অঞ্চলে তাঁর অনেক জমিজমা ছিল।

এ বছর সাহেবদের সাধের শহর কলকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী মর্যাদা লাভ করে এর পর থেকে কলকাতার ইতিহাস এগিয়ে চলার ইতিহাস। শহরের আয়তন বাড়ে, লোকসংখ্যা বাড়ে, বাড়ি ঘরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

১৭৭৪ সাল

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে ভ্যান্সিটার্টের পল্লীনিবাসে বসসাস শুরু করেন। তিনি অক্টোবর মাসে চাঁদপাল ঘাটে এসে পৌঁছান।

কলকাতার 'পার্ক স্ট্রিট' নামের উৎপত্তি এবছর থেকেই।

হেনার কাট্রল কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন।

মগর রবার্ট চেম্বার্স, ষ্টিফেন সিজার সিমেস্টার এবং জন হাইড সুপ্রীম কোর্টের পিউনী জজ-ছিলেন, এবং মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমায় অন্যতম বিচারক ছিলেন তাঁরা।

মেয়র্স কোর্ট চিহ্নিত হয় ওল্ড কোর্ট হিসাবে।

কলকাতায় প্রথম ডাক যোগাযোগের ব্যবস্থা চালু। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে জেনারেল পোস্ট অফিস খোলা হয়।

১৭৭৫ সাল

কলকাতায় প্রথম শেরিফ নিযুক্ত হন আলেকজান্ডার ম্যাকবাড়ি। তাঁর হাতে জেলের সব দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৫ই জুলাই—রেস কোর্সের কাছে কুলী বাজারের মোড়ে নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়। প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার ইলাইজা ইম্পে।

ক্যালকাটা থিয়েটার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত।

সর্ব সাধারণের জন্য যাদুঘরের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

রেভারেন্ড কারনাপুডার যে গীর্জাটি তৈরী করেন, সেটিই পরবর্তীকালে 'মিশনরো' নামে পরিচিত হয়। সেকালে এই অঞ্চল 'রোপওয়াল' নামে পরিচিত ছিল।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জন হাইড।

১লা জুন—ইউনিয়ন ইনস্যুরেন্স কোম্পানি নামে একটি বীমা কোম্পানীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এই কোম্পানি শুধু জাহাজ ও জাহাজের মাল বীমার কাজ করে।

কর্ণেল উইলিয়াম টলির প্রচেষ্টায় খিদিরপুর অঞ্চলে খাল কাটা শুরু।

৬ই মে—বিচারপতি লেমেণ্টার ও হাইডের সামনে বিচার শুরু হলো নন্দকুমারের।

১৭৭৬ সাল

চার্লস্ গোরিং কোম্পানির কালেক্টর ছিলেন।

হেস্টিংসের প্রতিপন্ন মনসুম সাহেবের মৃত্যু। সমাধি পার্ক স্ট্রিটের পুরানো গোরস্থানে।

মিঃ নিয়ন মহাকরণ ভবনের পিছনে কয়েক খন্ড জমি পাট্টা করে নেন। এই পাট্টা তখনও কলকাতার কালেক্টরিতে আছে। সাহেব এই জমি পাট্টা করে এখানে প্রাসাদতুল্য এক প্রকান্ড সৌধ নির্মাণ করেন। পরবর্তী কালে এই রাস্তার নাম হয় লায়ন্স রেঞ্জ।

১৭৭৭ সাল

উইলিয়াম টলির চেষ্টায় খিদিরপুর অঞ্চলে খাল কেটে নৌকা চলাচলের

পথ প্রশস্ত করা হয়। টলি সাহেব এই কাজে হাত দেবার আগে আদি গঙ্গা বর্তমান হেস্টিংসের কাছে গঙ্গা থেকে বেরিয়ে গড়িয়া পর্যন্ত আট মাইল যাওয়ার পর বেঁকে দক্ষিণ দিকে বহতা ছিল। সাহেব এই আট মাইল আদি গঙ্গার খাতকে কেটে চওড়া ও গভীর করেন এবং আরেকটি নতুন খাল খনন করে আদি গঙ্গার এই আট মাইল খালের সঙ্গে যোগ করেন।

৩০শে আগষ্ট—জেনারেল ক্লেভারিং এর মৃত্যু।

এবছর থেকে মারাঠা খাল বেষ্টিত সীমানা পরিবর্ধিত হয় এবং বিভিন্ন গ্রাম সংযোজিত হয়ে কলকাতার নতুন সীমানা নির্ধারিত হয়। পনেরটি ডিহির অন্তর্গত হয়ে পঞ্চাশটি গ্রাম ধরা হয়।

১৭৭৮ সাল

হলহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকারণ হুগলীতে প্রথম ছাপা হয়। হলহেড ছিলেন কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ান। এবছর থেকে বাংলা ভাষার আদি জন্মের ইতিহাস, অনুবাদ, অভিধান রচনা আর ব্যাকারণ রচনা চলতে থাকে।

ডি· এন্ডারসন্স কোম্পানির কালেক্টর ছিলেন। এবং পরে ই· গোলডিং হন।

এবছর থেকে কসাই টোলা পল্লীতে অনেক ফিরিঙ্গি ও ইংরেজ-ব্যবসায়ী দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করে।

এ বছরে হিকি কলকাতায় ছাপাখানার কাজ আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ মহাশয় লিখেছেন ঃ হিকি ১৭৭৮ সালের আগেই কলকাতায় প্রেস করেছিলেন মনে হয়, কারণ প্রেসের কাজকর্ম কিছু দিন করার পর তিনি ১৭৮০ সালে 'সংবাদপত্র' প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'প্রথম প্রিন্টার' বলে পত্রিকায় নিজের পরিচয়ও দিতেন।

১৭৭৯ সাল

কলকাতার রাজভবনের সূচনা।

মেয়েদের ইংরাজী স্কুল 'ডারেল সেমিনারী' স্থাপিত।

কলকাতার জর্জ ইম্পে যখন ভয়ানক পীড়িত হন, তখন গভর্ণর হেষ্টিংস ইম্পেকে তাঁর আলিপুরের বাগানবাটিতে থাকতে অনুরোধ করেন।

প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী রসময় দত্তের জন্ম।

২৯ জানুয়ারী ঃ কলকাতায় মহরমের মিছিলকে কেন্দ্র করে এক ভয়ঙ্কর

বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, যার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের সামনে অনেককে জবানবন্দী দিতে হয়েছিল।

১৭৮০ সাল

২৯শে জানুয়ারী ঃ কলকাতার প্রথম সংবাদপত্র ইংরাজী ভাষায়। নাম 'বেঙ্গল গেজেট'।

সম্পাদক—হিকিসাহেব।

সুপ্রিম কোর্টের নূতন বাড়ি তৈরী হয়।

অ্যাংগলিক্যান গীর্জা সেণ্ট জনস্ চার্চ নির্মাণ করা হয়।

গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস।

হেস্টিংস কর্তৃক বেলভেডিয়ারের প্রাচীন অট্টালিকা টলিনালায় নির্মাতা মেজর টলিকে বিক্রয়।

হজ সাহেবের ইংরাজী স্কুল স্থাপিত।

স্যার উইলিয়াম জোনস্ সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলেক্টর হলেন জন. ইভলিন।

জন ফ্রান্সিসের কলকাতা ত্যাগ।

কলকাতায় ষ্টুয়ার্ট কোং গাড়ির ব্যবসায় নাম করা মালিক। এই কোম্পানি বিলেত থেকে গাড়ি আমদানি করত। দামি গাড়ীগুলো সব ইংরেজরাই ব্যবহার করতেন। বলতে গেলে এ সময় থেকে গাড়ির প্রচলন হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ধনী ব্যবসায়ী রিচার্ড জনসন টালিগঞ্জ ক্লাবের বাড়িটি নির্মাণ করেন এই বছরে। তাঁর কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয়ে এটি টিপু সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স গোলাম মহম্মদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

লালবাজারের হারমনিক ট্যাভার্স কলকাতার মিলন কেন্দ্রের সূচনা করে।

মার্চ ঃ—এবছর মার্চ মাসে কলকাতায় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১৯০ জন প্রাণ হারায় এদের মধ্যে ১৬ জন আবার একই বাড়ির বাসিন্দা।

এপ্রিল ঃ—এমাসে কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সাতশ কুঁড়ে ঘর ধ্বংস হয় এবং ধর্মতলার এক অগ্নিকাণ্ডে প্রায় কুড়িজন মারা যান।

৩০শে সেপ্টেম্বর ঃ হিকির গেজেটে বর্ষার দিনে জানবাজার অঞ্চলের শোচনীয় অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

১৭৮১ সাল

ওয়ারেন হেস্টিংস এর চেষ্টায় ক্যালকাটা মাদ্রাসা স্থাপন।

রিচার্ড বারওয়েল কাউন্সিলের সদস্য। হেস্টিংস এর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। এ বছরে রিচার্ড ৮০ লাখ টাকার মালিক হয়ে নিজের দেশে চলে যান। বিলেতে গিয়ে তিনি পার্লামেন্টের মেম্বার হয়ে যান। সেকালের ইংরেজদের মধ্যে তিনি খুব বিলাসী ছিলেন। বর্তমানে সেখানে সরকারী অফিস আছে, সেখানে প্রাসাদতুল্য বাড়ি রাইটার্স বিল্ডিং বা মহাকরণ ভবন। জানা যায় বারওয়েল এই বাড়ির মালিক ছিলেন। কোম্পানি বাহাদুর তাঁদের কর্ম-চারিদের থাকার জন্য বারওয়েলের কাছ থেকে এই বাড়িটি ভাড়া নেন।

কলকাতার সাহেবদের জন্য একটি ফ্রি স্কুল স্থাপন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এই রাস্তার নামকরণ হয় ফ্রি স্কুল স্ট্রিট। এই রাস্তার ৬নং বাড়িতে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার উইলিয়াম থাকতেন।

কলকাতার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের শুভ সূচনা।

সম্পাদক ও মুদ্রক জেমস্ অগাষ্টাস হিকি গভর্ণর জেনারেলকে তাঁর কাগজে সমালোচনা করেছিলেন বলে এবছর হিকি গ্রেপ্তার হলেন মানহানির অভিযোগে।

১৭৮২ সাল

জে. মোর এবং টমাস্ ডগলাস যথাক্রমে কোম্পানির কালেক্টর হয়েছিলেন।

উড সাহেব কলকাতার একটি নক্সা তৈরী করেন। ওই নক্সায় তিনি ধর্মতলা থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত পথটিকে চৌরঙ্গী রোড বলে চিহ্নিত করেছেন।

কর্নেল উইলিয়াম টলি মেজর লেফটেন্যাণ্ট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় খিদিপুর অঞ্চল উন্নত হয়।

ইংরেজদের দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ামের (আড়াই বর্গ মাইলের আয়তন) নির্মাণ কাজ শেষ হয়। খরচ হয়েছিল প্রায় দু কোটি টাকা।

১৭৮৩ সাল

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স।

এবছরের ম্যাপ থেকে জানা যায় যে গ্রাণ্টস্ লেনে কয়েক ঘর ইংরেজ এই রাস্তায় বসবাস শুরু করে। চার্লস গ্রাণ্টস্ এর নাম অনুসারে এই রাস্তার নামকরণ হয়।

উড্সাহেবের কলকাতার নক্সায় 'চার্চলেনের' নাম পাওয়া যায়।

ম্যাপে লালবাজার থেকে শেয়ালদহ পর্যন্ত এই সমস্ত পথটি বৌবাজার ও বৈঠকখানা রোড নামে পরিচিত হয়।

প্রবীন বাসিন্দা রাধাকান্ত দেবের জন্ম।

১৭৮৪ সাল

মার্ক উড কর্তৃক কলকাতার ম্যাপ এর সূচনা। মানিকতলা স্ট্রিটের নাম পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে মুর্গিহাটা অঞ্চলও। স্যার উইলিয়াম জোনসের উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটির সূত্রপাত।

চিৎপুর বয়েজ বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত।

প্রথম সরকারী কাগজ হিকির গেজেট এই সময় আত্মপ্রকাশ করে। নাম 'ইণ্ডিয়া গেজেট', ক্যালকাটা গেজেট।

ফ্রান্সিস গ্লডউইন সাহেব 'আইন-ই-আকবরী' নামে ফার্সীগ্রন্থের এক বিশদ অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি 'ওরিএণ্টাল এডভারটাইজার' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তিনি ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে কলকাতায় প্রথম ইংরেজী ছাপাখানা তৈরি হয়।

মে—সেকালের বিজ্ঞাপনের নমুনা : কলিকাতার প্রথম সাহেবী হোটেল হারমোনিক ট্যাগুর্ণের প্রধান পাচক ট্রেন থেকে কলিকাতাবাসী ভদ্র নরনারী গণকে জানাইতেছে যে সে ব্যক্তি খাসাইটোলা বাজারে একটি হোটেল খুলিয়াছে। ভদ্রলোকের উপযোগী ডিনার, সাপার, ব্রেকফাস্ট ইত্যাদি সবই সুন্দর রূপে সরবরাহ করা হয়। সকল রকমের বিস্কুট ও পাওয়া যায়। হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতিও নিত্য পাওয়া যায়।

কলকাতার বুকে 'লটারি কমিটির' কাজকর্ম প্রবল হয়ে ওঠে।

উইলিয়াম লারকিন্স সাহেবের নামে লারকিন্স লেনের সূচনা। উডের ম্যাপে এই লেনটির নক্সা আছে।

এ বছর সেণ্টজন চার্চের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। সেই গীর্জা প্রাঙ্গনে রয়েছে জোব চার্ণকের সমাধি সৌধ।

৪ অক্টোবর—ওয়ারেন হেস্টিংস মিঃ স্মিথের কাছে চার্লস উইলকিনসের অনুবাদ করা ভগবদ্‌গীতার পাণ্ডুলিপি পাঠান। সঙ্গে এক চিঠিতে অনুরোধ করা হয় যে ইংরাজীতে অনুবাদ করা ভগবদ্‌গীতা কোম্পানীর খরচে প্রকাশ করা উচিত।

কর্ণেল উইলিয়াম টলির জীবনাবসান।

কলকাতার বুকে তৈরি হয় ছাপাখানা 'দি ক্যালকাটা গেজেট প্রেস'। গ্লাসডউইন নামে একজন ইংরেজ এটি স্থাপন করেছিলেন।

এখান থেকে ছাপা হয় ক্যালকাটা গেজেট অফ ওরিয়েণ্টাল অ্যাডভারটাইসর।

২০শে নভেম্বর—বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সূত্রপাত কলকাতার বুকে। জেনারেল সি. ককবেল কলকাতা ডাকঘরের পোস্টমাষ্টর জেনারেল।

কলকাতার প্রথম গ্রন্থাগার 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত।

১৭৮৫ সাল

৩রা জানুয়ারী—এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়—গত সোমবার কলিকাতা বাসী জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ হারমোনিক স্থানে সমবেত হইয়া বিদায় প্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবকে একটি অভিনন্দন দিবার জন্য মহাসভা করেন। তিনঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই অভিনন্দনপত্র সর্বজন স্বাক্ষরিত হয়। ২৬০টি স্বাক্ষর সম্বলিত এই অভিনন্দনপত্র পরদিন মধ্যাহ্নে গভর্ণর সাহেবকে দেওয়া হয়'।·· হেষ্টিংস বহুদিন এদেশে ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ কালে তাঁহাকে বড়ই ব্যাথিত হইতে হইয়াছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা শহরে ৩১টি থানা স্থাপন করেন। এই বছরে বিলাত যাত্রা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টারের তত্ত্বাবধানে ইংরাজীতে অনুদিত গ্রন্থ 'ভগবদ্‌গীতা' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

জন স্কট্ কোম্পানীর কালেক্টর হয়েছিলেন।

৭ই মার্চ—সোমবার-ওল্ড কোর্ট হাউস বাড়িতে প্রকাশ্য নিলামে ভূতপূর্ব গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের মালসমূহ বিক্রয় করা হয়।

৭ই এপ্রিল-এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন এবং কলিকাতার আমোদ-প্রমোদ নামক একখানি নতুন মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। প্রতি মাসের প্রথম বুধবারে ইহা বাহির হইবে।

এ বছর কোম্পানি কলকাতা থেকে বছরে ১, ১২, ৪১৮ টাকা খাজনা আদায় করে।

৪ **আগস্ট ময়দানে বেলুন বাজী**—গত শুক্রবার রাত্রে মিঃ উইনটন রাত্রি আটটা নয়টার সময় একটি বেলুনে চড়িয়া শূন্যে উঠেন। এসপ্ল্যানেড হইতে উঠিয়া কিয়ৎক্ষন শূন্য ভ্রমণের পর তিনি পুনরায় ভূতলে অবতরণ করেন। তিনি প্রায় সোয়াটাক মাইল উপরে উঠিয়াছিলেন। আবার আগামী সোমবার তিনি ঐ সময়ে বেলুন যাত্রা করিবেন।

১৭ই নভেম্বর—বাঘ বিক্রয়—একটি সুন্দরবনের বাঘ ও একটি বাঘিনী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। স্বভাব উগ্র প্রকৃতির নহে, অনেকটা পোষমানা। ইউরোপে জাহাজে করিয়া পাঠাইবার উপযুক্ত। ৮০০ সিক্কা টাকার কমে বিক্রয় করা হইবে না। বাঘ দুটি বেশ মোটাসোটা তাহাদের খাদ্যের জন্য প্রতিদিন মাত্র দুইআনা পয়সা খরচ হয়।

১৭৮৬ সাল

লর্ড কর্ণওয়ালিশ কলকাতার রাস্তা পাকা করবার ব্যবস্থা নেন। প্রথম পাকা রাস্তা হলো সার্কুলার রোড।

ডানকন ইম্পে গ্রন্থের জন্য কোডের অনুবাদ করেন।

রাইটার্স বিল্ডিংস বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবালয় তৈরী হয় এই বছরে।

স্যার আলেকজান্ডার স্টিম কোম্পানীর কালেক্টর হয়েছিলেন।

জন ম্যাকফারসন অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেলের পদে ছিলেন।

কলকাতার থানার তালিকায় বৈঠকখানা থানা'র নাম পাওয়া যায় এবছর থেকে।

১৭৮৭ সাল

কোম্পানীর কলেক্টর জে. লমসডেন।

ক্যামাক সাহেবের সম্পত্তি বিক্রি। সংবাদ গেজেটে প্রকাশিত। কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের পিউনি জর্জ স্যার জন রয়েড।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রবার্ট কিড বোটানিকাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৮৮ সাল

জে. এফ. হ্যারিংটন কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কালেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৬ই এপ্রিল—চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরে নরবলি হয়েছিল !

এক বিজ্ঞাপনের নমুনা : বারাসতে ঘোড়দৌড়—তখনকার দিনে বর্তমান ঘোড়াদৌড়ের মাঠ জঙ্গলে আবৃত ছিল। তাহা বলিয়া সাহেবদের প্রধান আমোদ ঘোড়াদৌড় বন্ধ থাকিতনা। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—'যদি আবহাওয়া ভাল থাকে, তাহা হইলে বারাসতের মাঠে ঘোড়দৌড় হইবে। সময় অপরাহ্ণ। সেলবি সাহেব উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের জন্য খানার ও টিফিনের বন্দোবস্ত করিবেন।

১৭৮৯ সাল

কাউন্সিলের মেম্বার মিঃ স্পিক।

কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে সাহেবদের জন্য একটি ফ্রি স্কুল স্থাপন হয়। এই স্কুল থেকেই ঐ রাস্তার নামকরণ হয় ফ্রি স্কুল স্ট্রিট। পরে রাস্তার নাম পরিবর্তন হয়ে 'মির্জা গালিব স্ট্রিট' রাখা হয়।

ফ্রান্সিস্ গ্লাডউইন কোম্পানীর কালেক্টর ছিলেন।

কলকাতার 'এক্সচেঞ্জ গৃহ' প্রথম স্থাপিত হয়। এই গৃহ নির্মাণের খরচা সমস্ত লটারির টাকায় হয়েছিল।

৩০শে এপ্রিল : গেজেটে প্রকাশিত বরানগরে ডাকাতি—গত বৃহস্পতিবার রাত্রে একদল শ্মশ্রুধারী ডাকাত বরাহনগরের দণ্ডরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাটিতে ডাকাতি করিতে যায়। বাড়িতে যাহা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল, সবই ডাকাতরা লইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পত্তির মূল্য দশ হাজার টাকা।

১লা অক্টোবর—গেজেটে প্রকাশিত—গত শনিবার সুতানুটি হাটখোলা বাজারে একজন কয়লা বিক্রেতার শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। লোকটা এই বাজারের একজন পুরাতন কয়লা বিক্রেতা। বাজারের ইজারাদার তাহার নিকট দাদন বা তোলা আদায় করিতে আসিলে সামান্য কারণে উভয়ের মধ্যে বচসা উপস্থিত হয়। ইজারাদারের পিয়নেরা তাহাকে আক্রমণ করে এবং এই আক্রমণের ফলে সেই কয়লা বিক্রেতার মৃত্যু হয়। পিয়নদিগকে তখনই ধৃত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে শীঘ্রই মিঃ মটের (পুলিশের কর্তা) নিকট হাজির করা হইবে।…(সংবাদ)

সোমবার অপরাহ্ণে কোম্পানির প্রসিদ্ধ ধনী ও বেনিয়ান রামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গা প্রতিমা ভাসানোর জন্য রাজপথে বাহির করা হয়।

প্রতিমার সঙ্গে অনেক লোক ছিল। বৈঠকখানা বাজারের নিকট প্রতিমাখানি আসিলে একদল মুসলমান সেই প্রতিমা আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে ভয়ানক দাঙ্গা বাধে ও উভয়পক্ষের লোকজন মারা যায়।

১৭৯০ সাল

গ্রাণ্ড-গ্রে কলকাতা পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি থাকেন লাট প্রাসাদ ভবনে।

এবছর পানীয় জলের অভাব মেটাতে সরকারি উদ্যোগে পুকুর কাটানো শুরু হয়।

চার্লস গ্রাণ্টস্ কোম্পানীর আমলের সিভিলিয়ান বা রাইটার ছিলেন। এই বছরে তিনি কাজ থেকে অবসর নেন।

প্রাচীন কলকাতার একশো বছরে পদার্পন

২১শে জুলাই—গেজেটে প্রকাশিত আলিপুরের এক সাহেবের বাড়িতে ডাকাতি ঃ গত সোমবার ২১শে জুলাই রাতে অসংখ্য ডাকাত বর্শা ও তলোয়ার লইয়া টার্ণার সাহেবের 'বাঙলো' আক্রমণ করে। ডাকাতেরা প্রথমে কোনরূপ বাধা পায় নাই। অনেক দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া তাহারা যখন পলাইতে উদ্যত সেই সময়ে টার্ণার সাহেবের লোকজনেরা জাগিয়া ওঠে ও বাধা দিবার চেষ্টা করে এবং ডাকাতেরা ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।

চমকপ্রদ সংবাদ—কলকাতার বাসিন্দা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (কান্দীর রাজবংশের দেওয়ান) মাতৃশ্রাদ্ধে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। খেয়াল খুশি মতো পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাসনে সহস্রাধিক ব্রাহ্মণকে নেমতন্ন করেছেন সোনার পাতায় নেমতন্নের চিঠি খোদিত করে বা সোনামুখির প্রসিদ্ধ পুরান কথক গদাধর শিরোমণির পুরাণ পাঠ শুনে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছেন।[১]

১৭৯১ সাল

কলকাতায় স্থাপিত হয় প্রথম টাকশাল। চার্চলেনের ৪নং এবং ৫নং বাড়িতে।

সুপ্রীম কোর্টের পিউনী জর্জ স্যার উইলিয়াম ডলফিন। এবং চিফজাস্টিস

১। পুরানো কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত বিশ্বনাথ মুখোঃ বসুমতী বৃহস্পতিবার ২৪ আগষ্ট ১৯৮৯

ছিলেন স্যার রবার্ট চেম্পাস। তিনি মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমায় বিচারক ছিলেন।

কলকাতার লটারীতে টেরিটি বাজার বিক্রী হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত ছিলেন।

২রা নভেম্বর 'সাহেব চোর'—এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়—গত মঙ্গলবার রাত্রে চৌরঙ্গীর পথে তিনজন সাহেব রাহাজানি ও চুরি করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহারা জাহাজের নাবিক। এই ব্যাপারে এক ভদ্রলোকের সোনার ঘড়ি ও সোনার চেন খোয়া গিয়াছে। যে কেহ এই সমস্ত অপহৃত দ্রব্যের বা চোরের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে বা চোর ধরাইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে চারিশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

১৯শে নভেম্বর জি.সি. মেয়ার, সুপারিণ্টেডেণ্ট পুলিশ বিভাগ এক আদেশ দিয়েছেন—সূর্যাস্তের পর মদের দোকান বন্ধ—ততদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, মদের দোকানের অধিকারগণ এই নোটিসের তারিখ হইতে ঠিক সূর্যাস্তের সময় তাহাদের মদের দোকান বন্ধ করিবেন।

১৭৯২ সাল

কলকাতার বুকে ২৫টি ঘাটের সূত্রপাত।

,, ,, প্রথম নেটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশে পুরাতন কাছারি বাড়িটি 'কোর্টহাউস' ভেঙে ফেলা হয়।

প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী মতিলাল শীলের জন্ম।

১২ই এপ্রিল ঃ

সোমবার, কলিকাতার বিখ্যাত ধনী কাশীনাথ বাবুর মৃত্যু।

কলকাতায় একটা সাধারণ সমিতি ঘর করার জন্য লটারি করা হয়। এটিই ভবিষ্যৎ টাউন হলের পূর্ব সূচনা। এই লটারিতে পাঁচ হাজার টিকিট বিক্রি হয়। টিকিটের দাম ছিল ৬০ সিক্কা টাকা। এর মধ্যে ১৩৩১টি প্রাইজ ছিল, আর বাকী সব ব্ল্যাঙ্ক।

আর্মেনিয়ান গীর্জার চূড়াতে ঘড়ি স্থাপন করা হয়। কাটারিক আরাকিয়েলের দানে এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়।

ইংরাজরা এই শহরে প্রথম ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব (সি. সি. সি.) প্রতিষ্ঠা করেন।

কলকাতার আঁকা নকশার প্রকাশকাল। মার্কউড এর এই নকশাটিতে সর্বপ্রথম কলকাতার কয়েকটি পরিচিত রাস্তার নাম পাওয়া যায়। এই নকশাটিতে সর্বপ্রথম বৈঠকখানা স্ট্রিট, বহুবাজার স্ট্রিটের নাম পাওয়া যায়।

১৮ই সেপ্টেম্বর :

ক্যালকাটা ক্রনিকল এর সংবাদ—দুর্গাপূজা উপলক্ষে। কলকাতার দুর্গাপূজার সময় কোন কোন বাড়িতে আমোদ আহ্লাদ হবে—মহারাজ নবকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কেস্টচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, বানারসী ঘোষ, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ি। তবে এই পূজা এই সংবাদপত্রের চোখে ছিল অন্যরকম।

১৭৯৩ সাল

৪৭নং স্ট্যান্ড রোডের বাড়িতে ২নং টাকশাল স্থাপন।

'বেঙ্গল লটারি' খেলা চালু। এর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়দের জন্য একটি হাসপাতাল চালু করা।

কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা শুরু।

২১শে মে :

পুলিশ নোটিফিকেশন-এর খবর—শহরের পথে কুকুরের উৎপাত :

পুলিশ কমিশনার জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে কলিকাতা শহরের রাজপথে কুকুরের উৎপাত বড় বেশী হইয়াছে। এজন্য স্ক্যাভেনগর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে আদেশ দেওয়া হইতেছে যে আগামী ২১শে মে হইতে জুন মাসের ১লা তারিখ পর্যন্ত শহরের পথে যে সমস্ত কুকুর দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। প্রত্যেক কুকুরের জন্য দুই আনা হিসাবে পুরস্কার দেওয়া হইবে। যাঁহাদের পোষা কুকুর আছে, তাঁহারা যেন ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদের কুকুরগুলিকে বাহিরে ছাড়িয়া না দেন।

কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের মৃত্যু।

স্ট্যান্ড রোডের ওপর 'মেওনেটিভ হাসপাতাল' স্থাপিত। এই হাসপাতালটি

এদেশীয় লোকের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। প্রাচীন কলকাতাতেও এদেশীয় লোকের চিকিৎসার জন্য একটি নেটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল। এ বছরে গভর্ণর জেনারেল স্যার জন্ শোরের যত্নে এই প্রথম নেটিভ হাসপাতালের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে যে বাড়িটি ফৌজদারি বালাখানার মোড়ে অবস্থিত সেখানে এই দেশীয় হাসপাতাল প্রথম খোলা হয়।

ইংরেজদের জন্য সংরক্ষিত প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে এ বছর থেকে বিশিষ্ট ভারতীয় (ইংরেজদের হিসেবে)-দের কিছু কিছু ভর্তি হবার নজির আছে। যেমন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিলেন। শোনা যায় খ্রীষ্টান ছিলেন বলেই তিনি এই দুর্লভ সুযোগ পান।

১১ই নভেঃ

উইলিয়াম কেরীর কলকাতায় আগমন। কলকাতায় আসার পর রাম রাম-বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং কেরী তাঁকে মুনসীর পদে নিযুক্ত করেন।

১৭৯৪ সাল

কলকাতায় প্রথম জমি, বাড়ির জন্য ট্যাক্স আদায়ের পরিকল্পনা করা হয়।

চৌরঙ্গী এলাকায় মোট বাড়ি হয় ২৪ খানা। তখন এ অঞ্চলে বাঘের ডাক শোনা যেত।

'বেঙ্গল জার্নালের' সম্পাদক জন উইলিয়াম দুনেকে কলকাতা থেকে সরানোর চেষ্টা হয়। 'মিথ্যা খবর' এর জন্য।

এই শহরের মানচিত্রে দেখা যায় কোন কোন ব্যক্তির নামানুসারে কয়েকটি বাজার ঘাট এবং পুকুরের নামকরণ হয়।

কলকাতায় বাঁধাকপি বিক্রির প্রথম প্রচলন হয়। একশত কপির দাম—৮ সিক্কা টাকা।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম।

১লা মে:

রবিবার। সুপ্রীম কোর্টের স্বনাম প্রসিদ্ধ জজ স্যার উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যু। গার্ডেনরীচের বাগানবাটিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সমাধি করা হয় পার্ক-ষ্ট্রিটের সমাধিক্ষেত্রে।

আপদ্রনের ম্যাপে বর্তমান কয়লাঘাট ষ্ট্রিট রাস্তাটি Tankshall টাঁকশাল ষ্ট্রিট নামে পরিচিত।

এ বছর কলকাতার পাকা বাড়ির সংখ্যা ১,১১৪ এবং কাঁচাবাড়ি ১৩,৬৫৭ শহরের বুকে পথঘাট পাকা করার তোড়জোড় আরম্ভ হয়, এর জন্য বীরভূম থেকে পাথর আনা হয়।

১৭৯৫ সাল

মিঃ ওয়াডেন খিদিরপুরে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা স্থাপন করেন।

কলকাতার বুকে প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্রিস্কুল স্থাপিত হয়।

সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন স্যার রবার্ট চেম্বার্স।

কলকাতার একটি বিজ্ঞাপন ঃ

ডাক্তার ডিগউইডি ভদ্র সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান এবং রাসায়ন সম্বন্ধে আগামী ২১শে এপ্রিল হইতে কয়েকটি লেকচার দিবেন। ২৫ বা ৩০টি লেকচারেই কোর্স সম্পূর্ণ হইবে। ইহার ব্যয় ১০টি সোনার মোহর।

একটি দাতব্য ভাণ্ডার খোলা হয় কলকাতার লটারি কমিটির দ্বারা। গভর্নর জেনারেল এই ভাণ্ডারের পেট্রন বা মুরুব্বি ছিলেন। বড়দিন ও শুভ ফ্রাইডে প্রভৃতি খ্রীস্টান উৎসবে তাঁদের সাহায্য করা ছিল এই ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য। পরবর্তী পর্যায়ে এটি ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে পরিণত হয়।

বেঙ্গল হরকরা ও পরে ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ নামে একটি ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ হয়।

উইলিয়াম ক্যাসিংসের 'ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি' ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট থেকে চিৎপুর রোডে হেনরি টলফ্রির বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

শিল্পী রবার্ট হোমের কলকাতায় বসবাস শুরু।

হেরাসিম লেবেদেফ্ জাতিতে রুশ, ধর্মে খ্রীস্টান। বিদেশী নাট্যানুরাগীর উৎসাহে ২৫নং ডোম তলায় (তখনকার এজরা স্ট্রিট) নাট্য শালা তৈরি করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এদেশের লোকেরা গম্ভীর কিছুর চেয়ে

হাসি তামাসা ও রসের কথা পছন্দ করে বেশী। এজন্য তিনি The Disguise & Love in the Best Doctor নামে দুখানি ইংরেজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন।

১৭৯৬ সাল

লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশ ত্যাগ করেন। তাঁর জায়গায় স্যার জনশোর (পরে লর্ড টেনমাউথ) বাঙলার ভাগ্য বিধাতার পদ পান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব কলকাতার প্রথম 'সাহেব জমিদার'।

সুপ্রীম কোর্টের পিউনী জজ জেম্স ওয়াটসন।

২২শে মার্চ কলিকাতা হইতে কাশী ঃ সেকালের জেনারেল পোস্টাফিসের ২২শে মার্চ ১৭৯৬ তারিখের এক নোটিশ থেকে জানা যায় পোস্টাল ডিপার্টমেণ্ট কলিকাতা হইতে পাটনা ও বেনারসে যাতায়াতের আর একটি নতুন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সাধারণকে জানানো যাইতেছে কাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আদেশে কলিকাতা হইতে বেনারস ও পাটনা পর্যন্ত পুনরায় ডাক বসান হয়েছে। ভাড়ার নিয়ম এই—

কলিকাতা হইতে বারানসী —৫০০ সিক্কাটাকা
কলিকাতা হইতে পাটনা—৪০০ সিক্কাটাকা

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থার ভারতীয়দের প্রথম হাসপাতাল মেও হাসপাতালটি ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে স্থান পরিবর্তন।

মুর্গীহাটার আর্মেনিয়ান গীর্জাটি নূতন ভাবে নির্মাণ করা হয়।

১লা ডিসেম্বর—এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন যায়। এবছর থেকে এই সোসাইটির ভর্তি বাবদ দু মোহর এবং ত্রৈমাসিক চাঁদা এক মোহর ধার্য করা হয়।

১৭৯৭ সাল

সুপ্রীম কোর্টের পিউনীজজ স্যার জন রয়েডস্।

১২ই মার্চ—নতুন রোমান ক্যাথলিক গীর্জার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

জন মিলারের গ্রন্থ 'শিক্ষাগুরু' প্রকাশ করা হয়।

মিঃ স্পিক্ কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন।

শিপী ডয়নি কোম্পানীর চাকরী নিয়ে এবছর কলকাতায় আসেন। শুরু থেকেই তাঁর চারপাশে শিল্পানুরাগী বন্ধুর দল গড়ে ওঠে।

১৭৯৮ সাল

লর্ড ওয়েলেসলি বড়লাট হয়ে এলেন, (মার্কুইস অব ওয়েলেসলি)

সুপ্রীম কোর্টের পিউনীজজ হেনরি রসেল। এছাড়া চিফ জাস্টিস্ ছিলেন স্যার জন এন্সটুবার।

বৃটিশ কর্মচারী চার্লস ম্যাকলিয়ন কলমচালানোর জন্য বহিস্কার হন।

ডাবলিউ এইচ কেরীর মতে এবছর কলকাতার বাড়ি ঘরের সংখ্যা ৭৮,৭৬০। খাজনার পরিমাণও বেড়ে যায়।

২১শে জুন—৭নং পোষ্ট অফিস স্ট্রীট থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ হয়। নাম 'এশিয়াটিক ম্যাগাজিন' এই মাসিকের প্রত্যেক সংখ্যায় জন্য নির্দিষ্ট গ্রাহক মূল্য ছিল চার টাকা।

এবছর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের এলাকাভুক্ত অংশে (গঙ্গা ও মারাঠা ডিচের মধ্যবর্ত্তী স্থানে) সতী হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। এরপর থেকে কলকাতার মেয়েদের মারাঠা ডিচের বাইরে গিয়ে সতী হতে হত।

১৩ই ডিসেম্বর— সরকারি গেজেটে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন : আগামী ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে থিয়েটার গৃহে একটি বল ও সাপার হইবে। মাননীয় গভর্নর জেনারেলের অভিপ্রায় এই, উক্ত দিনে কোম্পানি বাহাদুরের কলিকাতাবাসী সিভিল ও মিলিটারি কর্মচারিগণ উক্ত সভায় যোগদান করিলে গভর্ণ জেনারেল বাহাদুর বড়ই প্রীতিলাভ করিবেন।

১৭৯৯ সাল

৫ই ফেব্রুয়ারী—রাজভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। প্রাসাদটির নির্মাণ করতে মোট ব্যয় হয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা। লর্ড ওয়েলেসলির শাসন ব্যবস্থায়। ক্যাপ্টেন ওয়াটের নক্সা অনুসারে।

শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে প্রকাণ্ড বটগাছটি এই বছরে কেটে ফেলা হয়।

ওয়াল্টার গ্র্যানডিলের নক্সায় পুরানো সুপ্রিম কোর্টের জায়গায় তৈরী হয় হাইকোর্ট ভবন।

মে—'সংবাদপত্র শাসন আইন' চালু। ততদিন অবশ্য সরকারী কর্তারা নানাভাবে শাসন করে চলেছেন সংবাদপত্র।

কলকাতার বুকে জঞ্জাল ও ময়লা দূরে সরিয়ে নতুন ভাবে সাজানো হয়। সার্কুলার রোডের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এই বছরেই হয়। মার্কুইল অব ওয়েলেসলির শাসনকালে বড় বড় রাস্তার ধারে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো হয়, ফলে প্রাচীন কলকাতার সৌন্দর্য্য বাড়তে থাকে।

চেম্বার্স এর এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদ এবং পরে কলকাতা ত্যাগ।

মারাঠা ডিচ বুজিয়ে তার উপর নির্মিত হয় মারাঠা ডিচ লেন।

লর্ড ওয়েলেসলীর প্রচেষ্টায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করা হয়। নিয়ম করে দেন গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি দেখে না দিলে কোন রচনাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না।

২৭শে নভেম্বর—জব চার্ণকের মাতা মেরীর উদ্দেশ্যে মুর্গীহাটার রোমান ক্যাথলিক গীর্জা প্রতিষ্ঠার উৎসর্গ করা হয়।

১৮০০ **সাল**

৪ঠা মে—মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা এই খৃস্টাব্দকে "নবযুগের কাল" বলে ডাক দিয়েছেন।

উইলিয়াম কেরী হলেন ঐ কলেজের অধ্যক্ষ। রামরাম বসু ছিলেন পণ্ডিত।

ইংরাজী স্কুল 'কলিকাতাএকাডেমী' স্থাপিত।

কেরীর নেতৃত্বে 'ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপিত। খৃস্টান মিশনারীরা সংঘটিত ও সুসংবদ্ধভাবে ধর্মপ্রচার করার প্রচেষ্টা চালায়।

কলকাতায় ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীর আগমন।

কলকাতার লাটপ্রাসাদ তৈরির জন্য কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের বাড়িটা ভেঙে ফেলে দেওয়া হয়। সে সময় কলেক্টর অফিস লালবাজারে স্থানান্তরিত করা হয়।

কলকাতার জাস্টিস 'অব দি পিস' সমস্ত দোকানের লাইসেন্স মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য গভর্ণর জেনারেল সাহেবকে অনুরোধ করেন ও চিঠি দেন।

২০শে মে—লটারি প্রথার রদ সম্বন্ধে একটি হুকুমনামা প্রকাশ হয়।

বিদেশী ভারত প্রেমিক ডেভিড হেয়ারের কলকাতায় আগমন। তিনি এখানে প্রথম ঘড়ির ব্যবসা শুরু করেন, কিন্তু তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন না। ভারতের সংস্কৃতি নরনারী সবকিছুই হেয়ারকে মুগ্ধ করেছিল।

কেশবচন্দ্র সেনের পিতা রামকমল সেন'এর কলকাতায় বসবাস শুরু। বর্তমান হিন্দু হোস্টেলের সান্নিধ্যে যে গলিটি আছে, সেখানেই সেন গোষ্ঠীর কলিকাতার আদি বাড়ি।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুরের জন্ম।

প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'হিকিস গেজেট' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ।

কাশিমবাজার রাজবাড়ি শিয়ালদহ থেকে ডান হাতের ফুটপাথ ধরে এক মিনিট পায়ে হেঁটে উত্তরের পথে ৩০২ নম্বর বাড়িটি কাশিম বাজার রাজবাড়ি। জেমস ফরবস নামে এক সাহেব এই বাড়িটি তৈরি করেন এবছরে।

১৮০১ সাল

বাংলা ব্যাকারণ ও গদ্য গ্রন্থ ছাপা হয় শ্রীরামপুরের মিশনারী প্রেসে।

ইংরাজী স্কুল আরবর্ণ সেমিনারী এবং অ্যারাটুন পিটার্স্ স্থাপিত।

কলকাতা শহরের ময়লা নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা পাকা করা হয়।

৪ মে—বাংলা ভাষার প্রথম অনুবাদ পুস্তক প্রকাশের খ্যাতির জন্য এবছর উইলিয়াম কেরী সদ্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮ আগস্ট—গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর বারাকপুরের এক মন্ত্রণা সভা ডাকেন। এই সভায় স্থির হয় পিটার স্পিক সাহেব ফোর্ট উইলিয়ামের ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত হবেন।

২১শে ডিসেম্বর—প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের জন্ম।

১৮০২ সাল

টলি সাহেবের মৃত্যুর পর বেলভেডিয়ারে প্রাচীন বাড়িটি নিলাম ডাকা হয়।

রামরাম বসু কর্তৃক 'লিপিমালা' গ্রন্থ প্রকাশ।

ইংরাজী স্কুল 'স্যায়নারেলস্' স্থাপিত।

আমাদীরামের স্কুল স্থাপিত।

মেটিয়াবুরুজের আস্তানায় ছিল ইংরেজদের আদি রেসকোর্স। এ বছর থেকে এটি ময়দানে স্থানান্তরিত হয়। আদি রেসকোর্সের মালিক ছিল 'আকড়াফাম" নামের কোন একটি কোম্পানী।

আদমসুমারী অনুসারে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ।

কলকাতার বুকে দমকলের ব্যবহার শুরু হয়।

১৮০৩ সাল

২৭শে জানুয়ারী—রাজভবনের গৃহ প্রবেশের তারিখ। উদ্ঘাটন করেন লর্ড ওয়েলেসলি—পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেসলি। তিনি শহরের ত্রিশজন বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়ে 'শহর উন্নয়ন কমিটি' গঠন করেন। ভারতের গভর্ণর জেনারেলরা রাজভবনেই বসবাস করেন।[১]

এ বছর লর্ড ওয়েলেসলি 'গভর্ণর উন্নয়ন পরিষদ' গঠন করেন। সেই পরিষদের অন্যতম এক উপ-সমিতির দায়িত্ব ছিল অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ক সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা।

কলকাতার সুসন্তান এবং উৎকৃষ্ট বাংলা টপ্পা গানের রচয়িতা আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) জন্মগ্রহণ করেন।

১৮০৪ সাল

১৯শে জানুয়ারী—প্রাচীন কলকাতার ক্রিকেটের প্রথম প্রচলন হয়। ঐদিন কোম্পানীর ইটোলিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট ও অন্যান্য ইংরেজদের মধ্যে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ হয়।

প্রাচীন কলকাতার 'টাউন হল' তৈরির সূচনা।

রাজা কৃষ্ণকান্ত নন্দীর পুত্র লোকনাথ নন্দী বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ।

১৮০৫ সাল

সরকার পার্কস্ট্রিট ও চৌরঙ্গী রোডের সংযোগস্থলে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' ভবনের অনুদান দেন। কলকাতার ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা এই বাড়িতেই ক্যালকাটা মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্বের আলোচনার জন্য সাময়িক পুস্তক 'এশিয়াটিক রিসারচার প্রকাশিত হয়।

---

১ অঞ্জলী বসু / সংসদ বাঙালী রচিত অভিধান।

সুবর্ণ বণিক মথুরামোহন সেন নিমতলা ঘাট স্ট্রিট প্রায় তিনলক্ষ টাকা ব্যয়ে ষোল বিঘা জমির ওপর লার্ট ভবনের অনুকরণে চার ফটকওয়ালা এক বিরাট প্রাসাদ তৈরী করেন।

বর্তমানে টাউন হল নির্মাণের জন্য এ বছরে এক লটারি হয়। এই লটারির বিজ্ঞাপনে লেখাছিল—'কাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে এই লটারি খোলা হইতেছে। এই লটারির টিকিটের মূল্য পাঁচলক্ষ টাকা। ইহাতে এক হাজার প্রাইজ ও চারি হাজার Blank বা শূন্য ছিল।

দ্বিতীয়বার গভর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন লর্ড কর্ণওয়ালিশ।

১৮০৬ সাল

সুপ্রীম কোর্টের পিউনী জজ স্যার উইলিয়াম বরোজ। চীফ জাস্টিস্ ছিলেন স্যার হেনরি রসেল।

কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দা হরি ঘোষের মৃত্যু।

এ বছর ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

১৮০৭ সাল

গেজেটে প্রকাশ : একজন ম্যানিলা দেশীয় লোক এক বাঙালী স্ত্রীলোককে ছুরি মারিয়া হত্যা করে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে তাহার ফাঁসি হয়, লালবাজারের চৌমাথায়। ঘটনাটি ঘটে জুন মাসের দশ তারিখে।

খিদিরপুরের ডকের মধ্যে 'জনশোর' নামে একটি ছোট স্টীমার ভাগীরথীতে ভাসানো হয়, এর উদ্দেশ্য ছিল নদীপথে চলাচল করা।

সাতলক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতার 'টাউন হল' নির্মাণ কাজ শুরু। প্রায় এক হাজার লোকের বসবার উপযোগী এই হলটি কলকাতার প্রাচীন প্রাসাদ বলা যায়।

১৮০৮ সাল

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গৃহ প্রবেশ। নতুন কর্মসূচী ঘোষণা।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের জন্ম কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে।

বড় বাজার ক্লাইভ স্ট্রিটের কাছে জন্মাপীরের গোরস্থানটি নির্মাণ করা হয়।

রুশি নাট্যকার হেরাসিম লেবেডেফকে কলকাতার নাট্যমোদীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং তারপর তিনি কলকাতা ছাড়েন।

১৮০৯ সাল

বর্তমান কালীঘাট মন্দির তৈরী করা হয়। তার আগে মন্দির ছোট ছিল। সেই মন্দির তৈরী করেন রাজা বসন্ত রায়। কালীঘাট মন্দিরের প্রথম সেবায়েত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী। কালীঘাট মন্দির বড়িষার প্রসিদ্ধ ভুমাধিকারী সন্তোষ রায়চৌধুরী ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা তৈরী করেন।

ফেব্রুয়ারী—এই মাসে কলকাতা শহরের উন্নতির জন্য একটি লটারী খোলা হয়। এতে লাট সাহেবের সহানুভূতি ও সম্মতি ছিল। এই লটারির সর্বাপেক্ষা দামী প্রাইজ বা পুরস্কার এক লক্ষ টাকা। সর্বসমেত তিন লক্ষ টাকা প্রাইজ দেওয়া হয়। লটারির খরচা বাবদ যে টাকা উদ্ধৃত হয় সেটি কলকাতার রাস্তাঘাট সংস্কার, ড্রেনের উন্নতি, সাধারণের ভ্রমণ স্থান বা স্কোয়ার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা এবং কয়েকটি বড় বড় বাড়ি ইত্যাদিতে ব্যয় হয়।

এপ্রিল ঃ কলকাতার সুসন্তান রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের জন্ম।

১০—স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশপ্রেমিক হেনরি লুইস ডিরোজিওর জন্ম।

শিক্ষক ডিরোজিও'র কলকাতার হিন্দু কলেজে যোগদান।

১৮১০ সাল

কলকাতার বুকে খৃষ্টধর্মে দিক্ষিত লোকের সংখ্যা তিনশো জন।

কলকাতার প্রধান বাসিন্দা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের জন্ম।

১৮১১ সাল

স্যার হেনরি রাসেল সুপ্রীম কোর্টের জজিয়াতি পদে ছিলেন।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর পরিবারে জন্মে ছিলেন।

শিল্পী জর্জ চিনারির খ্যাতি এ বছর থেকে কলকাতার বুকে বাড়তে শুরু করে। আর রোজগারও ছিল দেদার। কিন্তু অসংযমী, অমিতব্যায়ী চিনারি শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে হঠাৎই একদিন কলকাতা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

১৮১২ সাল

'দি এথিনিয়াম' থিয়েটার সেণ্টার এই বছরে ১৮ নং সার্কুলার রোডে স্থাপন করা হয়।

৩ ফেব্রুয়ারী ঃ কলকাতার বুকে মিস ফ্রানসেসের জীবনাবসান। সংবাদ।

১৮১৩ সাল

মার্কুইস অব হেষ্টিংস ফোর্ট উইলিয়াম গভর্ণর জেনারেল ও কমাণ্ডার রূপে যোগদান করেন।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইওইস্ট।

লর্ড ময়রা সংবাদ পত্রের ওপর 'সেন্সর' ব্যবস্থা তুলে নেন।

টাউন হলের নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়।

গেজেটে প্রকাশ ঃ কাপ্তেন স্টুয়ার্ট নামক একজন ইংরেজ 'এশিয়া' নামক জাহাজের কর্তাকে গঙ্গাবক্ষে ফাঁসি দেয়।

পণ্ডিতপ্রবর এইচ' এইচ. উইলসন সাহেব কালিদাসের 'মেঘদূতের' ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। সমগ্র পুস্তকের মূল্য ১৬ সিক্কা টাকা।

কলকাতা এবং চুঁচুড়ার মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফিক বার্তা চালু।

২৪শে মে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর জন্ম।

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী রাধানাথ সিকদারের জন্ম।

১৮১৪ সাল

শহর উন্নয়নের কাজের জন্য টাউন হল এবং লটারি কমিটি তৈরী।

২রা ফেব্রুয়ারী—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ভবনটির সূত্রপাত। প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ওয়ালিচ। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক যাদুঘর স্থাপন।

'চৌরঙ্গী ড্রামাটিক সোসাইটি নামে এক সখের থিয়েটার সেণ্টার স্থাপন করা হয়।

রাজা রামমোহন রায় কলকাতার ১১৩ নং সার্কুলার রোডের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। নতুন কলকাতার জন্মের সূত্রপাত।

২২শে জুলাই—সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম।

২০শে অক্টোবর—'ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশিত হয়।

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

১৮১৫ সাল

কলকাতার বুকে চালু হয় অ্যাডামের আটক আইন। নতুন শাসক চার্লস মেটকাফ শৃঙ্খল মোচন করে আবার স্বাধীনতা ফেরত দিলেন সংবাদপত্রকে।

৮৫নং আমহার্ষ্ট স্ট্রিটের বাড়িতে রামমোহন রায়ের পাকাপাকি বাসস্থান

শহর। স্থায়ী ভাবে কলকাতার নাগরিক তখন। বর্তমানে বাড়ির গায়ে পাথরের ফলকে লেখা "দিস হাউস ওয়াজ দা ফ্যামিলি রেসিডেন্স অব রাজা রামমোহন রায়"।

এবছরের মে মাসে কলকাতার গড়ের মাঠের মধ্যে একটি পুকুর খনন করা হয় (এপ্রিল মাস) সংবাদটি 'কলিকাতা গেজেটে'এ প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে প্রকাশ চৌরঙ্গীর কোন দীঘির নিচে বালুকা জমে থাকায় গ্রীষ্মকালে পুকুর শুকিয়ে যায়। সেজন্য এই পুকুরটিকে বেশী গভীর করে খনন করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টের পিউনী জর্জ স্যার ফ্রান্সিস ম্যাদনাটম।

জুন—স্যার রাজা রাধাকান্তের দ্বিতীয়পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের জন্ম।

এ বছর রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতার ধর্মতলা রোডে' ইউনিটেরিয়ান প্রেস।

এবছর কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় "বঙ্গভাষানুবাদ সভা"

১৮১৬ সাল

বিশপ মিডলটন ছিলেন কলকাতার বিশপ।

এশিয়াটিক জার্নালে কলকাতার কলাকেন্দ্রের সংবাদ প্রাণবন্ত করে তুলত।

স্যার জেমস্ কলভিন সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট জেনারেল।

সুপ্রীম কোর্টের পিউনীজজ স্যার এন্থনি বুলার।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সেকালের বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে অন্যতম 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ প্রস্তুতি।

ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর জেনারেল ও কমান্ডার ইন-চিফ রূপে মার্কুইস অব হেষ্টিংস রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

বটতলার গ্রন্থ ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রথম বাংলা বই ছেপে বেরোয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। গঙ্গাকিশোরের হাতেই বই প্রকাশের আগে বিজ্ঞাপন দেবার রীতি চালু হয়।

২০শে ডিসেম্বর—সংবাদঃ-সিমলার শিবচরণ দত্ত মারা গেলে তার বালিকা বধূ বিগম্বরী সতী হবার সঙ্কল্প করে। দিগম্বরীর বাবা নিমাই ঘোষ এ

বিষয়ে মহা উৎসাহ দেখালেন। মেয়ের সহমরণের ব্যবস্থা করতে/লোকজন নিয়ে সে গেল চিৎপুর ঘাটে।

১৮১৭ সাল

২৯শে জানুয়ারী—হিন্দু কলেজ স্থাপিত। নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা নিজেদের খরচায় ৭ বছর চালিয়েছিলেন।

গৌরব মোহন আঢ্যর প্রচেষ্টায়'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' প্রতিষ্ঠিত।

কলকাতার বুকে লটারী কমিটি স্থাপন করা হয়।

রমাপ্রসাদ রায়ের জন্ম।

কলকাতার বুকে কলেজ স্কোয়ারের সূচনা। এটিকে আগে বলা হত 'গোল দীঘি'। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে 'দীঘিটা গোল ছিল বলে এর গোলদীঘি নাম হয় নি। এই দীঘিতে পোলপাতা জন্মাত বলে এই নাম হয়েছে। রাধা-রমন মিত্রের মতে গোলপাতা গজাত বলে দীঘিটির নাম গোলদীঘি নয়। দীঘিটি সত্যি গোল ছিল বলে এই নাম…।

যেদিন থেকে লোকমুখে এর বাংলা নাম হয়েছে গোল দীঘি, সেইদিন থেকেই সরকারিভাবে ইংরেজীতে এর নাম কলেজ স্কোয়ার।

কলকাতার অধিকাংশ রাস্তার নির্মাণকার্য শুরু হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

এবছর থেকে ইংরেজ সরকার যখন সভা-সমিতি সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করছিলেন তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় ও অন্য কয়েকজন ব্যক্তি একযোগে এই' সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করেছিলেন।

এবছর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় স্থাপন করেন বিখ্যাত সংস্কৃত প্রেস।

কলকাতার বুকে শিল্প আন্দোলনের পীঠস্থান "পথিকৃৎ স্কুল অব সোসাইটির" প্রতিষ্ঠা কাল এবছরে।

১৮১৮ সাল

বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙলা

গেজেট' (সাপ্তাহিক পত্রিকা) কলকাতা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত। 'দিকদর্শন' এপ্রিল মাসে প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত। 'সমাচার দর্পন' জুন মাসে মিশনারীদের উৎসাহ এবং ম্যার্শম্যানের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক পত্র হিসাবে। সমাচার দর্পণে যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদ থাকত। অধিকাংশ সময়ে শ্রীরামপুরের পন্ডিত মুনিগণ এই পত্র পত্রিকাতে সংবাদ দিতেন। তবে তাঁদের নাম অপ্রকাশিত থাকত।

কলকাতায় হেয়ার স্কুল এই বছরে প্রতিষ্ঠিত।

কলকাতার কাছে কাপড় কল তৈরী। ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার রাস্তায় জল দেওয়া শুরু।

ডেভিড হেয়ার কর্তৃক স্কুল অব সোসাইটি স্থাপন। এই সোসাইটির উদ্যোগ ছিল নতুন স্কুল স্থাপন করা এবং মেধাবী ছাত্রদের অর্থ সাহার্য্য করা।

কোম্পানি বাহাদুরের আবগারি বিভাগের আয় দু লাখ টাকার ওপর দাঁড়ায়।

ডাক্তার মার্শম্যান কর্তৃক ইংরাজী পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়ার' আত্ম-প্রকাশ। পরে এই কাগজের নাম হয় 'স্টেট্সম্যান'।

বটতলায় ছাপাখানা চালু। কলকাতার বুকে বই ব্যবসার সুভ সূচনা ঘটে এ অঞ্চল থেকে। এই ছাপাখানার মালিক বিশ্বনাথ দে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস এর মৃত্যু (বিলাতের ডেইনফোর্স নামক স্থানে) সংবাদ কলকাতায়।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—লটারি কমিটির উদ্যোগে কলকাতার রাজপথে জল দেওয়া শুরু হয় এবছর থেকে। চৌরঙ্গী অঞ্চলে প্রথম সূত্রপাত ঘটে।

কলকাতার বুকে অন্যতম সংগঠন "ফিমেল জুভেনাইল" সোসাইটি আত্ম-প্রকাশ করে এবছর।

১৮১৯ সাল

নবাগত জেমস মিল্ক বাকিংহাম প্রকাশ করলেন দৈনিক পত্রিকা 'ক্যালকাটা জার্নাল'। স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ছাপা হয় কাগজটিতে।

বর্তমান কলকাতার বুকে ঘোড়দৌড়ের মাঠটি এই বছরেই চালু করা হয়।

তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানী বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাংলা সংবাদপত্র 'সংবাদ কৌমুদী' প্রকাশ হয়।

রাজেন্দ্র মল্লিকের জন্ম।

ডেভিড হেয়ার প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন।

পুরানো কেল্লা ধ্বংস হয়ে যাবার পর সেই জায়গায় গড়ে ওঠে বর্তমান কাষ্টমস্ হাউস, জেনারেল পোস্ট অফিস এবং পূর্ব রেলের সদর দপ্তর।

কলকাতা থেকে প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র 'দি ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশ।

এবছর চিৎপুর ঘাটে ১৫টি মেয়ে সহমৃতা হয়।

১৮২০ সাল

কলকাতার বিশপস্ কলেজ স্থাপিত।

রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মসভা স্থাপন। কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি অবশ্য রামমোহনের ব্যক্তিগত প্রভাব ও আকর্ষণে এখানে যোগদান করেছিলেন। এঁরা সবাই ছিলেন শিক্ষিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি।

কলকাতার বুকে এবছর তৈরী হয় কৃষি উন্নয়নের জন্য "এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া"

৩১শে মে গভর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় 'মধুসূদন মুখার্জীর ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী বলে একটি পুস্তকালয়ের নাম পাওয়া যায়। সেকালের কলকাতায় সম্ভবত এই মুখোপাধ্যায় প্রথম ইংরাজী পুস্তক বিক্রেতা।

ভবানীপুরের বাসিন্দা, সুপ্রিম কোর্টের নামজাদা উকিল শম্ভুনাথ পণ্ডিতেয় জন্ম।

সম্রাট তৃতীয় জর্জের মৃত্যুসংবাদ।

কলকাতার বিশপ মিডলটন সাহেব ইংরেজদের উপাসনা গৃহ সেণ্ট জেমস্ চার্চ গির্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

এই বছরে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নামানুসারে 'ওয়েলিংটন স্কোয়ার' অঞ্চলটির নামকরণ হয়। এই এলাকার আয়তন ষোল বিঘা পনের কাঠা এক ছটাক।

১৪ই অক্টোবর—বাংলা পত্রিকা সমাচার দর্পণএর সংবাদ—কলকাতার শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের মাতৃ বিয়োগ হওয়াতে সেই বৎসর পুজোতে

তাঁর বাড়িতে নাচ হবে না। পরের সংখ্যা সাত দিন পর ওই পত্রিকায় সংবাদ দেওয়া হয়—সেবার কলকাতায় দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কারো বাড়িতেই হয় নি, একই সময়ে মহরম পড়ে যাওয়াতে মুসলমান বাঈরা নাচে যোগ দেয়নি।

কলকাতার রাস্তায় জল দিয়ে পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয় এবছর থেকে। চাঁদপাল ঘাটে পাম্প বসানো শুরু।

১৮২১ সাল

লেডিস সোসাইটিস ফর নোটিফায়েট এডুকেশন স্কুল স্থাপিত।

১৪ই জুলাই—কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' কাগজে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ হয়েছিল। এর পর রাজা রামমোহন রায় তাঁর একটি প্রতিবাদ তৈরি করে শিবপ্রসাদ শর্মার ছদ্মনামে একটি জবাব পাঠান। সমাচার দর্পণ সে প্রতিবাদ ছাপেনি। তাই বাধ্য হয়ে রামমোহন রায় তখন একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যেটি তাঁর সম্পাদনায় বেরিয়েছিল। পত্রিকাটির নাম 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। এই কাগজে একদিকে থাকত বাংলা অপর দিকে বাংলা বক্তব্যের ইংরাজী অনুবাদ।

'চন্ডিকা' নামে এক সংবাদপত্রের আবির্ভাব। এটি সেকালের কলকাতায় হিন্দুধর্মের মুখপত্র ছিল। ইংরাজী পত্রিকার মধ্যে ছিল 'জনবুল ইন দি ইষ্ট'। এটি জুলাই মাসে প্রকাশ হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন জেমস্ মেকেঞ্জি।

প্রাচীন কলকাতার দুর্গের কাছে হলওয়েল প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভটি এবছর ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়।

কলকাতার জনসংখ্যার একটি চিত্র—হিন্দু—১১৮২০৩। মুসলমান-৪৮১৬২। খৃষ্টান—১৩১৩৪।

৪ঠা ডিসেম্বর—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ দত্ত দুজনে মিলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন পত্রিকার নাম "সংবাদ কৌমুদী"। সমাচার দর্পণে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রতি যে কটাক্ষ প্রকাশ করা হ'ত তার উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রত্রিকা। পত্রিকাটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল লোকহিত সাধন ও দেশবাসীর অভাব অভিযোগ প্রকাশ করা। পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং রাজা রামমোহন রায় এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮২২ সাল

কলকাতার বুকে কালীঘাট ব্রীজ তৈরী।

সেণ্টপলস্ স্কুল স্থাপিত।

৫ই মার্চ—'সমাচার চন্ডিকা' পত্রিকা প্রকাশ। সম্পাদনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি গোঁড়া পন্থীদের মুখপত্র।

প্রথম মোটর টানা বাস কলকাতার বুকে চলতে শুরু করে।

'ব্রাহ্মণ পত্রিকা' নামে এক মাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

কলকাতা গেজেটে 'ধর্মতলা স্কোয়ার' এর নাম পাওয়া যায়। তার থেকে ধর্মতলা রোডের নাম।

ইংরাজী পত্রিকা 'রিফরমার' এর জন্ম।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (বাহাদুর) এর জন্ম।

এবছর দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগণায় লবণ এজেন্সির অফিসে সেরেস্তাদার এর চাকরী নিয়েছিলেন।

এবছরে কালীঘাটে বছর একুশের এক তরুণী চিতায় ওঠার আগে জ্ঞান হারায়, জ্ঞান ফেরামাত্র বর্বরের দল তাকে পুড়িয়ে মারে। কলকাতার আশে-পাশে টালিগঞ্জ, ভবানীপুর, খিদিরপুর, কুলিবাজার, সুরের বাজার, নাকতলা, রসাপাগলা, বাঁশদ্রোণী, গড়িয়া, কাশীপুর, বরানগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায়ই সতীর চিতা জ্বলে উঠত।

১৮২৩ সাল

জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন স্থাপিত হয়। শিক্ষা ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই কমিটির ওপর। হ্যারিটন হলেন এই কমিটির সভাপতি এবং এইচ. এইচ. উইলসন সেক্রেটারি।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা'।

রুশ মহাকবি আলেকজান্ডার পুশকিন এর কলকাতায় বসবাস।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রবার্ট ব্রসেট।

রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় 'কৌমুদি' সংবাদপত্র প্রকাশ হয়।

বাংলা সংবাদ পত্র 'সংবাদ তিমির নাশক' এর আত্মপ্রকাশ।

স্ট্র্যাণ্ড রোডের সূচনা। লটারি কমিটির সহায়তায় এই সুদীর্ঘ রাজপথটি তৈরী হয়েছিল।

বটতলার প্রকাশকদের চেষ্টায় এই বছরে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' প্রথম ছাপা হয়। মূল্য দুই টাকা।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড অ্যামহার্স্ট এর কলকাতায় আগমন।

এবছর ২০ জন ভারতীয় ছাত্রকে নিয়ে কলকাতায় স্থাপন হয় মেডিক্যাল স্কুল। এখানকার ছাত্রদের সংস্কৃত শেখানো হতো সংস্কৃত কলেজে এবং উদু কলকাতায় মাদ্রাসায়। এঁরা ডাক্তার হলেও দেশী ডাক্তার বলেই পরিচিত হতেন।

১৮২৪ সাল

সরকার মাসে ২০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন হিন্দু কলেজকে। সরকারের প্রস্তাবানুসারে হিন্দু কলেজ সংস্কৃত কলেজ একই বাড়িতে স্থাপিত হয়। তখন সংস্কৃত কলেজের নিজস্ব বাড়ি ছিল না। সাময়িকভাবে বৌবাজারের একটি বাড়িতে ক্লাস হত। সেই বাড়িরই কাছে একটি ভাড়া করা বাড়িতে হিন্দু কলেজ স্থানান্তরিত হয়।

কলকাতায় সরকার কর্তৃক 'নেটিভ ইনসটিটিউশন' স্থাপন। অধ্যক্ষ ডাঃ জন টাইটালার। এই বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

কলকাতার হাইকোর্টে 'বার লাইব্রেরীর' সূচনা। প্রতিষ্ঠাতা ক্লার্ক।

এশিয়ার একমাত্র গ্রীক চার্চ বা ভজনালয় নির্মাণ করা হয় কালীঘাট অঞ্চলে। বর্তমানে যেখানে কালীঘাট ট্রাম ডিপো আছে। এই চার্চের গঠন পরিকল্পনা করেছিলেন রেভারেণ্ড এ. এন. এলেক্সিয়াস আর্কম্যান ড্রাইট। এই জায়গার আগেকার দিনে নাম ছিল সাহেব বাগান।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ক্রিস্টোফার বুলার।

বাঙলা ভাষায় প্রথম পঞ্জিকা প্রচারিত হয়।

কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা দেশহিতৈষী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (সি. আই. ডি. এল) জন্ম।

বাগবাজারের খাল কাটা শুরু।

এবছর উইলিয়াম কেরী কলকাতার অ্যাগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির সভাপতি হন এবং সরকারী অনুবাদকের পদ পান।

১৮২৫ সাল

২৬শে জানুয়ারী—কাশিম বাজারের রাজবংশের লোকনাথ নন্দী বাহাদুরের পুত্র হরিনাথ নন্দী লর্ড আমহার্স্টের কাছ থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধিলাভ করেন। তিনি অসাধারণ দানশীল ছিলেন। তাঁর অসংখ্য দানের মধ্যে হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য ২০,০০০ টাকা দান উল্লেখযোগ্য।

মধুসূদন চক্রবর্তীর একাডেমী (স্কুল) স্থাপিত। এবং ভেরিউলাস একাডেমী।

সুপ্রীম কোর্টের পিউন জজ স্যার জন ফ্রাঙ্কস্। এছাড়া প্রধান বিচারপতি স্যার চার্লস গ্রে।

বাস্তেন ডি. এল. রিচার্ডসনের সম্পাদনায় ইংরাজী সংবাদ পত্র 'ক্যালকাটা লিটেরারি গেজেট' প্রকাশ হয়।

রামদুলাল সরকারের মৃত্যু। (প্রাচীন বাসিন্দা ও দেশহিতৈষী)

হাইকোর্টের মধ্যে 'বার লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে 'হুগলী' নামে একটি স্টীমার কলকাতা থেকে কাশী পর্যন্ত যায়। কাশী যেতে ২৪ দিন সময় লাগে ; কিন্তু ফিরতে কিছুদিন কম নেয়। জাহাজটি শুধু দুদিন বেনারসে অপেক্ষা করে। বেনারস থেকে কলকাতা জলপথে ১৬১৩ মাইল। এই পথ অতিক্রম করতে স্টীমারটির তিনশো ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

১৫ই অক্টোবর—সমাচার প্রকাশিত একটি সংবাদ—২১ আশ্বিন বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতার উত্তর চিৎপুর নিবাসী এক যোগীর পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে তাহার স্ত্রী সমাধি সহমরণ অর্থাৎ মৃত পতির সহিত খনিত কুপাকার সমাধি প্রবেশ পূর্বক প্র্যাণত্যাগ করিয়াছে।

১৮২৬ সাল

'ডায়েনা' জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এণ্ডারসন কমেট ও ফায়ার ফ্লাই নামে দুটি ফেরী স্টীমার কলকাতায় তৈরী করেন। এই স্টীমার চুচুঁড়া অবধি যাতায়াত করত, প্রত্যেক লোকের যাতায়াতের ভাড়া ছিল আট টাকা।

রামতনু লাহিড়ীর কলকাতায় আগমন। তখন তাঁর বয়স বারো বছর। বড়দা কেশবচন্দ্রের চেতলার বাড়িতে উঠেছিলেন।

কলকাতায় প্রথম বই বিক্রিঃ হিন্দু কলেজের কাছে স্কুল বুক অফ সোসাইটি নামে একটি পুস্তক প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। এ অঞ্চলে প্রথম বইয়ের দোকান খোলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে তিনি হিন্দু স্কুলের সিঁড়ির কোণে দুর্গাদাস করের 'মেটিরিয়া মেডিকা' বিক্রি করেন।

১লা মে ঃ কলকাতার বুকে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ স্থানান্তরিত হয়। মূল বাড়ীর দোতালায় একটি হল ঘরে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের একত্রে বিজ্ঞানের ক্লাশ হত।

আরল অব্ আমহার্ষ্ট গভর্ণর জেনারেলের কাজ করেছিলেন।

কলকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্যালিফ।

স্যার ডেভিড অক্টারলোনির মৃত্যু (মালদায়) সংবাদ—কলকাতায়।

কলকাতার বুকে শিল্পজগতে অ-পেশাদারি শিল্পীদের অস্তিত্ব ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সেই সুবর্ণ যুগে এদেশে কর্মরত অধিকাংশ ইংরেজ সরকারি বা সামরিক অফিসার তখন নিয়মিত ছবি আঁকতেন, যাঁদের মধ্যে লেডি সারা অ্যামহার্ষ্ট অন্যতম। তিনি ছিলেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড অ্যামহার্ষ্টের পত্নী।

১৮২৭ সাল

ব্রাউন 'লো সাহেব' তৈরী করলেন ঘোড়াগাড়ী 'ব্রাউন বেবি'।

২২শে ফেব্রুয়ারী—সংস্কারক ও চিন্তাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। ৩৭ নং হরীতকী বাগান লেনে। বাংলা ১২৩৩ সনের ১১ই ফাল্গুন, রবিবার।

সুপ্রীম কোর্টের পিউনি জজ স্যার এডওয়ার্ড রায়ম।

বৈঠকখানা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত।

অস্থায়ীভাবে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন জন শোর। ইনি প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সিভিলিয়ান রূপে এদেশে আসেন।

ফার্সী পত্রিকা 'সামসুল আকবর' এর আত্মপ্রকাশ।

এক উদ্যমশীল ইংরেজ 'টৌনিকা' নামে একটি জাহাজ কলকাতার বুকে নিয়ে আসে এই বছরে। এই স্টীমারটা জাহাজ টানবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে বোধ হয় এবং গবর্ণমেণ্ট ৬১ হাজার টাকায় এটি কিনে নেন।

৫ই মে —এইচ· নেলন্ হোং কর্তৃক ইংরাজী পত্রিকা ক্যালকাতা কুরিয়ার-এর আত্মপ্রকাশ। ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন এই বছরেই সূচনা।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকাল।

কলকাতার বুকে উড়িয়া পালকি বাহকেরা প্রথম ধর্মঘট শুরু করে।

কলকাতার বুকে কেরাঞ্চি গাড়ির আবির্ভাব।

অক্টোবর—কলকাতার পথে তেলের বাতি জ্বলতে শুরু করে।

১৮২৮ সাল

১৭ই মার্চ ঃ নিমতলা শ্মশান ঘাটের সূত্রপাত। রানী রাসমণির স্বামী রাজ চন্দ্র দাস এই শ্মশানের দক্ষিণে একটি পাকা ঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন।

স্যার ডেভিড অক্টোরলোনির স্মৃতি রক্ষার্থে শহীদ মিনার তৈরী হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কলকাতায় আগমন।

উর্দু লেখক মির্জা গালিবের কলকাতায় আগমন মোকাদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে।

দেড় বছর বেথুন রোর বাড়ীতে ছিলেন।

একটি মোকদ্দমার বিবরণ থেকে জানা যায়, ডঃ হ্যালিডে তাঁর রোগীর নামে ছয়বার ভিজিটের মূল্য বাবদ ৩৮৪ সিক্কা টাকার দাবিতে কোর্ট অবদি 'রিকোয়েটিস্' পাসের আদালতে নালিশ করেছিলেন।

ইংরেজদের তৈরী ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মধ্যে 'সেণ্ট পিটার্স' গির্জাটি এই বছরে তৈরী হয়।

কলকাতার বুকে তৈরী হয় "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।"

নবাব আব্দুল লতিফের কলকাতায় আগমন। বলতে গেলে তিনি ছিলেন

সেই উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার নায়ক। যদিও তিনি জন্মেছিলেন ফরিদপুরে। কিন্তু কলকাতাতেই তাঁর সমস্ত জীবন জুড়েছিল।

সংবাদ 'তিমির নাশক' (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক, কৃষ্ণমোহন দাস। ঠিকানা ৪০নং মীর্জাপুর। প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর। পরে অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকার রূপ নেয়।

গেজেটে প্রকাশ : এক মুসলমান ফকিরের ফাঁসি : অপরাধ ;—এক সাহেবের শিশুকে হাবড়া ঘাটে হত্যা করে। এই ফাঁসি দেখিবার জন্য অনেক মুসলমান জড় হইয়াছিল।

সেপ্টেম্বর : 'কলিকাতা জার্নাল' ও কলিকাতা এক্সচেঞ্জ প্রাইস কারেণ্ট' নামে দুখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়।

১৮২৯ সাল

১লা মার্চ : শিক্ষাব্রতী গৌর মোহন প্রাচ্য দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার ও হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্যারিমোহন বন্দোপাধ্যায়।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও প্রধান সেনাপতি মোম্বার মেয়ার সদলবলে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে দুর্গাপূজা উৎসবে যোগদান করেছিলেন। —কলকাতার একটি সংবাদপত্র।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক কলকাতা থেকে নিষ্ঠুর প্রথা "সতীদাহ" নিষিদ্ধ।

চার্চ মিশনারী স্কুল স্থাপিত। জয়নারায়ণ মাষ্টারের স্কুল ঐ বছরেই সূত্রপাত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে ভর্তি।

৯ই মে : ইংরেজী 'বেঙ্গল হেরাণ্ড' এবং বাংলা বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক) পত্রিকার জন্ম। ইংরাজী, বাংলা, ফরাসী ও নাগরী এই চার ভাষায় সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ হয়। সম্পাদনায়—রবর্ট মাণ্টগোমারী মার্টিন। 'বঙ্গদূত' এই কাগজের বাংলা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন নীল রত্ন হালদার। জানা যায় রাজা রামমোহন রায় এই পত্রিকার অন্যতম স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন।

প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এই পত্রিকাতে জড়িত ছিলেন।

কলকাতা থেকে মিশনারি সম্প্রদায়ের প্রথম মুখপত্র 'কলিকাতা খ্রীষ্টিয়ান'র আত্মপ্রকাশ। এ ছাড়াও ইনটেলিজেন্সার প্রকাশ হয়।

টালিগঞ্জের 'গলফ্ ক্লাব' স্থাপিত। একটি বড় এবং আরেকটি ছোট দুটি গলফ খেলার মাঠ এখানে অবস্থিত।

বেলেঘাটায় পাশীদের নশ্বর দেহের আশ্রয়স্থল "টাওয়ার অব সাইলেন্স" প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা নওরোজি সোরবেজ।

১৮৩০ সাল

কলকাতার বুকে 'জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয়।

আলেকজাণ্ডার ডাফের কলকাতায় আগমন।

ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গলের গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

নামজাদা ব্যারিস্টার ক্লার্ক, প্রাচীন কলকাতার অনেক হিতকর কাজ করেছিলেন।

কোম্পানি বাহাদুর তাঁদের প্রজাদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করতেন, সেই আদায় করার পদ্ধতির নাম ছিল 'টাউন ডিউটি'। এ বছর থেকে এটি চালু করা হয়।

১৬ই জানুয়ারী—রামমোহনের নেতৃত্বে সতী নিবারক আইন প্রণয়নের জন্য ৩০০ হিন্দু স্বাক্ষরিত এক অভিনন্দনপত্র বেন্টিঙ্কের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২২শে নভেম্বর ঃ কলকাতার বুকে ঘোড়ায় টানা বাস চালু হয়। এসপ্ল্যানেড থেকে বারাকপুর পর্যন্ত তিন ঘোড়ায় টানা বাসে যাত্রী পরিবহণ শুরু হয়।

১৮৩১ সাল

২৮শে জানুয়ারী ঃ প্রেমচাঁদ রায় সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংবাদ সুধাকর প্রকাশিত।

---

১ কলকাতায় প্রথম/দীপক বন্দ্যোঃ বসুমতী ২৪শে আগস্ট/বৃহস্পতিবার ১৯৮৯

২৮শে জানুয়ারী ঃ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়।

প্রসন্ন ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' বাঙালীর এবং কলকাতার বুকে অন্যতম প্রথম বাংলা নাট্যশালা। এখানে নাটক হয়েছিল প্রথম—"জুলিয়াস সিজার" এবং উইলসন অনুদিত ভবভূতির 'উত্তর রাম চরিত'। জানা যায় প্রথম রাত্রে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, স্যার এডওয়ার্ড রায়ান ও কর্ণেল ইয়ং।

চিকিৎসাবিদ্যার হাসপাতাল খোলা হয়।

১৮ই জুন ঃ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার (সাপ্তাহিক) সম্পাদক ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ এই তারিখে।

হিন্দু কলেজের শিক্ষক ও কবি এইচ. ডি. এল. ডিরোজিওর সম্পাদনায় ইংরেজী পত্রিকা 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' প্রকাশ হয়।

২৬শে ডিসেম্বর ঃ হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও'র মৃত্যু সংবাদ —কলকাতায়।

কলকাতার জনসংখ্যার হিসাব—১,৮৭,০৮১ জন। ঘরবাড়ির সংখ্যা—৭০,০৭৬।

১৮৩২ সাল

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম রাসল।

বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক এর শাসন কাল।

'সংবাদ, রত্নাবলী (সাপ্তাহিক) সম্পাদক মহেশচন্দ্র পাল। প্রথম প্রকাশ ২৪শে জুলাই। মহেশচন্দ্র প্যালের নাম থাকলেও আসলে পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার ছিল কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ওপর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার এক জায়গায় লেখাতে বলেছিলেন আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় বহন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

কাশিমবাজার রাজবংশের সন্তান হরিনাথ নন্দী বাহাদুরের জীবনাবসান। (বাংলা ১২৩৯ অগ্রহায়ণ মাসে)। তাঁর পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন।

এবছর থেকে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের জন্য একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হন। তাঁরা অর্থসংগ্রহ করেন এবং সরকারের কাছে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

৫৪ নং নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে (সিমুলিয়া) 'প্রভাকর যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি ছিল বিখ্যাত কবি ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের ছাপাখানা।

রামমোহন রায়ের পরিচালনায় কলকাতার বুকে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'জন্ম হয় এবছরে। নাম 'সর্বতত্ত্বদীপিকা'।

১৮৩৩ সাল

সুপ্রীম কোর্টের পিউনী জজ স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট। প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড র‍্যায়ান।

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাটি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। এছাড়াও ছিলেন রামগোপাল ঘোষ।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক চিকিৎসা শাস্ত্রে ৫জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। রামকমল সেন ছিলেন এই কমিটির অন্যতম সদস্য।

জে. এইচ. স্টকলারের সম্পাদনায় ইংরাজী পত্রিকা 'ইংলিশম্যান' প্রকাশ।

রাজা গোপীমোহন দেবের 'রাজবাহাদুর' উপাধিলাভ।

কোম্পানী বাহাদুরের প্রধান সেনাপতি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক। তাঁর আমলে সতীদাহ প্রথা উঠে যায় এবং ঠগ ও দস্যু দমন হয়। তাঁর সময়ে ফার্সির পরিবর্তে বঙ্গের আদালতসমূহে বাঙলা ভাষার প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয়।

সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাবিদ রামমোহন রায়ের মৃত্যু সংবাদ।

আমেরিকা থেকে কলকাতার বুকে প্রথম বরফ আসে।

২৮-৩০ ডিসেম্বর—কলকাতায় জাতীয় কনফারেন্স এর সূচনা।

১৮৩৪ সাল

গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড। তাঁর পদবী ছিল ইডেন। এদেশে

গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর অবিবাহিতা বোন এমিলি।
ফোর্ট উইলিয়াম গ্রন্থাগার স্থাপন।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক কোম্পানী বাহাদুরের ভারতীয় অধিকার সমূহের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।

'ইডেন উদ্যান' লর্ড অকল্যাণ্ডের বিদুষী ভগ্নী মিস্ ইডেনের নামে এই বছরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখনকার দিনে খরচার পরিমাণ—তৈরির খরচ—ছয় হাজার টাকা, রক্ষনারেক্ষনের জন্য মাসিক ছিয়াশি টাকা। এই গার্ডেনের খ্যাতি অবশ্য পরবর্ত্তী কালে বেড়ে যায় ক্রিকেট মাঠের জন্য।

কলকাতার রাস্তায় পাথর ব্যবহার শুরু হয়।

৯ই জুন উইলিয়াম কেরীর মৃত্যু সংবাদ।

১৮৩৫ সাল

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করে লর্ড মেটকাফ চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

কলকাতায় 'সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের' প্রতিষ্ঠা কাল।

২০শে মার্চ—চার্লস থিওফিলস ব্যারণ মেটকাফ গভর্ণর জেনারেল।

তাম্র মুদ্রার টাকশাল তৈরী হয় এই বছরে।

সুপ্রিম কোর্টের পিউনী জজ স্যার বি. কে. ম্যালকিন।

এ বছর কলকাতার জাস্টিস্ অফ দি পীস নিযুক্ত হন কালীকৃষ্ণ দেব।

১লা জুন—'কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ' স্থাপন। হিন্দু কলেজের উত্তর দিকে একটি পুরানো বাড়িতে ক্লাশ শুরু হয়। কলেজের সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন ডাঃ মাউণ্ট ফোর্ড জোসেফ ব্রামলি। ডাঃ হেনরী হ্যারি গুডি হলেন শল্য চিকিৎসার অধ্যাপক। সেক্রেটারী ডেভিড হেয়ার।

হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র 'সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়' প্রকাশ।

কলকাতার বুকে 'অকল্যাণ্ড হোটেলের' সূচনা। স্থাপন করেন ডেভিড উইলসন।

এবছর নাট্য আন্দোলনে কলকাতাকে কাঁপালেন নাট্যকার নবীন চন্দ্র বসু। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে মহিলা চরিত্রে মহিলাদের নামিয়ে। সমাজের মেয়েরা তখন অভিনয় করা দূরে থাক, আসরে বসতেই পেত না।

দুঃসাহসী নবীনচন্দ্র গনিকা পল্লী থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করে এনেছিলেন। কলকাতার অন্ধকারে নেপথ্যলোকের অধিবাসিনীরা পাদপ্রদীপের আলোয় লোকচক্ষুরে সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছিলেন এই থিয়েটারের আশীর্বাদেই।

পুর কাজের সুবিধার জন্য কলকাতাকে চার প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এই অঞ্চলের মোট রাস্তা ছিল একশো আট। প্রথম ও তৃতীয় বিভাগে সাতান্ন, দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভাগে একান্ন। এই চাব বিভাগে কলকাতার রাস্তায় বাতির পরিমাণ ছিল তিনশো সাত। এর জন্য মোট খরচ পড়েছিল সাতশ ন টাকা দু আনা সাত পয়সা।

এ বছর কলকাতার নাগরিকরা মিলে টাউন হলে সমবেত হয়ে এক জনসভায় প্রস্তাব তুলেছিলেন যে কলকাতার বুকে জনগনের জন্য একটি গ্রন্হাগার তৈরী করা হোক।

১৮৩৬ সাল

কলকাতা পুরসভার জন্য সড়ক তৈরীর কমিটি নির্বাচন। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সূচনা।

দুনম্বর ক্যালকাটা থিয়েটার সেণ্টার প্রতিষ্ঠিত।

লা মার্টিনার কলেজ এর সূত্রপাত।

মেটাকাফ হলে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিটির পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান কার্যকরী ছিলেন মিঃ ক্লার্ক।

বোটানিক্যাল গার্ডেন এর প্রতিষ্ঠাতা লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল রবার্ট কিড খিদিরপুরে প্রয়াত হন।

গঙ্গা প্রসাদের (মুখোপাধ্যায়) জন্ম।

কলকাতার বুকে তৈরী হয় ক্যালকাটা ষ্টিম টাগ অ্যাসোসিয়েশন।

কলকাতার বুকে 'বঙ্গভাষা প্রবেশিকা সভা'র সূত্রপাত, রাজনৈতিক চেতনার পটভূমিকায় তৈরী হয় এই সংগঠন।

১০ই জানুয়ারী কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত শব ব্যবচ্ছেদ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করার গৌরবের অধিকারী।

সমাচার দর্পণে ১৬ই জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশ পায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

'বত্রিশ সিংহাসন, গ্রন্থটি ছাপা হয় শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেস থেকে।

২১শে মার্চ ডাঃ এফ. বি. স্ট্রং এর বসতবাটি ১৩ এসপ্লানেডে খোলা হয় প্রথম কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী।

কলকাতার বুকে এবছর প্রতিষ্ঠিত হয় "বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা"। এছাড়াও জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা' নামে আর একটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৩৭ সাল

সরকার কর্তৃক 'দি ইন্ডিয়ান মিউজিম এ্যাক্ট' পাশ।

কালী শংকর দত্ত কর্তৃক সংবাদপত্র 'সুধাসিন্ধু' প্রকাশ।

১৭ই মার্চ গোপীমোহন দেবের মৃত্যু। তাঁর একমাত্র পুত্র স্বনাম খ্যাত রাজা স্যার রাধাকান্তদেব।

কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন। উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে গান গাওয়া হয় 'বন্দেমাতরম' গানটি।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার ডবলু গর্ক।

কলকাতার জনসংখ্যার হিসাবে দেখা যায় বাঙালী হিন্দু ১২,৩,৩১৮। বাঙালী মুসলমান ৪৫৬৭।

এবছর পুলিশ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়-পুলিশ থেকে শহরে খড়ের ঘর তোলা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই বছরই আগুনের মোকাবিলা করতে ২ জন ইউরোপীয় কনষ্টেবল ও ১৩৪ জন খালাসি নিয়ে দমকল বাহিনীর সূত্রপাত হয়।

অক্টোরলনী মনুমেণ্ট (গড়ের মাঠ) এবছরের সূত্রপাত।

১৮৩৮ সাল

কলকাতার বুকে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সূত্রপাত।

'ইউনিয়ন স্কুল চালু' করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টের পিউনীজজ স্যার এইচ. ডব্লু সিটন।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র 'রসরাজ' এর আত্ম-প্রকাশ।

এছাড়া 'সংবাদ অরুণোদয়, পত্রটি সম্পাদনা করেন জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

কলকাতার সুসন্তান কৃষ্ণদাস পালের জন্ম। কলকাতার কাঁসারি পাড়ায়।

মেটকাফ হলের সভা-সমিতির কাজ শুরু।

রাজচন্দ্র রায় (রাণীরাসমণির স্বামী) পরলোকগমন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রানি রাসমণির ওপর সমস্ত সম্পত্তি পরিচালনার ভার পড়ে।

এই বছরে বাংলা ১২৪৫) রানী রাসমনি রুপোর রথ তৈরী করেছিলেন। রানীরাসমনির রথযাত্রা উৎসবের বাসনা হওয়ায় তিনি জামাতা মথুরবাবুকে একাজের ভার দেন। মোট একলক্ষ বাইশ হাজার এক শত পনের টাকা ব্যায়ে নির্মিত হয়েছিল চোদ্দ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এই রুপোর রথ। এই রথ বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে যানবাজারে ফিরে আসত।

স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য জেমস্ প্রিন্সেস কলকাতা ছেড়ে বিলেত চলে যান।

১৯শে নভেম্বর—কলকাতার কলুটোলায় সাধক, সংস্কারক ও চিন্তাবিদ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম।

এবছর কলকাতায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সভাটি ভারতীয় মুৎসুদ্দি বণিক জমিদার গোষ্ঠী এবং ইউরোপীয় ব্যবহারজীবী বণিক গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জমিদার সভা হয়। প্রধানত খাজনাভোগীদের স্বার্থে এই সভাটির জন্ম হয়।

কলকাতার বুকে 'ভুম্যাধিকারী সমাজ' প্রতিষ্ঠিত।

১৮৩৯ সাল

কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীর্জা সেন্টপলস ক্যাথিড্রেল নির্মাণ করা হয়। গীর্জাটি নির্মাণে মোট ৭৫ হাজার পাউন্ড খরচ হয়। এই জায়গার নাম ছিল বিরাজতলা। ভিত্তি প্রস্তর করেন স্যার উইলসন।

শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংবাদ ভাস্কর' প্রকাশিত হয় প্রথম মার্চ মাসে। কিন্তু কার্যত সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানান্বেষণের' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্ক বাগীশ। বলতে গেলে সেযুগের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা।

ভবানীপুরের মেন্টাল অবজারভেশনের ওয়ার্ডের সূত্রপাত।

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের জন্ম।

এজরাস্ট্রীটে শেঠ রুস্তমজী কাওয়াসজি' ব্যানার্জি'র উদ্যোগে স্থাপন হয় প্রথম অগ্নিমন্দির।

ভারভের গভর্ণ'র জেনারেল পদে লর্ড' অকল্যান্ড নিযুক্ত ছিলেন।

১০ই জুন—বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ভাষায় এই পত্রিকাটি তখন প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

কলকাতার প্রথম শান বাঁধানো রাস্তা চিৎপুর রোড। এবছর জুলাই মাসে পথটির নূতন রূপ ফুটে ওঠে।

কলকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে প্রথম চালু হয় টেলিগ্রাম।

এবছর কলকাতার বুকে প্রথম ক্রাইষ্ট চার্চ' প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম বাঙালী আচার্য'পদে আসেন কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায়। (রেভারেণ্ড)।

শিক্ষা আন্দোলনের সংঘটন এর পক্ষে কলকাতার বুকে এ বছর তৈরি হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

১৮৪০ সাল

কলকাতার ইডেন গার্ডে'নস নির্মাণ করা হয় ময়দানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে। লর্ড' অকলাণ্ডের বোন মিসেস ইডেনের উদ্যোগেই তৈরি হয় ইডেন উদ্যান।

২৪শে ফেব্রয়ারী—'সংবাদ ঃ প্রভাকরের' সংবাদ প্রসঙ্গ কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মউৎসব। কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দদুলাল সিংহ।···একমাত্র পুত্র কালী প্রসন্নর জন্মোপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন নন্দদুলাল। যার সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল এই কাগজে।

উমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের জন্ম।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিলাভ।

জেমস প্রিন্সেস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (বিলাত)—সংবাদ কলকাতায়।

কলকাতার সুসন্তান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের জন্ম।

এই দশকে ভারতীয়রা নূতন নূতন ব্যবসায় পসার জমানোর চেষ্টা করেছে, যেমন ওষুধপত্র, হোটেল, জাহাজ কোম্পানি।

লেখক কালী প্রসন্ন সিংহের জন্ম।

১৮৪১ সাল

গভর্ণর জেনারেল-ইন কাউন্সিল এর সদস্য হেনরী সেণ্ট কলকাতার বুকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী জানান।

৮ই মার্চ—কলকাতার পার্কস্ট্রীটে 'সাঁসুসি' নাট্যসংস্থার জন্ম এবং থিয়েটার হত প্রায় আশি হাজার টাকা ব্যায়ে। বর্ত্তমান ঐ স্থানেই রয়েছে 'সেণ্টজেভিয়াস কলেজ'। ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক 'স্টকেলার' ছিলেন উদ্যোক্তা।

জুলাই—এবছর কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরীকে স্থানান্তরিত করে ফোর্ট উইলিয়মে নিয়ে যাওয়া হয়।

'হরিণঘাটা' নামে একটি জাহাজ তৈরীর সূচনা এবছর খিদিরপুর গবর্ণমেণ্ট ডকইয়ার্ড থেকে। এছাড়া 'ব্রহ্মপুত্র'ও ঐবছর তৈরী হয়।

বিদ্যাসাগর ৫0 টাকা বেতনে লর্ড ওয়েলেসলির প্রতিষ্ঠিত 'ফোর্টউইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন।

কাশিম বাজার রাজবংশের সন্তান কৃষ্ণকান্ত নন্দী লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসন-কালে রাজা বাহাদুর' উপাধি পান। রাজা কৃষ্ণকান্ত অত্যন্ত বিদোৎসাহী এবং দানশীল ছিলেন। এক সময়ে স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র সি. এস. আই কে একলক্ষ টাকা দান করেন।

কলকাতার সুসন্তান গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

১৮৪২ সাল

ধর্মতলার মোড়ে নির্মিত টিপুসুলতানের মসজিদ। নির্মাণ করেন টিপু সুলতানের পুত্র প্রিন্স গোলাম মহম্মদ।

'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (ইংরাজী বাংলা) প্রথম প্রকাশিত হয় এপ্রিল মাসে। সম্পাদক রামগোপাল ঘোষ। পরে মাসিকও সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়।

লরেটো স্কুল স্থাপন করা হয়। মেট্রোপলিটন একাডেমির সূত্রপাত এই বছরেই।

কমিটি অব পাবলিক ইনসট্রাকশন আবার তৈরী হয়, নূতন নামকরণ হয় কাউন্সিল অব এডুকেশন। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কাউন্সিলের ওপর থাকে। সভাপতি ডঃ এফ. জে. মেয়াট।

কলকাতার গভর্ণর জেনারেল আরল অব অ্যালেনবরা।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পিল্।

'ইন্ডস' নামে জাহাজটির সূচনা খিদিরপুর ডকইয়ার্ড থেকে।

১লা জুন: কলেরায় ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। (মিউনিসিপ্যালটির ভাইস চেয়ারম্যান)

কলকাতার সুসন্তান কাশীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম।

১৮৪৩ সাল

৯ই ফেব্রুয়ারী: কবি মধুসূদন দত্ত খৃষ্ট ধর্ম ও 'মাইকেল' নাম গ্রহণ করেন কলকাতার বাড়ি থেকে (২০ বি, কালমার্কস সরণী, কলকাতা-২৩, পুরাতন নাম: সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড)।

ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। দেশের সাংস্কৃতিক জাগরণে এই পত্রিকাটির অবদান ও ভূমিকা অসামান্য। মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও পত্রিকাটি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। সমসাময়িক অনেক মনিষীরা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তার পর তিনি তাঁর জোড়াসাঁকোস্থ পৈতৃক বাসভবনে এই পত্রিকার সভা ডাকেন।

'সাঁ সুসি' নাট্য সংস্থায় আগুন লাগে ভয়াবহ। এই থিয়েটারটির দায়িত্ব নেন ফরাসী কোম্পানী।

'দামোদর' নামে একটি জাহাজ খিদিরপুর ডকইয়ার্ড থেকে তৈরী হয়।

গোয়ালিয়র যুদ্ধের সূত্রপাত।

কলকাতার বুকে মধ্যবিত্তমনস্ক সংস্থা "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির" সূত্রপাত।

১৮৪৪ সাল

২৬ জানুয়ারী ঃ কলকাতার সুসন্তান গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম।

২৮ ফেব্রুয়ারী ঃ কলকাতার সুসন্তান, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাগবাজারে জন্ম।

ক্যাথিড্রাল ও ইটালী অরফানেজ স্কুল প্রতিষ্ঠা। সেন্ট জোসেপ্‌স স্কুল এই বছরেই তৈরী হয়।

জোড়াবাগান মথুরা মোহন সেনের বাড়ীতে ছিল ডাফ কলেজ বা ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন।

কলকাতার লাট সাহেব ভাইকাউণ্ট হ্যাণ্ডিঞ্জ।

'মেটকাফ হল' এর কাজ শেষ। এই হলটি সেকালের কলকাতার মধ্যে একটি গমনীয় সাধারণ পাঠাগার ছিল।

জুন ঃ কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী এ বছর মেটকাফ হলে স্থানান্তরিত করা হয়।

ডাঃ ত্রৈলক্যনাথ মিত্রের জন্ম।

এ বছর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর উচ্চতর ডাক্তারি শিক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে ৪জন ডাক্তারকে (মেডিক্যাল কলেজ) বিলেত পাঠান। এদেশে এ'রাই ফিরে এসে ডাক্তারি শিক্ষার ভার নেন।

৩১শে **অক্টোবর ঃ** রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী বাহাদুরের মৃত্যু(আত্মহত্যা)। রাজার মৃত্যুর পর কাশিম বাজার রাজবংশের সমস্ত সম্পত্তি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজা কৃষ্ণনাথের উইলের বলে স্বাধিকারভুক্ত করে নেয়। রাজা কৃষ্ণকান্তের বিধবা পত্নী মহারানী স্বর্ণময়ী সামান্যমাত্র স্ত্রীধনের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হন।

১৯শে **ডিসেম্বর ঃ** (ব্যারিস্টার) উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম। কলকাতার এই সুসন্তানের জন্ম খিদিরপুরে।

১৮৪৫ সাল

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের গৃহপ্রবেশ।

নিমতলা স্ট্রীটের ডাফ্ কলেজের বড় বাড়ী এই বছরে তৈরী হয়।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ও নর্মদা নামে দুটি জাহাজ তৈরী হয় এ বছর খিদিরপুর গভর্ণমেণ্ট ডকইয়ার্ড থেকে।

পার্কস্ট্রীটের মোড়ে অবস্থিত 'বেঙ্গল মিলিটারি ক্লাব'এর সূচনা।

জনৈক ব্যবসায়ী প্যারিলাল মণ্ডল টালিগঞ্জ রোডে অবস্থিত গোপালজীর মন্দির ও শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এ বছর পর্যন্ত শহর কলকাতা ও এসপ্লানেড অঞ্চলে আলো জ্বালার জন্য মোট খরচ হয়েছে (গড়ে) যথাক্রমে চব্বিশ হাজার সাতশ' টাকা তিন পয়সা এবং চার হাজার দুশ বাইশ টাকা বারো আনা। [১]

কলকাতার বুকে বাঙালীদের তৈরী সংগঠন "ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৪৬ সাল

১১ই জানুয়ারী: 'নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল। সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পত্রিকাটি গোঁড়া ছিল। প্রচলিত হিন্দু ধর্মকে সমর্থন করাই এর উদ্দেশ্য।

'মহানদী' নামে কলকাতার বুকে একটি জাহাজ তৈরী হয়। তৈরী করে খিদিরপুর গভর্ণমেণ্ট ডকইয়ার্ড।

রেভারেণ্ড ডব্লু স্মিথ এর সম্পাদনায় 'জগৎবন্ধু পত্রিকা'র আত্মপ্রকাশ।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে চাকরী।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ শিখ যুদ্ধের সূত্রপাত।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক।

এ বছর থেকে সরকার কলকাতার বুকে তেলের বাতির পরিবর্তে গ্যাসের বাতি (জ্বালানো) ব্যবহারের পরিকল্পনা শুরু করেন। শহর কলকাতার রাস্তাঘাটের ভারপ্রাপ্ত রোসকে নির্দেশ দেওয়া হয় (১) শহরে বর্তমান অবস্থায় মোট কত গ্যাস বাতি লাগবে এবং (২) এই বাতি জ্বালতে কত খরচ পড়বে তার হিসাব জানাতে।

১লা আগস্ট: প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ (মৃত্যু লণ্ডন)।

[১] সূত্রঃ আলোর ইতিবৃত্ত/উদয়ন মিত্র/আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ ২৮ অক্টোবর ১৯৮৯

১৮৪৭ সাল

কলকাতার পুরসভার প্রথম নির্বাচন।

ব্রজনাথ বসুর 'আক্কেল গুড়ুম' কাগজটি প্রকাশ হয়।

রেসকোর্সের কাছে 'রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত। এই ক্লাব এই মাঠের তত্ত্বাবধান এর দায়-দায়িত্ব বহন করে।

ইংরেজদের ভজনালয় সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রাল চার্চটি এবছর পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়।

আগস্ট—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "সংবাদ সাধুরঞ্জন" (সাপ্তাহিক) পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পরে সম্পাদক হন নবকৃষ্ণ রায়। চৈতন্য চরণ অধিকারীর 'কাব্য রত্নাকর'ও প্রকাশ হয়।

লর্ড অ্যালেন বরার আমলে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট স্থাপিত হয়। এটি কলকাতার দুর্গের কাছেই গঙ্গার ধারে অবস্থিত।

১৮৪৮ সাল

কলকাতার গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব ডালহৌসী। তাঁর নামেই গ্রীন পার্কের নাম হয় হয় ডালহৌসী স্কোয়ার।

সুপ্রীম কোর্টের পিউনীজজ স্যার আর্থার বাটলার।

১৩ই আগস্ট—সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম।

এ বছরে ভারতবর্ষে প্রথম রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা হয়। অর্ধআনার ডাক টিকিট ডালহৌসির আমলেই প্রথম প্রচলিত হয়।

কলভিন সাহেব সুপ্রীমকোর্টের এডভোকেট জেনারেল ছিলেন।

'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা অর্ধ-সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশ হয়।

গৌরীশঙ্কর তর্ক বাগীশের সম্পাদনায় 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকাটি অর্ধ-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। পরে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশ করা হয়।

অনারেবল জে. ই. ডি. বেথুন গবর্ণমেণ্টের Law Member বা আইন বিভাগে সদস্যরূপে নিযুক্ত হন।

সেপ্টেম্বর—গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তি

প্রস্তর স্থাপন করেন। কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিত এই হাসপাতালটি এই বছরেই সূত্রপাত।

১৩ই নভেম্বর—দেশপ্রেমিক (রাষ্ট্রনীতি) সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম।

কবি মধুসূদন দত্তের মাদ্রাজে যাত্রা। সেখানে থাকাকালীন তিনি 'Captive Lady' নামে একটি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

এবছর ডাঃ এডওয়ার্ড কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে কুইনিন-কে ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসাবে প্রমাণ করেন।

১৮৪৯ সাল

আর্মেনিয়ান ফিলানথ্রপিক ইনস্টিটিউশন, সেন্ট অ্যানমজ্যাকসন সেমিনারী এবং সেন্ট জনস্ কলেজ ভবন এই বছরের সূত্রপাত।

উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পাষণ্ড পীড়ন' পত্রিকার জন্ম। 'রস মুদ্গর গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটিও এবছরের সূত্রপাত।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিদ্যাসাগরের অধ্যাপক পদ লাভ।

ভারতীয় মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল 'বেথুন স্কুল' প্রতিষ্ঠিত।

চুঁচুড়া থেকে সৈয়দ আমীর আলীর কলকাতায় আগমন।

এবছর বাজার দর থেকে জানতে পারা যায় তখনকার কলকাতায় সন্দেশ দশ সের বিক্রি হোত তিন টাকায়। সাড়ে সাত সের মিঠাই-এর দাম ছিল একটাকা মাত্র। দই পাওয়া যেত দেড় টাকা মন দরে।

হিন্দু কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেন কেশবচন্দ্র সেন।

১৮৫০ সাল

৯০ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদ পান।

বাংলার ডেপুটি গভর্ণর অনারেবল স্যার জন লিট্‌কর সাহেব বেথুন কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এবছর বাংলার প্রথম রেলপথ তৈরীর জন্য যে টেন্ডার ডাকা হয়, তাতে আটটি কোম্পানী সাড়া দিয়েছিল, তার মধ্যে তিনটি বাঙালী।

জুলাই—প্রকাশ হয় 'সত্যার্নব' (মাসিক) সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক রেভালণ্ড। প্রথম প্রকাশ জুলাই, এবছরে। পরে সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কলকাতার সুসন্তান নাট্যকার (নট ও নাট্য শিক্ষক) অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফীর জন্ম। নাট্য জগতে মুস্তোফী সাহেব নামে পরিচিত।

সেপ্টেম্বর—বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'বিজ্ঞান কৌমুদী'র জন্ম। বিজ্ঞানের আলোচনা ও বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের বিস্তারই ছিল এর উদ্দেশ্য।

কলকাতার বুকে "সর্বশুভকরী সভা'র সূত্রপাত।

১৮৫১ সাল

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বেতন দেড়শত টাকা।

টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ শুরু হয় এবছর কলকাতার বুকে। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত এই লাইন বসানো হয়।

এ বছর কলকাতার বুকে তৈরী হয়—'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'।

আগস্ট—বটতলায় প্রতিষ্ঠিত 'ডেভিড হেয়ার একাডেমি'।

এবছর কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি পদে নিযুক্ত হন কলকাতার সুসন্তান কালীকৃষ্ণ দেব, রাজ বাহাদুর।

অক্টোবর—বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ভার্নাকুলার সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এটি একটি উচ্চমানের মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ এই বছরের অক্টোবরে। সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮৫২ সাল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব কন্ট্রোলার-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডাইকাউণ্ট রালিফাক্স।

ভবানীপুর অঞ্চলে রাস্তায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির। সে সময়ে-এর নাম ছিল জ্ঞান প্রকাশিকা সভা। পরে ডাঃ রাজেন্দ্র রোডে এটি স্থানান্তরিত হয় নূতন ভবনে।

রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জী সম্পাদিত 'সংবাদ সুধাংশু' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

এ বছর কলকাতায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে শহরের চিত্র-ভাস্কর্য কর্মক্ষেত্রে আসর জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে ইস্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ণ-হিন্দু শিল্পীরা।

১৮৫৩ সাল

'ডেভিড হেয়ার' একাডেমীর অভিনেতা/অভিনেত্রীরা 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের অভিনয় করে। গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পত্র পত্রিকার দ্বারা এই অভিনয় প্রশংসিত হত। এই নাট্য গোষ্ঠীর অভিনয় দেখে পাশাপাশি আরেকটি নাট্য দল তৈরী হয়, নাম, 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'। এই সংস্থা প্রতাপচন্দ্র, রামগোপাল, ঘোষ, সিটলকার প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্য পিপাসুদের উপস্থিতিতে সর্বপ্রথম যে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন তার নাম "ওথেলো"।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর নামে কলকাতায় রাস্তা আছে।

কলকাতার প্রবীণ বাসিন্দা মতিলাল শীলের জীবনাবসান। কলকাতার গঙ্গাতীরে সাধারণের জন্য তিনি একটি ঘাট নির্মাণ করেন।

লর্ড ডালহৌসী এবছর অযোধ্যাকে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সিংহাসনচ্যুত ওয়াজিদ আলি সাহকে ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন।

কলকাতার বুকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা কাল।

এবছর হুগলী জেলার দূরান্তের গ্রাম কামারপুকুর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দাদা রামকুমারের হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন। প্রথমে এসে উঠেছিলেন আহিরি টোলায় গায়েন বাগানে। তার পর সেখান থেকে ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চ্যাটার্জীর বাড়িতে। সেখানে রামকুমারের একটি চতুষ্পাঠী ছিল।

১৭ই এপ্রিল—নাট্যকার ও অভিনেতা অমৃতলাল বসুর জন্ম।

১৮৫৪ সাল

কলকাতার বুকে তৈরী হয় "সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি"।

লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রচনা প্রকাশ করেন। সাংস্কৃতিক জীবন শুরু।

বেলভেডিয়ারের প্রাচীন বাড়ীটি লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরদের বাসস্থানে পরিণত হয়।

ইডেন গার্ডেন এ রেঙ্গুন থেকে বর্মী পাগোডাটিকে স্থাপন করা হয়েছিল।

জোঁড়াসাঁকোর প্যারীচাঁদ বসুর বাড়ীতে "জোড়াসাঁকো থিয়েটার" নামে নূতন নাট্যশালার জন্ম। সেক্সপীয়রের "জুলিয়াস সিজর নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এই বছরে।

স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে যেখানে গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজ। সভাপতি কর্ণেল গুডউইন। সেক্রেটারী রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কালীঘাটের নকুলেশ্বর ভৈরবের প্রস্তর মূর্তিটি তৈরী হয় এই বছরে, পাঞ্জাবের এক ধনী ব্যবসায়ী তারা সিং এটি নির্মাণ করে দেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও তার বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সম্পাদনায় "মাসিক পত্রিকা'র আত্মপ্রকাশ।

'সমাচার সুধাবর্ষণ' (বাংলা ও হিন্দী দৈনিক) প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন।

১৫ই জুন—হিন্দু কলেজ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় ; সিনিয়র বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং জুনিয়র বিভাগ হিন্দু কলেজ নামে পরিচিত হয়। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নাম এই কলেজে লেখা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি ইউনিভার্সিটি কমিটি তৈরী হয়।

বেহালায় ব্রাহ্ম সমাজের সূচনা হয় এবছর। বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ 'রাজ বাহাদুর' উপাধি পান। সরকারের কাছ থেকে সি. আই. ই উপাধিও পান।

১৪ই জুলাই—সাধক মহেন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে।

১৫ই আগস্ট—সকাল সাড়ে আটটায় ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে প্রথম বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন ট্রেনটি হাওড়া স্টেশন ছেড়ে ৯১ মিনিটে পৌঁছয় হুগলী।

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী রসময় দত্তের জীবনাবসান।

" " " মতিলাল শীলের " ।

২০ সেপ্টেম্বর—কলকাতায় ডাকটিকিট বিক্রয় শুরু হয়।

১৮৫৫ সাল

সুপ্রীম কোর্টের পিউনীজজ যথাক্রমে স্যার উইলিয়াম কলভিনি ও চার্লস জ্যাকসন।

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন।

৩রা ফেব্রুয়ারী—নিয়মিত যাত্রী পরিবহণের মধ্যে দিয়ে পূর্ব রেলওয়ের যাত্রা শুরু।

২০শে এপ্রিল—কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা প্রকাশ। এছাড়াও স্বয়ং তিনি বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার সেণ্টারে অভিনয় করেন।

বড় বাজারের মল্লিক বংশের নিতাই মল্লিক মহাশয়ের প্রথম পুত্র রামমোহন মল্লিক পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বড়বাজারের গঙ্গার তীরে একটি শ্মশান তৈরী করেন।

৫ই মে—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

৪ঠা **জুলাই**—'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহর' প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক Rev O' Brien Simth। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে প্যারীচাঁদ সরকার সম্পাদক হন। তাঁর পদত্যাগের পর সম্পাদক হন ভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাটি মাসিক ২০০ টাকা সরকারী সাহার্য পেতো।

এবছর শ্রীরামকৃষ্ণ রানী রাসমণির ভবতারিনী মন্দিরে যাতায়াত শুরু করে দেন। তখন তিনি 'ছোট ভট্টাচার্য' বলে পরিচিত। বলতে গেলে এখান থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতায় যাতায়াতের সূত্রপাত। কলকাতায় এসে উঠতেন বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িতে। বর্তমানে যেটি রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কেন্দ্র, বলরাম মন্দির।

১৮৫৬ সাল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

সংস্কৃত কলেজের গৃহে প্রবেশ। অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

'বিদ্যোৎসাহিনী' রঙ্গমঞ্চে স্থাপন। প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর পরিচালনায় প্রথম নাটক "বেণীসংহার' অভিনীত হয়। লেখক ভট্টনারায়ণ, অনুবাদ রাম নারায়ণ।

২৯শে জানুয়ারী—কলকাতার সুসন্তান ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) মৃত্যুসংবাদ।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস কলভিল।

নাট্যকার অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফির জন্ম।

সাহিত্যিক তরু দত্তের জন্ম।

'এডুকেশন গেজেট পত্রিকা' প্রতিষ্ঠিত। বেতনভোগী সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার।

বিদ্যাসাগর গবর্ণমেন্টের দ্বারা 'বিধবা বিবাহ আইন' বিধিবদ্ধ করেন।

১৩ই মে—ওয়াজিদ আলি মেটিয়াবুরুজে পদার্পণ করেন।

২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়।

আগস্ট—অরুণোদয় (মাসিক) সম্পাদক রেভাঃ লাল বিহারী দে। প্রথম প্রকাশ আগস্ট। পত্রিকাটির সাংবাদিকতা খুব উচ্চমানের ছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশের পরিকল্পনায় প্রথম চ্যান্সলার লর্ড ক্যানিং এবং ভাইস চ্যান্সলার স্যার জেমস উইলিয়াম কোলভিল নিযুক্ত হন। ফেলোদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামপ্রসাদ রায়, মৌলভি মুহম্মদ ওয়াজির্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ 'ভারতীয়দের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিখ্যাত বাগানবাড়ি 'বেলগাছিয়া ভিলা' বাড়িটি বিক্রয় হয় এবং এর দরুন ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ সংবাদ ভাস্কর পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির দুর্গোৎসব মহাসমারহে পালন করা হয়। ঠাকুর বাড়ির ছেলেরা প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলে যোগ দিতেন।

৪ **নভেম্বর—সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন**ঃ হিন্দু ধর্মের উৎকৃষ্টতা বিষয়ক প্রবন্ধ নানা প্রকার প্রমাণাদি সহিত লিখিত হইবে, যিনি লেখকগনের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তিনশত

মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন। শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, সম্পাদক।

লক্ষ্মৌর ওয়াজেদ আলী শাহ এবছর তাঁর মাতা এবং প্রায় ৫০ হাজার অনুগামী নিয়ে চলে আসেন কলকাতা শহরে। কলকাতা পরিণত হতে থাকে দ্বিতীয় লক্ষ্মৌতে।

১৮৫৭ সাল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

২৪শে জুন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভবন।

৬ই জুলাই—রাস্তায় প্রথম গ্যাসের বাতি। চৌরঙ্গীতে প্রথম সূত্রপাত।

বাংলা নাটকের দল তৈরী এবং অভিনয়ের সূত্রপাত। সতুবাবুর বাড়ীতে নন্দকুমার রায় লিখিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দিয়ে বাংলা নাটকের শুরু। প্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীন সর্বস্ব' বহু জায়গায় হচ্ছে তখন। জানা যায় বড় বাজারের গদাধর শেঠের বাড়িতে এই নাটকের অভিনয়ের সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীমোহন মিত্র প্রমুখ ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী' নাট্যশালার পরিচালনায় নাটক বিক্রমোর্বশী।

ইউনিভার্সিটির কমিটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাশ হয়।

এবছর ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন কেশবচন্দ্র সেন।

কলকাতার নিমতলা ঘাটের মেরামত এবং সংস্কার করা হয়। এতে খরচ হয়েছিল প্রায় ছয় হাজার ন'শা আশি টাকা, যার মধ্যে হাটখোলা দত্ত বংশের রামনারায়ণ দত্ত আড়াই হাজার টাকা দান করেছিলেন।

বিখ্যাত ইংরজে চার্লস ডিকেন্সের পুত্র লেফটেন্যাণ্ট ওয়াল্টার ন্যাস্ত এবছরে ইণ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে কাজ নিয়ে কলকাতায় আসেন।

কলকাতার মিউটিনীর সময় কৈলাশচন্দ্র দত্ত কলেক্টর এর কাজ করতেন।
সিপাহী বিদ্রোহ কলকাতা এসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।
এবছর দুর্গাপূজা এবং মহরম অনুষ্ঠান এক সময়ে পড়ে।

লর্ড ক্যানিংএর আমলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভীষণ সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ ও শেষ হয়। তাঁর শাসনকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইন্ডিরা কোম্পানির কাছ থেকে ভারত সাম্রাজ্যের রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি (ই. বি. আর.) স্থাপন।

আগস্ট—কলকাতার বুক থেকে তেলের আলো বিদায় নেয়।

সাহিত্যিক হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবছর কলকাতায় আসেন। প্রথমে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর খিদিরপুরের বাড়িতে ওঠেন।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি এবছর রামনারায়ণ তর্করত্নের পরিচালনায় অভিনয় হয় পাথুরিয়া ঘাটার চড়ক ডাঙ্গায় রামজয় বসাকের বাড়িতে। হৈচৈ পড়ে গেল কলকাতায়, কাতারে কাতারে লোক ভেঙে পড়েছিল অভিনয় দেখতে।

কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখে উইনিয়ন ক্লার্ক নামে এক রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার এবছর কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব রচনা করেন এবং সরকার সেটি অনুমোদন করেন।

জি. টি. রোড ধরে রাতের অন্ধকারে বিহার আর উত্তর প্রদেশ থেকে ব্রিটিশদের ক্রোধের লক্ষ্য হয়ে মুসলমানরা তাঁদের ভিটামাটি ছেড়ে চলে আসতে শুরু করলেন কলকাতায়।

১৮৫৮ সাল

সরকারের কাছে সর্বভারতীয় সংগ্রহ শালা তৈরির জন্য প্রস্তাব দেন এশিয়াটিক সোসাইটি।

কলকাতার নাট্যশালা 'বিদ্যোৎসাহিনী' পরিচালিত বাংলা নাটক 'সাবিত্রী-সত্যবান'

শ্যাম বাজারে নবীনচন্দ্র বসু নিজের বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর নাট্য

রূপের অভিনয় করেছিলেন। বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়ার রাজাদের উদ্যোগে স্থাপিত নাট্যশালা, নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

কলকাতা শহরে প্রথম ফুটপাত তৈরী হয় চৌরঙ্গীতে।

কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী রসিককৃষ্ণ মল্লিকের জীবনাবসন।

৩১শে জুলাই বেলগাছিয়া নাট্যশালা আয়োজিত 'রত্নাবলী' নাটক। খরচের পরিমাণ দশহাজার টাকা। অভিনয় দেখতে সেদিন উপস্থিত ছিলেন প্রথম লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক, যিনি সারা রাত্রি ছিলেন। ইংরেজ দর্শক-দের সুবিধার জন্য রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

এবছর মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন, এরপর চাকরী করার ইচ্ছায় তাঁকে পুলিশ কোর্টে চাকরী নিতে হয়।

বেলগাছিয়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। উদ্যোগী ছিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

এবছর বেলগাছিয়া থিয়েটারে 'রত্নাবলী' নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করে প্রসংশা পান অভিনেতা কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়।

১৫ই নভেম্বর—'সোমপ্রকাশ' এর প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ। পত্রিকাটির পরিকল্পনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সম্পাদককে সর্বপ্রকারে সাহায্যে করতেন।

১৮ই নভেম্বর—ইংল্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন।

১৮৫৯ সাল

মূল কলকাতার ৪৭০০ একর এলাকা বিশিষ্ট শহরে প্রথমে নর্দমা ব্যবস্থার পত্তন হয়। কলকাতার পয়ঃ প্রণালী ও জলনিকাশী ব্যবস্থার কাজ শুরু।

কলুটোলার কাছে—'ইন্ড্রাস্ট্রিয়্যাল আর্ট সোসাইটির ভবনটি স্থানান্তরিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার পিটার গ্যাণ্ট।

সুপ্রীম কোর্টের পিউনীজজ' স্যার মউন্ট ওয়েলস্। প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস পীকক।

২০ এপ্রিল—মেট্রোপলিটান থিয়েটারে 'বিধবা বিবাহ' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

১৭৬০ সাল

১৬ই জানুয়ারী—পার্কষ্ট্রীটে অবস্থিত সেণ্ট জনস কলেজের নাম পরিবর্তন করে সেণ্ঠজেভিয়াস কলেজ' রাখা হয়।

বাবু শিবচন্দ্র দত্ত কোম্পানীর কলেক্টর নিযুক্ত হন।

বেহালার প্রাচিন বাসিন্দা যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর বাড়ীতে সোনার দুর্গাপ্রতিমা পূজার প্রচলন করেন। তবে সবটাই সোনা দিয়ে তৈরী নয়। আট ধাতুর সম্মিলিত মূর্তি এবং সোনার দুর্গা নামেই খ্যাত। পূজা প্রবর্তন করেন জারোস মুখোপাধ্যায়।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী আমাদের বাঙালী জমিদার কুলরত্ন মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর শ্যামবাজারে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন।

এবছর থেকে কলকাতা শহরে পলতা থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এবছর কলকাতায় তৈরী হয় 'বামাবোধিনী সভা'। এবং অন্তপুর 'স্ত্রী শিক্ষা সভা"।

১৮৬১ সাল

কলকাতার ট্যাংরা কসাইখানা খোলা হয়। পরিশ্রুত জলের প্রথম সরবরাহ।

কলেজ ষ্ট্রীটে প্রথম 'হিন্দু হোস্টেল' স্থাপিত হয়।

১৩ই মার্চ—কলকাতার সুসন্তান রায় বাহাদুর চুনীলাল বসুর জন্ম।

কবি মধুসূদন দত্ত এবছর তার পরিবার নিয়ে কিছুদিন ডঃ মনসাতলা লেনের বাড়িতে থাকেন। এ বাড়িতে বসবাস কালে মধুকবি 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা শেষ করেন, অসম্পূর্ণ রচনা থাকে—'পাণ্ডব বিজয়' সিংহল বিজয়' ভারত বৃত্তান্ত'।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক) পত্রিকা প্রকাশ।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট 'কালীঘাট'কে করমুক্ত করে দেন।

২৯শে মার্চ :—বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যু।

৮ই মে :—কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে বিশ্বকবি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। বাংলা ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ সন।

তেইশ বছর বয়সে কেশবচন্দ্র সেন জাতীয় শিক্ষার একটি সর্ব্বাঙ্গীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের এক সভায় সেটা প্রকাশ করেন।

১৪ই জুন :—দেশহিতৈষী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান।

জুলাই—দৈনিক পত্রিকা 'পরিদর্শক' এর প্রথম প্রকাশ। প্রথমে এর সম্পাদনা করেন জগমোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। পরে সম্পাদক হন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

লেডি ক্যানিং এর মৃত্যু (বারাক পুর) সংবাদ-কলকাতায়।

কলকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এবছর রাজনারায়ণ বসু শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারের উদ্দেশ্যে স্থাপন করলেন 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা।" ঘোষণা করলেন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রিষ্টধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব।

এ বছর হিন্দু 'প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হন কৃষ্ণদাস পাল, রায় বাহাদুর। (সি, আই, ই)

কেশবচন্দ্র সেন এবছর পাক্ষিক পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রকাশ করেন।'

১৮৬২ সাল

সুপ্রিম কোর্টের বাড়ী ভেঙে হাইকোর্টের সূচনা। ওয়ালটার গ্রানভিল স্থপতি ছিলেন।

সরকার কর্তৃক 'যাদুঘর' স্থাপনের প্রযোজনীয়তা স্বীকার।

এপ্রিল :—স্যার মিসিল বিডন বাংলার লেফ্টেনাণ্ট গভর্ণর ; স্যার বার্ণেস হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। আরল অব্ এলগিন বাংলার গভর্ণর জেনারেল।

বাবু অভয়চরণ মল্লিক কোম্পানীর কালেক্টর পদ পান। ইংরেজদের উদার শাসন নীতির ফলে এরপর অনেক বাঙালীই কলকাতার কালেক্টর পদে নিযুক্ত হয়ে যান।

রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু।

স্যার দেব প্রসাদ অধিকারীর জন্ম।

শিয়ালদহ থেকে সোনারপুর পর্যন্ত রেললাইন খোলা হয়।

মধুসূদন দত্ত সোনাই অঞ্চলে (বর্তমান ১, হাইডরোড) বাড়ীভাড়া নেন এবং তখন থেকে ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারী পড়তে যান। বিদেশ যাত্রার প্রাক্-কালে 'বঙ্গভূমির প্রতি' নামে কবিতাটি ঐ সোনাই অঞ্চলকে উদ্দেশ্য করে রচনা।

কলকাতার সুসন্তান লেখক ঐতিহাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় এর জন্ম।

শিয়ালদহ দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু।

শিয়ালদহ থেকে কুষ্ঠিয়া রেলপথে'র সূত্রপাত। তখন শিয়ালদহ স্টেশন ছিল একটি মাত্র টিনের ঘর।

১৮৬৩ সাল

১১ই জানুয়ারী :—সূর্যোদয়ের কয়েক মিনিট আগে মকর সংক্রান্তির দিনে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রীটে প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে সাধক ও সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা "আয়ুর্বেদ পত্রিকা'র প্রথম প্রকাশ। হাওড়ার সিভিল সার্জেন ডাঃ রবার্ট বার্ডের চেষ্টায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

ক্যালকাটা বুক সোসাইটি ও ভর্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির উদ্দ্যোগে প্রকাশিত হয় 'রহস্য সন্দর্ভ' মাসিক পত্রিকা। প্রথম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পরে প্রাণনাথ দত্ত।

এপ্রিল –'অবোধবন্ধু'র প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক-যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 'শুকতারা' আখ্যা দিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তের 'বামাবোধিনী পত্রিকা (মাসিক) প্রকাশ হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে পত্রিকাটির অবদান উল্লেখযোগ্য।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা' 'শিক্ষা দর্শনও সম্বাদসর' প্রকাশিত হয়।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মেডিকেল কলেজের সর্বোচ্চ এম. ডি. পরীক্ষাতে প্রথম হয়ে চিকিৎসক হয়ে শহর কলকাতায় আলোড়ন তোলেন।

কিং কারডাটন গভর্ণর জেনারেল।

সরকার বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভার গ্রহণ করেন।

শিয়ালদহ থেকে পোর্ট ক্যানিং (মাতলা নদী) পর্যন্ত রেল লাইন চালু করে ক্যালকাটা অ্যাণ্ড সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানি।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলগিন এর মৃত্যু এই বছরেই।

বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র 'সুলভ সমাচার' এর আত্মপ্রকাশ।

লতিফের প্রচেষ্টায় এ বছর মহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬৪ সাল

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আই. সি, এস. উপাধি লাভ।

সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম। গৃহ শিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা শুরু।

জি, পি, ও ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। খরচ পড়েছিল প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। গম্বুজের দেয়াল সংলগ্ন গোলাকৃতি ঘড়িটির নির্মাণকার ইংলন্ডের বিখ্যাত বিগবেন কোম্পানি। সে সময়ে ঘড়িটির মূল্য লেগেছিল প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা।

প্রাদেশিক সরকার গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের ভারগ্রহণ করেন। শিক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময়ে ছিলেন উপাধ্যক্ষ।

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব সি. সি. সি. এবছর থেকে স্থায়ীভাবে ইডেন গার্ডেনে উঠে আসে এবং সেই থেকে এখানে শুরু হয় ক্রিকেটের আসর।

২৯শে জুন :—কলকাতার সুসন্তান সংস্কারক ও চিন্তাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

স্যার জর্জ ম্যাকফারলেন হাইকোর্টের জর্জ হন।

কলকাতার বুকে প্রবল ঝড় হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অবর্ণনীয়।

কলকাতা হাইকোর্টের পিউনি জর্জ স্যার জন রড ফিয়ার্স।

লোয়ার সার্কুলার রোডে (বর্তমানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) নূতনভাবে সেন্ট জেমস্ চার্চ তৈরী হয় (পুরানো গীর্জাটি ভেঙে যাবার পর)।

এবছর থেকে কলকাতার বুকে রাস্তা মসৃণ করার জন্য ষ্টিম রোলার চালু হয়।

অক্টোবর—ব্রাহ্মদের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব (মাসিক)' ইংরাজীও বাংলার প্রকাশকাল।

১৮৬৫ সাল

পাথুরিয়া ঘাটার রঙ্গ নাট্যালয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিজ বাড়ীতে ছিল। এবছরে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় দিয়েই এই নাট্যশালা উদ্বোধন

করা হয়। অন্যান্য যেসব নাটক এদের পরিচালনায় হয়েছিল সেগুলো হলো 'বুঝলে কিনা, চক্ষুদান, উভয় সংকট, রুক্মিনী হরণ ইত্যাদি।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের দৌলতে বিলেত থেকে চারটি ফোয়ারা আনা হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের জল দানের জন্য। স্থানঃ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ী ফোয়ারার দাম ২৯৮৫।

এপ্রিল—৩১শে চৈত্র ১২৭৩ঃ কলকাতার দুই কৃতি সন্তান গনেন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রের চেষ্টায়। হিন্দু মেলা নামে জাতীয় মেলার সূচনা হয়।

১৮ই জুলাই ঃ শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে প্রথম নাটক হয় মাইকেল মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" ? নাট্যশালার সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র একটি মকদ্দমায় একটানা আদালতে ছয়দিন বক্তৃতা করেছিলেন। সেকালের কলকাতায় এই ঘটনাকে 'দ্যা গ্রেট রেণ্ট কেস' নামে বলা হয়েছে।

লালবাজার স্ট্রীটের বাইশ নম্বর বাড়ীতে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অকল্যান্ড হোটেলের নাম পরিবর্তন করে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল রাখা হয়। এই বর্তমানে হোটেলটি সরকারের পরিচালনাধীন সংস্থা।

সুপ্রিম কাউন্সিলের মিলিটারী মেম্বার লর্ড লেপিয়ার অব ম্যাগডালা।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' আত্মপ্রকাশ।

কসাই খানা চালু হয় এই শহরে পৌরসভার উদ্যোগে

১৮৬৬ সাল

কলকাতায় মিউজিয়াম অ্যাক্ট চালু হয়। সম্পত্তি সরকারের আওতায় আসে।

জানুয়ারী ঃ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের মুখপত্র 'চিকিৎসক' (মাসিক) প্রকাশ। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার বার্ণেস পিকক্।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেখড়ি অনুষ্ঠান এবছরে।

যোগেশচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা প্রকাশ।

১৬ এপ্রিল—কলকাতার পুরসভার জাষ্টিসেরা একটা প্রস্তাব পাস করে গ্রাণ্ট স্ট্রীট আর কর্পোরেশন ষ্ট্রিটের কোণে নূতন বাজার বসানোর জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করেন যা সরকারি অনুমোদন পায়।

২১শে এপ্রিল কলকাতার সুসন্তান শোভারাম বসাকের বংশধর কৃষ্ণলাল বসাকের জন্ম কলকাতার আহিরীটোলাতে।

৫ই মে ঃ কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটি মঞ্চে বক্তৃতা। বিষয়। যীশুখৃষ্ট ইউরোপ এবং এশিয়া।

কলকাতার প্রবীণ বাসিন্দা, সমাজসেবী, সম্পাদক (বিশ্বকোষ') নগেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রমানাথ ঠাকুর।

২০শে নভেম্বর ঃ বিলাতের সমাজ বিজ্ঞান সভা সংগঠনের নেত্রী ও কারাগার সংস্কারক মিস মেরী কার্পেণ্টার এই দিনে কলকাতায় আসেন। তার আসার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করা। কিন্তু তাঁর আসার পূর্বেই কলকাতার সমাজ-বিজ্ঞান চর্চার অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি ছিল। ভারত বন্ধু পাদ্রী লঙ সাহেব দ্বিতীয়বার এইবছরে ভারতে এসে সমাজ বিজ্ঞান সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

১৮৬৭ সাল

২২শে জানুয়ারী ঃ মেটকাফ হলে সমাজ বিজ্ঞান সভা সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা গঠন করা হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন বঙ্গের ছোটলাট। অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা এইং ৪টি ব্রাঞ্চ কমিটি গঠিত হলো হাইকোর্টের বিচারপতি সীনেবার অধ্যক্ষ সভা তথ্য সংগঠনের সভাপতি পদে ব্রতী হন; সহ সভাপতিদ্বয়ের অন্যতম ছিলেন রমানাথ ঠাকুর। সম্পাদকের যৌথ দায়িত্বে রইলেন এইচ. বিডালি ও প্যারীচাঁদ মিত্র।

বদ্রীদাস বাহাদুর পরেশনাথের মন্দিরটি স্থাপন করেন।

সরকার কর্তৃক নূতন আইনে কলকাতা মিউজিয়াম ট্রাস্টিসভা স্থাপন। বর্ধিত প্রতিনিধি—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় বণিকসভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এবং এশিয়াটিক সোসাইটি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জীবনাবসান।

রাজেন্দ্র মল্লিকের মৃত্যু।

১ সেকালের কয়েকটি কালজয়ী সংগঠন। প্রমথ সেনগুপ্ত। রবিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯০। বসুমতী

কলকাতার বাসিন্দা বিশিষ্ট সমাজসেবী শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বিয়োগ।

জন্ম : কলকাতা হাইকোর্টের জর্জ দ্বারকানাথ ঠাকুর।

ভারতের ভাইসরয় ও গবর্ণর লর্ড লরেন্স।

মধুসূদনের বিদেশ থেকে কলকাতায় আগমন। কলকাতায় তখন নূতন বাসস্থান ২২, বেনেপুকুর স্ট্রীট। এখানে থাকতেন তিনি তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েট্টা কন্যা শর্মিষ্ঠা ও শিশুপুত্র।

১৮ই সেপ্টেম্বর : কলকাতার সুসন্তান গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোয় জন্মে ছিলেন।

কলকাতায় পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ শুরু।

কলকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হরিমোহন সেন।

কলকাতার বাঙালীরা স্বদেশি শিল্পে উৎসাহ দানের জন্য "হিন্দুমেলার" প্রবর্তন করেন।

বেলগাছিয়ায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয়।

শিয়ালদহে স্থাপিত হয় ক্যাম্বেল হাসপাতাল।

এ বছর হিন্দু মেলার প্রবর্তকেরা কলকাতার বুকে দেশীয় শিল্পোদ্যোগে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেন।

এবছর বাগবাজার সখের যাত্রাদল প্রয়োজিত মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের গীতিকার হিসাবে নাট্য জগতে প্রবেশ করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কলকাতার বুকে হিন্দুমেলার সূত্রপাত।

১৮৬৮ সাল

কলকাতার চারদিকে যখন নাটক অভিনয় চলছিল তখন গিরীশ চন্দ্র ঘোষ; রাধামাধব কর, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাবান অভিনেতা ঐ বছরে 'বাগ বাজার অ্যামেচার থিয়েটার' স্থাপন করেন। তাঁদের প্রথম অভিনীত নাটক "সধবার একাদশী"। পরে এই দলের নাম পরিবর্তন করে "শ্যামবাজার নাট্যসমাজ" রাখা হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী—মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশ ও সয়কারকে সমালোচনা করাই ছিল এই কাগজের উদ্যোগ। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ভুদেব মুখোপাধ্যায়। কলকাতায় 'বিডন স্ট্রীট' এর সূচনা।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্কুলে ভর্তি হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যারিস্টার পদ লাভ এবং কলকাতায় আগমন।

প্রাচীন কলকাতার দুর্গের একাংশে বড় ডাকঘর করার পরিকল্পনা।

বাগবাজারের প্রাচীন বাসিন্দা নবীন চন্দ্র দাস এই শহরে রসগোল্লার দোকান খোলেন।

অনারেবল মহারাজ সাহিত্য সেবী কুমার জগদীন্দ্র নাথ এর জন্ম।

১৮৬৯ সাল

'আরল মেয়ে' ভাইসরয় ও গভর্ণর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মহাকরণ ভবন ও জি. পি.-ও প্রাসাদ এই বছরের সূচনা।

রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেবের গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'রাজ বাহাদুর' উপাধি লাভ।

ইংরেজ সরকারের বাংলার লো গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হলেন স্যার উইলিয়াম গ্রে।

রাজা আনন্দনাথ পরলোকগমন করেন।

রাজা আনন্দনাথের পুত্র চন্দ্রনাথ রায় সরকারের কাছ থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান।

গিরীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু সংবাদ।

কলকাতার বুকে নূতন এক সংগঠনের জন্ম হয়। নাম 'সনাতন ধর্ম রক্ষিনী সভা'। এই সংগঠনের অনেকটা ছিল নরমপন্থী বা আপসপন্থী।

১৬ই মে—জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরেয় মৃত্যু সংবাদ।

১৮৭০ সাল

মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী এসিয়াটিক সোসাইটিতে নিযুক্ত হন সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ, নকল করা ও শ্রেণী বিন্যাসের জন্য সরকারের অনুমোদনে।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন।

কেশব চন্দ্র সেনের বাংলা সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ আরম্ভ।

কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দা ও চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকার প্রকাশকাল ও সম্পাদক কৃষ্ণ বিহারী সেন ও নরেন্দ্রনাথ সেন।

মে ঃ কলকাতার বুকে পানীয় জল সরবরাহ। বাড়িতেই কল খুলে জল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা চালু।

প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী রাধানাথ সিকদারের জীবনাবসান।

২৪শে জুলাই : সমাজসেবী কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু সংবাদ। (বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রাণ পুরুষ)

৫ই নভেম্বর : দেশপ্রেমিক (রাষ্ট্রনীতি) ও দান শীল চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম।

১৮৭১ সাল

কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র। তাঁর নামে ভবানীপুর অঞ্চলে রাস্তা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঙ্গল একাডেমিতে ভর্তি হয়ে যায়।

লাট সাহেবের বড় খানসামা সেখ করিমবক্স, লর্ড ডালহৌসির আমল থেকে লর্ড মিলটনের আমল পর্যন্ত লাট প্রাসাদের খানসামা ছিলেন। সাতজন বড় লাটের অধীনে এই ব্যক্তি হেড খানসামার কাজ করে।

৭ই আগস্ট—কলকাতার জোড়া সাঁকোয় সুসন্তান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। (প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় ভ্রাতার পৌত্র)

১০ই আগস্ট : মহারাণী স্বর্ণময়ীর 'মহারাণী' উপাধি প্রদান সরকারের কাছ থেকে। কারণ তাঁর ঐকান্তিক রাজভক্তি, সাধারণের উপকারের জন্য নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অসীম দানশীলতার জন্য সরকার তাঁকে এই পুরষ্কার দেন।

১৩ই অক্টোবর : কাশিমবাজার রাজ বাটিতে একটি দরবার অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ মোর্লোন স্বর্ণময়ীকে এই রাজকীয় 'সনদ' প্রদান করেন। রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দীর বিধবা পত্নী স্বর্ণময়ী 'মহারাণী' উপাধি পান সেদিন থেকেই।

কলকাতার সুসন্তান রাজা নবকৃষ্ণের পুত্র শোভাবাজারের বাসিন্দা কালীকৃষ্ণ দেব রাজা বাহাদুরের মৃত্যু।

ডিসেম্বর : 'অমৃত বাজার' পত্রিকা প্রকাশ। সম্পাদক মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ। ভার্ণাকুলার প্রেস আগস্ট (১৪ই মার্চ, ১৮৭৮) পাশ হবার পর 'অমৃতবাজার' ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

১৮৮২ সাল

সেনসার্স অফিসার চালর্স রিভারলি হলওয়েলের জনসংখ্যার রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখেন।

বঙ্গদর্শন (মাসিক) পত্রিকার প্রকাশ কাল। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইংলণ্ডের The Spectator-এর অনুকরণে এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে পত্রিকাটির কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না। বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতেও পত্রিকাটির অবদান অসামান্য। এই পত্রিকা উনবিংশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমাজের সম্পাদনায় ছিলেন।

বেলী সাহেবের ম্যাপে নিমতলাঘাট স্ট্রীটকে 'জোড়াবাগান স্ট্রীট' নামে উল্লেখ করা হয়। এই রাস্তার পশ্চিম সীমার ঘাটের নাম দেওয়া হয় 'জোড়াবাগান ঘাট।' এবছর প্রথম লোক গণনার সময় কলকাতার জনসংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার।

১৫ই আগস্ট

দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী ঋষি অরবিন্দের জন্ম।

কলকাতার ২২নং বেনেপুকুর রোড। উত্তরপাড়া থেকে ফিরেস্ত্রী হেনরিয়েটা কন্যা শর্মিষ্ঠা ও শিশুপুত্রকে নিয়ে এই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই বাড়িতেই বিয়ে হয়েছিল শর্মিষ্ঠার। মৃত্যুর আগে অসুস্থ মাইকেল এবাড়ি থেকেই হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের ওকালতি আরম্ভ করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন বড়লাট নর্থব্রুক। হাইকোর্টের নির্মাণ কার্য শেষ।

কলকাতার সুসন্তান গনেশ চন্দ্র নিজের নামে বিখ্যাত এ্যাটর্নি সংস্থা "জি. সি. চন্দ্র এণ্ড কোং' এই বছরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

লর্ড ক্যানিং-এর বিলাত যাত্রা। ইংলণ্ডে পেঁছাবার কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

৭ই ডিসেম্বর ঃ কলকাতা জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় বা পাবলিক ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্য দ্বিতীয় যুগের আবির্ভাব সূচনা করে। নাটক মঞ্চস্থ হয় "নীল দর্পন"। এই নাটকের মাধ্যমে অমৃতলাল বসুর অভিনেতা জীবন শুরু হয়।

১৮৭৩ সাল

২৪শে ফেব্রুয়ারী ঃ শেয়ালদহ স্টেশন থেকে প্রথম দুটি ট্রাম ছাড়া হয়েছিল। নাম 'ট্রাম ট্রেন' প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী। দুটি করে ঘোড়া একটি ট্রেন চালাত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক 'সিনেট হলের' সূত্রপাত।

পুরানো ও নূতনদের মিলে নাট্যপালায় পরিণত হয়ে কলকাতার বুকে নূতন নাট্যশালার জন্মগ্রহণ। নামে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। বলতে গেলে কলকাতায় এটিই প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। তারপর অনেক হাত বদলের পর গুরুমুখ রায় ও প্রতাপ চাঁদ জুহুকরী প্রিয় মিত্রের কাছ থেকে ৬৮নং বিডন স্ট্রীটের জমিটা লিজ নিয়ে "স্টার থিয়েটার" স্থাপন করেন।

প্রথম বোর্ডিং হাউস গড়ে ওঠে ১৩নং চৌরঙ্গী রোডে।

৭ই মে : কলকাতার বেনে পুকুরে মিঃ ফ্রয়েডের সঙ্গে বিবাহ হয় শর্মিষ্ঠার (মধুসূদনের কন্যা) সঙ্গে

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' (মাসিক সাহিত্য বিষয়ক উচ্চমানের পত্রিকা) প্রকাশ।

মধুসূদনের স্ত্রী হেনরিটার মৃত্যু।

২৬শে জুন : মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু।

বড়লাট আর্ল অফ নর্থব্রুক।

কলকাতায় জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ণ শুরু।

বড়লাট সাহেবের আমলে সর্বজন প্রিয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস্ রূপে ভারত ভ্রমণে আসেন।

গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট'এর অফিসের সূচনা।

কলকাতায় বিদেশী সার্কাসদের পদার্পণ। এদের মধ্যে উইলসন্স, গ্রেট ওয়ার্ল্ড সবচেয়ে পুরানো এবং নামজাদা।

উইলিয়াম গ্রে'র নামাঙ্কিত গ্রে স্ট্রীটের সূত্রপাত এ বছর থেকে।

'কেশব চন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'সুলভ সমাচার' এর বিশেষ পুজা 'সংখ্যা ছুটির সুলভ' পত্রিকা প্রকাশ।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু সংবাদ।

কলকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে চালু হয় মেডিক্যাল স্কুল। যার নাম পরে হয় ডাঃ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

জানা যায় এখানে গবেষণা করেই ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেন। সেই ওষুধের নাম "ব্রহ্মচারী ইনজেকস্ন।

১৯শে ডিসেম্বর : জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

১৮৭৪ সাল

১লা জানুয়ারী—প্রথম বাজার, নিউমার্কেট স্থাপন হয়। জমির মূল্য সহ তৈরী করতে খরচ পড়েছিল ৬,৫৫,২৭৭·০০ টাকা। বলতে গেলে এটিই কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাজার।

তরুণ ব্রাহ্মণদের মুখপত্র, শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশ হয় 'সমদর্শী" মাসিক পত্রিকাটি।

ছোটলাট রিচার্ড টেম্পল।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস স্টুয়াট হগ এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

রবীন্দ্রনাথের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি। সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ ও কালিদাসের কুমার সম্ভব অনুবাদ।

প্রথম ছাপা কবিতা অভিলাষ ও তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকার প্রকাশ।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বারোদঘাটন করেন ছোটলাট ক্যাম্বেল।

ভারতব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা।

এ বছর কৈলাশ চন্দ্র বসু কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে ক্যাম্বেল হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হন।

১৮৭৫ সাল

যাদুঘর বা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের চৌরঙ্গির বাড়িটি তৈরী হয়। ধীরে ধীরে মিউজিয়ামের উন্নতি হতে থাকে।এই বাড়ির প্ল্যান গভর্ণমেণ্টের সেকালের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ওয়াল্টার গ্রানভিল সাহেব প্রস্তুত করেন।

রবীন্দ্রনাথের মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু।

আলিপুরের আবহাওয়া অফিস স্থাপিত।

সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলেস রূপে কলকাতায় পদার্পন করেন।

স্যার নেপিয়ার অব ম্যাগডালা কাউন্সিলের প্রধান সেনাপতি।

এ বছর ছাত্রজীবন থাকাকালীন অবস্থায় সাধক মহেন্দ্রনাথ কেশব সেনের কনিষ্ঠ সম্পর্কিয়া ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা শ্রীমতি নিকুঞ্জ দেবীকে বিবাহ করেন।

কলকাতার জঞ্জাল, মলমূত্র এবং আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করা হয় হুগলি নদীতে। পরিমাণ প্রায় ২০০ টন।

কলকাতার সুসন্তান উমেশ মজুমদারের জন্ম।

১৮৭৬ সাল

১লা জানুয়ারী ঃ চিড়িয়াখানা উদ্বোধন। প্রিন্স অব ওয়েলস সপ্তম এডওয়ার্ড উদ্বোধন করেন এবং সর্ব সাধারণের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। এসময় শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁকে বেলগাছিয়া ভিলাতে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেছিল।

এরপর কলকাতার সুসন্তান জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে পদার্পণ করেন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড। বাড়ির মহিলারা তাঁকে ভারতীয় প্রথায় শঙ্খ-ধ্বনি ও উলুধ্বনি করে বরণ করেন। এই ব্যাপারে কলকাতার বাঙালী সমাজত একটু আন্দোলনের জোয়ার বইতে দেখা যায়।

ম্যাকিনটোস বার্ণ কোম্পানী ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে নূতনভাবে তৈরী করেন কলকাতার নিমতলা শ্মশান ঘাট। এক বিঘা জমির ওপর এখানে আছে তিনটি বিশ্রামাগার এবং দশটি কাঠের চুল্লী।

'অ্যারল লিটল' ভাইসরয় এবং গভর্ণর জেনারেল পদে আসেন।

ভারতবর্ষের জাতীয়তা শেঠের মঞ্চ হিসাবে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' আত্মপ্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট অনুযায়ী পৌরসভা গঠন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ণেল কিডের পরামর্শ অনুসারে বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপিত হয়।

রামকমল সেনের বাড়িতে 'অ্যালবার্ট' ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন।

২৬শে জুলাই ঃ সুরেন্দ্রনাথ আনন্দ মোহন পরিকল্পিত 'ভারতসভা' অ্যালবার্ট হলে স্থাপিত হয়, এখানেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে জাতীয় সম্মেলন শুরু।

বৌবাজার কলেজস্ট্রীট সংযোগস্থলে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান 'অ্যাসোসিয়েশন ফর দা কালটিভেশন অফ সায়েন্স'। যার নাম বিজ্ঞান সভা।

১লা এপ্রিল ঃ আলিপুরের আবহাওয়া অফিসের প্রতিষ্ঠাকাল।

বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য এবছর কলকাতার বুকে তৈরি হয় "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা

১৮৭৭ সাল

কলকাতায় সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা শুরু।

কলকাতার অন্যতম অমারারি ম্যাজিস্ট্রেট ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাড়ি তৈরী করেন। কলকাতায় 'সিনেট হাউসের সূচনা।

প্যারীচরণ সরকারের মৃত্যু।

রমানাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ।

বিশ্বদ্যালয়ের সূচনা। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে অনেক-টাকা দিয়ে যান এবং সেটা থেকে Tagara Law Profeisorship বৃত্তি দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের ভিতরের হলটির দৈর্ঘ্য ২০০ ফিট, বিস্তার ৬০ ফিট।

লেফটেনেণ্ট গভর্ণর স্যার অ্যাশলে ইডেন। তাঁর সময়ে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এর মূল বাড়িটির সঙ্গে যুক্ত হয় নূতন কয়েকটি ব্লক এবং এর এলাকাও বিস্তৃতি লাভ করে। কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইডেন হাসপাতাল তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে।

ভারতী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ : জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী থেকে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ হয় বাংলা ১২৮৪ সনের শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ ইংরাজী এই বছরের জুলাই মাসে 'ভারতী'র জন্ম। ১২৯০ সন পর্যন্ত ভারতীর সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। পত্রিকা প্রকাশে প্রবল উৎসাহী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পরে ১৩০৯ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এবছর সৈয়দ আমীর আলীর প্রচেষ্টায় কলকাতার বুকে ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৮ সাল

জানুয়ারী—মহারাণী স্বর্ণময়ীকে সরকার 'সি. আই' নামক সম্মান জনক উপাধি প্রদান করে।

কলকাতার বুকে গঠিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

এপ্রিল : মিউজিয়াম ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। কিউরেটর নিযুক্ত হন ডঃ জন এণ্ডারসন্ 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ।

ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মহিলা মাসিক পত্রিকা 'পরিচারিকা'। সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

১৭ই এপ্রিল ঃ 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' চালু। কলকাতায় চার হাজার মানুষ সমবেত হলেন টাউন হলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। তাঁর প্রতিবাদ ধর্মী বক্তব্য রাখেন বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দমোহন বসু রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলিপুরের গোপালনগর রোডে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস বা বি.জি. প্রেসের সূচনা।

১৪ই আগষ্ট ঃ স্বর্ণময়ীর কৃতিত্বের জন্য কাশিমবাজার রাজবাটিতে দরবার করে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ পীকক এই গৌরান্বিত বঙ্গ মহিলাকে রাজ সম্মানের নিদর্শন প্রদান করেন। স্বর্ণময়ী ছাড়া আর কোন বঙ্গ মহিলাই এই উচ্চ সম্মান লাভ করতে পারেনি। এই দরবারে মিঃ পীকক যে অভিভাষণটি পাঠ করেন, তাতে মহারাণী স্বর্ণময়ীর অসংখ্য দানের একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে। এই হিসাব অনুযায়ী ১৮৭৬—৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁর দানের পরিমাণ একাদশ লক্ষ টাকা।

স্বাধীনতা সংগ্রামী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী কৈলাশচন্দ্র বসুর মৃত্যু সংবাদ।

নভেম্বর ঃ রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই 'কবি কাহিনী' প্রকাশিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৭৯ সাল

কালীঘাটের শ্মশান ঘাট, বিশ্রাম ঘর ও যাতায়াতের পথ কালীর সেবাইত ৺ গঙ্গানারায়ণ হালদারের বণিতা, বিশ্বময়ী দেবী (প্রাণকৃষ্ণ হালদারের জননী) নির্মাণ করান।

কলকাতার পটলডাঙ্গা অঞ্চলের বিখ্যাত মল্লিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সুবোধচন্দ্র মল্লিক। পরবর্তী সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় তাঁর বারো নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়িটি ছিল সে সময় স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সম্পাদনায় 'দ্য বেঙ্গল দৈনিক কাগজটি প্রকাশ হয়। তখনকার রাজনৈতিক জগতে এর দান অবিস্মরণীয় '

কলকাতার বুকে প্রথম পোষ্টকার্ড চালু।

এবছর মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নরেন্দ্রনাথ। (বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ)

১৮৮০ সাল

১লা জানুয়ারী: মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করেন।

২৪শে জানুয়ারী: কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ী। গাড়ী দেখতে সেদিন রাস্তার দুধারে অগণিত দর্শকের ভীড় জমে। রেল লাইনের মতো ছুটেযাবে শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট। গাড়িধরে দুটো কামরা। সেদিন গাড়ী টানতে একজোড়া তেজী অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়ার ডাক পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় ফিরেছেন।

'কল্পনা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক স্বনামধন্য লেখক এই কাগজে লেখা দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সি. আই. ই উপাধি লাভ করেন।

শিয়ালদহ পুলিস কোর্টের অনাবারি ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামসুন্দর।

রাইটার্স বিল্ডিং সরকারি দপ্তর খানায় পরিণত।

কলকাতার বুকে ভোটের সূচনা করা হয় মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের মাধ্যমে।

কলকাতার বুকে 'মেসবাড়ি' বা বসবাসের রেওয়াজ শুরু হয় এবছর থেকে।

২৯শে ডিসেম্বর: প্রথম ট্রাম লাইন চালু। শিয়ালদা বৌবাজার লাইনে। তারপর চিৎপুর ও চৌরঙ্গী।

১৮৮১ সাল

কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান স্যার হেনরি হ্যারিসন।

সদর স্ট্রীটের ১০নং বাড়ীতে কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ কাটিয়ে ছিলেন। এই বাড়ীতেই তাঁর বিখ্যাত কবিতা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লেখা হয়।

যোগেশচন্দ্র বসু ও উপেন্দ্রনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' (সাপ্তাহিক) পত্রিকা প্রকাশ।

গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় মার্কুইস অব রিপন।

এ বছর স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পাশ করেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ)।

বাংলা ১২৮৭: ফাল্গুনে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিদ্বজ্জন' সমাগম উপলক্ষে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাট্যাভিনয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাস রচনা শুরু (বৌ ঠাকুরাণীর পঠ)।

১৮৮২ সাল

সর্বপ্রথম টেলিফন লাইন চালু।

কলকাতার বুকে ট্রামে ঘোড়ার বদলে স্টীম ইঞ্জিন চালু করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য—সন্ধ্যা সঙ্গীত ও গীতি নাট্য 'কালমৃগয়া' প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধাসঙ্গীত' কাব্যের প্রশংসা এবং স্বীকৃতি হিসাবে নিজের গলায় মাল্যদান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'সারস্বত সম্মেলনের' প্রতিষ্ঠা এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথর দায়িত্ব গ্রহণ।

ভারতে শিক্ষা বিষয়ক প্রথম কমিশন 'হাণ্টার কমিশন' গঠন।

কলকাতার কারেন্সি নোটের ডেপুটি ট্রেজারার শ্যামসুন্দর।

বড়লাট রিপন বৌবাজার ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে তৈরী 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স' ভবনের ভিত্তি-প্রস্থর স্থাপন করেন।

১লা জুলাই : কলকাতা তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি চালু। প্রথম সম্পাদক ছিলেন তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এবছর কলকাতার শোভাবাজার রাজ বাড়িতে সার্কাস দেখিয়ে এবং বিভিন্ন সার্কাস দলে ক্রীড়ানৈপুণ্য পদর্শনি করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে কলকাতার আহিরী টোলার বাসিন্দা কৃষ্ণলাল বসাক।

এবছর সাধক মহেন্দ্রনাথ (পিতার নাম মধুসূদন গুপ্ত, মাতা স্বর্ণময়ী দেবী) শ্যামবাজার বিদ্যাসাগরের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন, এবং এর পর তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন।

২৬শে জানুয়ারীর ঘটনা—মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। দর্শন মাত্রই ঠাকুর তাঁকে উত্তম অধিকারী বলে চিনতে পারলেন। প্রথম দর্শনের দিন "আবার এসো" বলে ঠাকুর তাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

১৮৮৩ সাল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা মাতা চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়।

কলকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনাবসান।

কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্স এর অধিবেশন।

মহারাজা লক্ষীশ্বর সিং বাহাদুর (দ্বারভাঙ্গার মহারাজা) বড়লাট বাহাদুরের সদস্যপদে নিযুক্ত ছিলেন।

কলকাতা শহরে গোখেলের অধিনায়কত্বে জাতীয় সম্মেলন (ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্স) অনুষ্ঠান।

বিশেষ সংবাদ

৯ ডিসেম্বর / বাংলা ২৪শে অগ্রহায়ণ ১২৯০ / রবিবার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে। স্থান: জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি। সময় ২৪শে অগ্রহায়ন, শীতের গোধূলি লগ্ন। বাইশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এগার বছরের কিশোরী ভবতারিণীর বিয়ে হয়ে গেল ধুমধামের সঙ্গে। বিয়ের পর ভবতারিণী হলেন মৃনালিনী।

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় বান্ধুদের নিজের হাতে লেখা অভিনব নিমন্ত্রণ পত্র লিখেন যাঁর বয়ানটি ছিল এইরূপ—

প্রিয় বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ হইবেক। তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়া সাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবহাদি সদর্শন করিয়া আমাকে একং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।

ইতি (১২৯০) অনুগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডিসেম্বর

কলকাতার বিখ্যাত অ্যালবার্ট হলে তিনদিন ব্যাপী যে প্রথম জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার সংগঠক ছিল ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন।

১৪ই ডিসেম্বর—সাধক ঠাকুর মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদছায়ায় দক্ষিণেশ্বরে সাধনা শুরু করেন।

১৮৮৪ সাল

৮ই জানুয়ারী: সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু সংবাদ।

মাসিক পত্রিকা 'নবজীবন' প্রকাশ হয়। সম্পাদক অক্ষয়কুমার সরকার। রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিরা পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'আদি ব্রাহ্ম সমাজের' সম্পাদক।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু।

কেশবচন্দ্র সেনের দেহত্যাগের সংবাদ।

২৪শে জুলাই :

হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু।

চন্দ্রমাধব ঘোষ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাঁকুড়গাছিতে শুভাগমন। এখানে একটি তুলসী মঞ্চ স্থাপন করেন। সঙ্গে ছিলেন ঋষী অভেদানন্দ। পরমহংসদেবের পদধুলি ধন্য 'যোগদ্যান অবস্থিত।

স্যার রাসবিহারী ঘোষের 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রি অর্জন ;

ব্রাহ্মন রোডে প্রতিষ্ঠিত উপাসনা মন্দির ডেভিড যোশেফ এজরার নামে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

মেটিয়াবুরুজে গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনীয়ার্স কোম্পানি গঙ্গাতীরে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে অবস্থিত জাপান কোম্পানিটি এই বছরের সুত্রপাত। কলকাতার বুকে এই প্রতিষ্ঠান শুধু জাহাজ মেরামতির কাজ করে।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম-এ পরীক্ষা। অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে রসরাজ অমৃতলাল বসুর নাটক "চাটুজ্যে—বাঁড়ুজ্যে" কলকতার মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় এবং অমৃতলাল নিজেও অভিনয় করেন।

১৮৮৫ সাল

কলকাতার বড়লার্ট লর্ড ডাফরিন।

ধর্মতলায় লরেটো ডেস্কুল প্রতিষ্ঠা।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের সভাপতি।

চন্দ্রমাধব ঘোষ কলকাতা হাইকোর্টের জর্জ।

স্যার হেনরি হ্যারিসন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হন।

ইংরাজী মাসিক পত্রিকা 'দি ইণ্টার প্রিণ্টার' আত্মপ্রকাশ। সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর জীবনাবসান।

মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় বৌবাজার শাখা স্থাপন।

এ বছর শোভাবাজার রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়া শোভাবাজার ক্লাব কলকাতায় খেলার ইতিহাসে প্রথম দল হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হন।

১৮৮৬ সাল

আপার চিৎপুর রোডে "এলবার্ট টেম্পল অফ সায়েন্স এণ্ড স্কুল অব আর্ট বিদ্যালয়টি স্থাপন। ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলের সূত্রপাত ঐ বছরেই।

ছোটলাট স্যার জন ক্যামবেলের 'ইকনমিক মিউজিয়ামটি' বর্তমান যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়।

সমগ্র ভারতের রাজ-প্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব ডাফরিন এণ্ড আভা।

বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্যাগিরি করেছিলেন স্যার ষ্টুয়ার্ট কলভিন বেলি। কে. সি. এস. আই।

ইংরাজ বাহাদুররা এ বছর থেকে চালু করে নাট্য নিয়ন্ত্রণ।

কলকাতার কাশীপুর উদ্যানে ১লা জানুয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব 'কল্পতরু' হয়েছিলেন। ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কথাই শুধু বলে-ছিলেন—তোমাদের জীবন চৈতন্যময় হোক।

১৬ আগষ্ট : শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শুরু হয় নরেন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠতম অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নরেন্দ্রনাথ পরিবর্তীত হয়ে হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এ বছর চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন কৃপাশরম মহাথে। মহা-নগরীতে বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণ জাগরণে তিনি এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ওই জাতীয় মহাসম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিদের তাঁর স্বরচিত "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" গানটি গেয়ে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেছিলেন।

শহরের বুকে যানবাহন সংক্রান্ত নিয়ম বিধি প্রথম চালু হয়।

এবছর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. পাশ করে প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী সার্জেন পদে যোগদান করেন রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু।

১৮৮৭ সাল

কলকাতার শেরিফ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন প্রথম পালন করা হয়েছিল পার্ক-স্ট্রীটের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে। গুরুদেবের সেই প্রথম জন্মোৎসব পালনের কৃতিত্ব দাবি করেছেন রবীন্দ্রনাথের ভাগনী সরলাদেবী চৌধুরাণী।

কলকাতার বুকে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের যাত্রা শুরু। সার্কাসের কর্ণধার প্রিয়নাথ বোস।

শিয়ালদহ প্রধান ষ্টেশনের পাশে (বর্তমানে যেটি শিয়ালদা সাউথ) সেটি আগে বেলেঘাটা স্টেশন নামে পরিচিত ছিল। এবছর পর্যন্ত এই স্টেশন কলকাতা ও সাউথ ইষ্টার্ণ (তখন বেঙ্গল নাগপুর) রেলের স্টেশন ছিল, পরে এটি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ও ষ্টেশন হিসাবে গণ্য হয়। এই ষ্টেশন থেকে সোনারপুর পর্যন্ত রেল লাইন খোলা হয়।

মার্চ—বেলেঘাটায় জোড়ামন্দির স্থাপন। প্রথমে মন্দিরের সেবায়ত ছিলেন রামকৃষ্ণ নস্কর। পার্শীবাগানের অদূরে অবস্থিত এই মন্দির। দুটি মন্দিরের পাশাপাশি অবস্থান বলেই জোড়ামন্দির নামে পরিচিত। মহাদেব এবং কালী, দুটি মন্দিরে দুই দেবতার অধিষ্ঠান।

বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুলের সর্বময় কর্তা নিযুক্ত হন মিঃ জবিনস। এই বাড়িতেই প্রতিষ্টিত হয় ন্যাশনাল কলেজ।

কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

কবি অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু সংবাদ।

২১শে সেপ্টেম্বর : মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজিদ আলি পরলোক গমন করেন।

১৮৮৮ সাল

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম।

এপ্রিল : ভারত সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস।

১৮৮৯ সাল

কলকাতার বড়লাট ল্যান্সডাউন।

কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান স্যার হেনরি হ্যারিসন। তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ হয় হ্যারিসন রোড।

কলকাতা হাইকোর্টের দুজন বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত।

কলকাতার রাস্তায় প্রথম বাই সাইকেল চলা শুরু।

১৫ই আগস্ট ঃ আগস্টের এক সন্ধ্যায় কলকাতায় ফরিয়া পুকুর স্ট্রীট এবং মোহনবাগান লেনের মাঝে এক চিলতে ফাঁকা জমি মোহনবাগান ভিলা, ওখানে যারা ফুটবল খেলতেন এক সন্ধ্যায় ভূপেন্দ্রনাথ বোসের বাড়িতে সভা বসিয়ে "মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব" প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হ'ল। ১৫ই আগস্ট মহা আড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা হলো মোহনবাগান ক্লাবের।

১৮৯০ সাল

কলকাতার ছাতুবাবুর নাতি শরৎচন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে "বেঙ্গল থিয়েটার" স্থাপন করেন। নাম অবশ্য পরে নতুন করে হয় "রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার"।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন পরিচালিত ১ পয়সার পত্রিকা "সুলভ সমাচার" (সাপ্তাহিক) প্রকাশ হয়। পরে দৈনিকে পরিণত হয়।

কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত পরিবেশন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত।

বৌবাজারের অবস্থিত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স ভবনের (ল্যাবরেটরি ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম সহ নির্মাণকার্য শেষ হয়। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ আচার্য স্যার সি. ভি. রমন তাঁর গবেষণার কাজ বৌবাজারে এই বিজ্ঞান সভার ল্যাবরেটরিতেই করেছিলেন।

ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কলকাতায়।
নেপিয়ার অব ম্যাগডালার মৃত্যু সংবাদ—

২৪শে আগষ্ট : পুরানো কলকাতার দুশো বছর পদার্পন।

এ বছর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন।

১৮৯১ সাল

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্বোধন কলকাতার বুকে।

সাহজাদা মহম্মদ ফারুকশাহ কলকাতার 'শেরিফ' পদে নিযুক্ত।

২৯শে ফেব্রুয়ারী : 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং জাতীয়তা প্রচারে এই কাগজের অবদান অসামান্য।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সি. আই. ই. ডি. এল.) পরলোকে।

সংস্কৃত কলেজের কাছে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন কেশবচন্দ্র সেনের অন্যতম সহকর্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

২১শে জুলাই : বিদ্যাসাগরের মৃত্যু সংবাদ। কলকাতায় বিষাদএর ছায়া। রমেশচন্দ্র মিত্রের পরলোকগমন।

৩০শে মে : 'হিতবাদী' (সাপ্তাহিক) পত্রিকা প্রকাশ। প্রধান সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ ও আরও কয়েকজন পত্রিকাটির ভার নেবার পর একটি শক্তিশালী পত্রিকায় পরিণত হয় পরবর্ত্তী কালে।

'সাধনা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয় সুধীন্দ্রনাথঠাকুরের সম্পাদনায়। তিনি এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজ নেন। সেই যুগে এই কাগজ প্রধান সংবাদপত্রের অন্যতম।

[প্রকাশকাল বাংলা ১২৯৮ সন]

১৮৯২ সাল

শহরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে হ্যারিসন রোডে।

১৮৯৩ সাল

সংগীত শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে'র জন্ম।

মীর্জাপুর স্ট্রীটে মূক ও বধির বিদ্যালয় স্থাপন।

মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের বাড়িটি যাদুঘরের পাশে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' শীর্ষক রাজনৈতিক প্রবন্ধ পাঠ। স্থান ঃ কলকাতার শ্রীচৈতন্য লাইব্রেরী।

বেলগাছিয়ায় অবস্থিত 'বেঙ্গল ভেটেনারী কলেজ' স্থাপন। এই পশু চিকিৎসা কলেজ এবং হাসপাতাল শুধু কলকাতা নয়, সমগ্র দেশের গর্ব। বেলগাছিয়া রোডের উভয় পাশে বিশাল এলাকা নিয়ে এই কলেজ এবং হাসপাতাল।

শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোড়াপত্তন হয়।

স্যার জেমস আউটরাম এর মৃত্যু সংবাদ—কলকাতায়।

১৯শে এপ্রিল ঃ 'মহাকালী পাঠশালা' নামে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন কাশিম বাজারের মহারাণি স্বর্ণময়ীর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে।

কলকাতার গড়ের মাঠে প্রথম আই. এফ. এ. শীল্ড।

ময়দানে ফুটবলের বিংশ শতাব্দী শুরু হয় বাঙালি ক্লাব ন্যাশনালের ট্রেডস কাপ জয়ের পতাকা উড়িয়ে।

চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

১৮৯৪ সাল

কলকাতার ২২নং ঈশ্বর মিল লেনে জন্মেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

কলকাতা পুলিশের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামসুন্দরের 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ।

২৯শে এপ্রিল ঃ দি বেঙ্গল অকাদেমি অফ লিটারেচারের নাম পরিবর্তন হয়ে নতুন নামকরণ হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। পরিষদের মুখপত্রের নাম 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'। প্রথম সম্পাদক হন রজনীকান্ত গুপ্ত। এই পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল ধরা হয় বাংলা ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ। প্রথম সভাপতি হন রমেশচন্দ্র দত্ত। সহঃ সভাপতি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম বছরে সম্পাদকের কাজ করেন লিওটর্ডে ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী সম্পাদক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা করছেন রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায়।

কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ওপর বিখ্যাত 'মহানির্বান মঠ'টি এই বছরে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরে রয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী নিত্যগোপালের সমাধি এবং তাঁর একটি মার্বেল মূর্তি। এই মঠের জন্য সংলগ্ন একটি পথ মহানির্বান রোড নামে পরিচিত।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

৫ই সেপ্টেম্বর ঃ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্যার সুরেন্দ্রনা থ সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে কলকাতার টাউন হলে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

১৮৯৫ সাল

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত শিশু মাসিক পত্রিকা 'মুকুল' প্রকাশ হয়।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

ডাঃ ত্রৈলক্যনাথ মিত্রের জীবনাবসান।

ষাট একর জমি সহ এবছর টালিগঞ্জ ক্লাবের মালিকানা গ্রহণ।

২৫শে আগস্ট ঃ 'বসুমতী' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ। প্রথম সম্পাদক বোমকেশ মুস্তাফি। পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বেলগাছিয়া পোলের উত্তরে জৈন সম্প্রদায়ের একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। এটির নাম শ্রী দিগম্বর জৈন পার্শ্বনাথ উপবন। জানা গেছে দুলুলাল জহুরী এই জায়গাটি কেনেন এবং জৈন সমাজকে দান করেন। এ বছরে এই স্থানটি দর্শনীয় হয়ে ওঠে এবং 'পরেশনাথের মন্দীর' নামে পরিচিত লাভ করে। পর্যটকদের কাছে এটি একটি দর্শনীয় স্থান।

বড় লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ডেমিট্রিয়াস প্যানিয়টি ফাউন্টেন এর মৃত্যু (সিমলা) সংবাদ—কলকাতায়।

এ বছর থেকে কলকাতায় গ্রহণ করা হয় 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক লাইটিং অ্যাক্ট'।

কলকাতার বুকে কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন। ডাঃ রাধা-গোবিন্দ কর এই কলেজে বাংলায় ডাক্তারি শিক্ষার প্রচলন করেন।

১৮৯৬ সাল

পামার ব্রিজ জল নিকাশী পাম্পিং চালু।

ভাষাপথিক হরিনাথ দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাতিন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হন।

মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চ্যায়ারম্যান নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

কলকাতার বুকে মটর গাড়ির চলন শুরু।

চিত্র শিল্পী হ্যাভেলের কলকাতায় আগমন। বিদেশি অ্যাকাডেমিক রীতির অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে হ্যাভেল সচেষ্ট হন দেশীয় উৎকৃষ্টতর শিল্পরীতির পুনরুজ্জীবন যার সক্রিয় সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে।

এ বছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতরম গানটি নিজে পড়ে গেয়ে শোনান।[১]

১৮৯৭ সাল

রেভা ঃ লালবিহারী সাহা কর্তৃক ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল স্থাপন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সে যুগের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা 'প্রদীপ' প্রকাশ কাল।

বাগবাজারের বলরাম মন্দিরের হল ঘরেই স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন' নামে সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর এই স্থানই 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। শ্রীশ্রী মা নানা উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে এই বাড়িতে বহুদিন বাস করেছিলেন।

কলকাতার বেহালায় অবস্থিত ব্লাইন্ড স্কুল বা কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয় এ বছর প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড লালবিহারী সাহা।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ঃ স্বামী বিবেকানন্দকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয় রাজা রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজার বাড়িতে। বিবেকানন্দ ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানব সেবায়। স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন। সমাজের সেবায় কায়মনোবাক্যে নিজেদের উৎসর্গ করলেন মিশনের সন্ন্যাসীরা।

এ বছর কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ডাঃ রেনাল্ড রস ম্যালেরিয়া রোগ মশকবাহিরতা আবিষ্কার করেন।

কলকাতার বুকে বোধিখানা তৈরী।

---

১. কলকাতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য/নারায়ণ চৌধুরী/কলকাতা পুরশ্রী ২৫শে আগষ্ট ১৯৮৯ সংখ্যা/পৃঃ ১৬

১৮৯৮ সাল

লোকমাতা নিবেদিতার কলকাতায় আগমন। আশ্রয় নেন বাগবাজারের শ্রীমার কাছে। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট. উপাধি দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

প্লেগের প্রাদুর্ভাব এ বছর প্রবল কলকাতার বুকে।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজার (স্যার লক্ষীশ্বর সিং বাহাদুর) মৃত্যু সংবাদ।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর (রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী বাহাদুরের স্ত্রী) মৃত্যু।

নির্দিষ্ট সমাজ সংস্কারক ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

এ বছর প্যাতিয়ালা মহারাজার দল কলকাতার ময়দানে ক্রিড়া অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিল।

১৮৯৯ সাল

৩০শে মে : কলকাতায় প্রথম বৈদ্যুতিক আলো।

কলকাতায় 'প্লেগ' মহামারী শুরু। নিবেদিতা কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'উদ্বোধন' পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুনাতীত। এই পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, গিরীশচন্দ্র ঘোষের রচনা প্রকাশিত হয়।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ ও কলকাতা মিউ-নিসিপ্যালিটির সদস্য ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

লর্ড কার্জন ভারতের 'ভাইসরয়' পদে নিযুক্ত।

গঙ্গাপ্রসাদের মৃত্যু।

রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যু সংবাদ।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের জন্ম।

লর্ড কার্জন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে পদার্পন করেন। বিভিন্ন বই এর ভাষা ও ক্যাটালগও প্রকাশ হয় এই সময়ে।

১৯০০ সাল

কলকাতায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী চালু। বিদ্যুতের সাহায্যে।

বি এফ. জে'র সূত্রপাত।

কলকাতায় ত্রিপুরার মহারাজার সংবর্ধনা। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় হয়। অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ 'রঘুপতির' ভূমিকায়।

প্রিন্স বক্তিয়ার শাহ কলকাতার 'শেরিফ' পদে ছিলেন।

বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন স্যার জন উডবার্ণ কে. সি. এস. আই।

কলকাতার শহরে চীনারা প্রথম রিক্সা ব্যবহার করে।

১৩ই জুলাই ঃ অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের জন্ম।

অভিনেতা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

৯ই ডিসেম্বর ঃ বিভিন্ন দেশে ধর্মের বাণী প্রচার করে এ বছর বিবেকানন্দ চলে এলেন বেলুড় মঠে।

১৯০১ সাল

১লা জুন ঃ এক নং (উত্তর) জেলার উদ্বোধন।

দেশ প্রেমিক (রাষ্ট্রনীতি) ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

সায়েন্স কলেজ ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মাঝে ৯২, আচার্য প্রফুল্ল রোডের ওপর বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু বাড়ি তৈরী করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভায় প্রবেশ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রয়াত হলে লর্ড কার্জন তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধ নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন শুরু। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত।

এ বছর কলকাতা শহরের বস্তির সংখ্যা ছিল ৪৯ হাজার সাতটি।[১]

এ বছর কলকাতায় বৃটিশ মিউজিয়ামের প্রথম গ্রন্থাগারিক জন ম্যাকফারলেন কর্মভার গ্রহণ করেন।

এ বছর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক হল ডাঃ বারিদবরন মুখোপাধ্যায়।

১৯০২ সাল

কলকাতার বুকে 'বিদ্যুৎ' এর প্রবেশ। কলকাতার রাস্তায় বৈদ্যুতিক ট্রাম প্রথম চলতে শুরু করে।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের যুগান্তকারী গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়ন বিদ্যার ইতিহাস (১ম খণ্ড) প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু।

বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রকাশ।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতা ত্যাগ, শরীরের অসুস্থতার জন্য ইংলণ্ড গমন।

১. সূত্র ঃ পি. টি. নায়ার —কলকাতা গবেষক

ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের মৃত্যু সংবাদ।

৪ঠা জুলাই : বেলুড় মঠের সাজানো ঘরে বিশ্ব বিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন।

এ বছর কলকাতার বুকে কয়েকটি সংগঠন তৈরী হয়। অনুশীলন সমিতি, ডন সোসাইটি এবং সরলাদেবীর 'বীরাষ্টমী অনুষ্ঠান সমিতি'। এছাড়াও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'ব্রতী সমিতি', ভবানীপুর কালীঘাট অঞ্চলের সন্তান সম্প্রদায়, চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতে স্বদেশী মণ্ডলী এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'বন্দেমাতরম সম্প্রদায়'।

এ বছর অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় বিপ্লবী কার্যকলাপ সংগঠিত করার জন্য পাঠান। পি মিত্র ও যতীন্দ্রনাথের যুক্ত প্রচেষ্টায় তৈরী হয় 'অনুশীলন সমিতি'।

কলকাতার বুকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী অ্যাক্ট পাশ করা হয়।

১৯০৩ সাল

৩রা জানুয়ারী : লর্ড কার্জনের সহায়তায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এবছর সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

২৯৩ নং অপার সার্কুলার রোডে কলকাতার মূক ও বধির বিদ্যালয় স্থানান্তরিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্ত্রী সুরবালার মৃত্যু। একটি মৃত সন্তান (কন্যা) প্রসব কালে মারা যান।

কবি কন্যা রেণুকার মৃত্যু।

কলকাতার প্রবীন বাসিন্দা খেলাত ঘোষের মৃত্যু।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যু।

৩০শে জুন : লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী একত্রিত হয় এ বছরে। প্রথম গ্রন্থাগারিক জন ম্যাকফারলিন।

কলকাতার নারী সমাজে এবছর সরলাদেবী কর্নওয়ালিস ষ্ট্রিটে মেয়েদের জন্য বাংলার শিল্প দ্রব্যের দোকান "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" আর বৌবাজারের "স্বদেশী স্টোর্স" খুলে ছিলেন। স্বদেশি যুগে মেয়েরা 'রেশমি চুড়ি' আর সৌখিন সাজের মায়া ছাড়ল। হাতের, গলার গয়না খুলে দিল স্বদেশি আন্দোলনের তহবিল ভরাতে।[১]

৩রা ডিসেম্বর : বঙ্গভঙ্গের প্রথম পরিকল্পনা নেওয়া হয় কলকাতার সমান্তরালে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন যার অন্যতম অঙ্গ।

---

১. শিপ্রা সরকার/অন্দরমহল থেকে রাজপথ/আনন্দবাজার/৭ই মার্চ/১৯৯০

২৮শে ডিসেম্বর: নাট্যকার ও অভিনেতা জীবন গাঙ্গুলীর মৃত্যু। শিল্পীরা তাঁর মরদেহ শোভাযাত্রা সহকারে কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যান।

১৯০৪ সাল

মিউজিয়াম ভবনটির আরো সম্প্রসারণ হয়। এই বাড়ির উঁচুতলায় গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের আর্ট গ্যালারী রাখা হয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় সরকার ১৩ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান অনুমোদন করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী: কলকাতার সুসন্তান ডাঃ-মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনাবসান।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বড়লাট আরুনঅফ নর্থব্রুক'তর মৃত্যু (বিলাত) সংবাদ কলকাতায়।

এবছর লেডী কার্জন এক সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন। সেই বছর কলকাতার নাগরিকরা তাঁর জন্য যথেষ্ঠ সহানুভূতি দেখায়, যার ফলে লেডী কার্জন নাগরিকদের জন্য একটি 'প্রসবন' তৈরী করে গেছেন। বর্তমানে এটি ধর্মতলার কার্জন পার্কে আছে।

২২শে জুলাই: বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মুখে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে ডাক দিলেন সংঘশক্তি জানাতে। এই তারিখে তিনি 'স্বদেশী সমাজ' নামে একটি ভাষণ পাঠ করেন।

বঙ্গভঙ্গের ফলে কলকাতা ষড়যন্ত্রের অদ্বিতীয় কেন্দ্র থাকবে না বলে এক প্রতিবাদ সভা হয়। এবছরে সাম্প্রদায়িক মত মুক্ত হয়—পূর্ববঙ্গ ও আসাম হয় মুসলিম প্রধান, ঢাকা হয় মুসলিম রাজধানী।

২৭শে অক্টোবর: শ্যামবাজারের ১বি, গন্দেন্দ্র মিত্র লেনের মাতুলালয়ে সমাজসেবী শহিদ যতীনদাসের জন্ম।

বাংলার তদান্তীন গভর্ণর স্যার এণ্ডু ফ্রেজার হেয়ার ষ্ট্রিটের মোড়ে দ্বারভাঙ্গা মহারাজার (স্যার লক্ষীশ্বর সিংহ বাহাদুর) মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

এবছর সরকার কর্তৃক "স্যার" এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টরেট' (সাম্মানিক) উপাধিতে ভূষিত হন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৫ সাল

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত।

ইংরাজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ এই দুই প্রদেশে ভাগ করেছিলেন।

পরিষদ পত্রিকার তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। সভার সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গীয় কলাসংসদ স্থাপিত। সভাপতিঃ অন্নদাপ্রসাদ বাগচী।

রাখী পূর্ণিমার দিন কলকাতার পথে পথে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুচরদের নিয়ে জাতীয় উৎসবের গান গেয়ে শোনান।

কলকাতার বুকে বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী চলতে সুরু করে ক্রমাগত।

দ্বিজেন্দ্রলাল আয়োজিত 'পূর্ণিমা মিলন' সভায় এক অধিবেশনে দোল-পূর্ণিমার দিন রবীন্দ্রনাথকে জোর করে আবীর মাখাচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, আর রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে বলছেন দ্বিজুবাবু যে শুধু আমাদের মনোরঞ্জনই করেছেন তা নয় তিনি আজ আমাদের সর্বাঙ্গরঞ্জন করলেন"।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু। বঙ্গভঙ্গ ও কার্জনের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ গর্জে ওঠেন। ব্রজবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ। ৭ই আগষ্ট বিলাতি দ্রব্য বর্জনের ডাক।

স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।

৭ই আগস্টঃ টাউন হলে স্বদেশী আন্দোলনের সভা সূচনা শুরু। সভাপতি মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ নন্দী।

বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়িতে স্বদেশীসভা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

১৬ই অক্টোবরঃ বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হলো। (৩০ আশ্বিন, ১৩১২) প্রতিবাদে কলকাতায় শুরু সক্রিয় সংগ্রাম।

রাখীবন্ধন উৎসবে অপরাহ্নে অখণ্ড বঙ্গ ভবন স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতার পার্শিবাগানের মাঠে (যেখানে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়) ফেডারেশন হল বা মিলন মন্দির নির্মানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই মিলন মন্দির নির্মানের জন্য একটি জাতীয় নিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বেঙ্গলী পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করলেন। এই বঙ্গভঙ্গ আমরা মানবো না।

১৯০৬ সাল

কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই উপলক্ষে পরিষদ পুঁথিপুস্তক, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান ও মন্দিরের ফটোগ্রাফ ও কুটির শিল্পের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

---

১ সূত্রঃ বাংলাদেশের ইতিহাস/রমেশচন্দ্র মজুমদার।

মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষার্থে কলকাতার দক্ষিণে তৈরি হয় সৌধ। নাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। প্রিন্স অব ওয়েলস ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

কলকাতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়িটি বন্ধক রাখা হয়। রিসিভার নিয়োগ করা হয় আদালত থেকে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবং পুলিসের অত্যাচারে সম্মেলন ভেঙে পড়ে।

কলকাতা পৌরসভায় ধর্মঘট।

কলকাতায় সরকারী প্রেস স্থাপন।

ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

(মৃত্যু ঃ বিলাতের খিদিরপুর হাউসে')

বারীন্দ্র কুমার ঘোষের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশকাল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে (বর্তমান বিজ্ঞান কলেজ ভবনে) এডুকেশনের উন্নতির জন্য 'টেকনিক্যাল এডুকেশন ইন বেঙ্গল' স্থাপন। প্রতিষ্ঠাতা স্যার রাসবিহারী ঘোষ।

কলকাতায় ন্যাশনাল এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপন ; উদ্যোক্তা সুবোধচন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা দান (পরবর্তী সময়ে এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)।

গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কবিরাজ দ্বারকনাথ সেনের "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ।

কলকাতার বুকে প্রথম ট্যাক্সি চলে।

১১ই মার্চ ঃ কলকাতার বুকে তৈরি হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।

২১শে জুলাই ঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ।

১৪ই আগস্ট ঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ এণ্ড স্কুলের সূত্রপাত।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সূত্রপাত।

কলকাতা কংগ্রেসের প্রতিনিধি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

ডিসেম্বর ঃ এবছর অরবিন্দ ঘোষ বরোদার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। নব প্রতিষ্ঠ জাতীয় বিদ্যালয় ন্যাশানাল কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন।

১৯০৭ সাল

এবছর কলকাতার বুকে দুটি নাটক অভিনীত হয় ছত্রপতি শিবাজীকে নিয়ে। একটি গিরিশচন্দ্রের অন্যটি মনোমোহন গোস্বামীর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

এবছর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার বুকে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওরিয়েণ্টাল আর্ট সংগঠন করেন এবং সম্পাদক হন।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেংকটরামনের কলকাতায় আগমন। ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের কার্যে যোগদান, কলকাতার অফিসে। কর্মসূত্রে ২১০নং বৌবাজার স্ট্রীটে "দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' জড়িত এবং ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা কার্য পরিচালনা। সুরু হয় তাঁর নিরলস বিজ্ঞান সাধনা।[১]

রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরার বিবাহ। পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু। উমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু।

১৮ই সেপ্টেম্বর: সেকালের পত্রিকা 'সন্ধ্যা'য় কিংস ফোর্ডের বিচারের নামে প্রহসন-এর কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মামলায় চিত্তরঞ্জন দাশের মন্তব্য থেকেও অনেকটা জানা যায়। অরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলার দর্শনার্থীদের ভিড়ে পুলিশ ইনসপেক্টর মিঃ হুয়ে পনের বছরের সুশীল সেনকে ঘুষি মারলে সেও পাল্টা ঘুষি চালায়। এতে কিংসফোর্ড তাঁকে পনের ঘা বেত মারার আদেশ দেন। ৩রা সেপ্টেম্বর সান্ধ্য পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্যকে মিথ্যা ভয়, সিডিশন এবং 'বিদেশী রাজা' প্রবন্ধপ্রকাশের জন্য দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর পুলিশ কোর্টের মামলায় অরবিন্দ ঘোষ ও হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে বেকসুর মুক্তি দিলেও প্রিন্টার অপূর্ব কৃষ্ণ বসুকে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ৫ই নভেম্বর মৌলবী লিয়াকত হোসেন পরিচালিত মিছিল বিডন স্টিটের ওপর সার্জেণ্ট ওয়াল্টার্সকে আক্রমণ করায় এবং হুংকার দিয়ে বন্দে-মাতরম ধ্বনি দেওয়ায় লিয়াকত হোসেন ছ'মাস কারাদণ্ড হয়।[১]

কলকাতার বুকে 'বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাংক' এবং 'হিন্দুস্থান সমবায় জীবন-বীমা সমিতি স্থাপিত।

কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ আর ইংরেজ শাসন ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন প্রাচ্যানুরাগী ইংরেজের চেষ্টায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৮ সাল

কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড।

১লা জুলাই: ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ স্থাপন।

---

১. সূত্র: জয়ন্তদাস/ক্ষুদিরাম আবির্ভাবের পটভূমি/বসুমতী ৭ জানুয়ারী ১৯৯০।

পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ঋষি অরবিন্দ। তাঁর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ। 'কর্মযোগীন' কাগজে লেখা ছাপার দরুণ অরবিন্দের গ্রেপ্তার বরণ।

রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ (ঠাকুর পরিবারে প্রথম বিধবা বিবাহ)।

কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

উত্তর কলকাতার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নিজস্ব ভবন 'সুরধাম' প্রতিষ্ঠা।

১লা মে : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর প্রফুল্লচাকী আত্মঘাতী হন।

২রা মে কলকাতায় বিপ্লবী গ্রেপ্তার : ভোরবেলা পুলিশ কলকাতার মুরারি-পুকুর গোপীমোহন দত্ত লেন, হ্যারিসন রোড, গ্রে স্ট্রিট ও নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে বিপ্লবীদের ৫টি আড্ডায় হানা দিয়ে রিভলবার, বন্দুক, ডিনামাইট, বোমার মশলা, বোমা তৈরির প্রণালী সম্বলিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে। প্রচুর সংখ্যক বিপ্লবী সেদিন গ্রেপ্তার হন। লাঞ্ছিত হল পুলিশের লাঠির মারে।

১১ই আগস্ট : স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধা ক্ষুদিরামের ফাঁসির সংবাদ।

বন্দেমাতরম পত্রিকার রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য এবং পরে আলিপুরে বোমা মামলার আসামীরূপে এ বছর আদালতে অভিযুক্ত হন রাজনৈতিক নেতা অরবিন্দ ঘোষ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই মামলা পরিচালনা করেন এবং অরবিন্দের মুক্তিলাভ প্রাপ্তি।

১৯০৯ সাল

মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে "সি-আই. ই' উপাধি লাভ করেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকনাথ সেনের মৃত্যু।

কলকাতার বুকে তরুণ বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দমনের জন্য সরকার সাতটি সমিতিকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা শোনার পর অবশ্য বিপ্লবীরা দমে যায়নি। ৮২নং মহাত্মা গান্ধী রোডের বাড়িটিও সরকার কড়া পাহারায় রাখেন। অনেক গুপ্ত মিটিং এর জন্মস্থান এই বাড়িটি।

নাট্যকার অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফীর জীবনাবসান।

এবছর কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হন হরিনাথ দে।

৩০শে নভেম্বর : সুপণ্ডিত রমেশ চন্দ্র দত্তের মৃত্যু।

১৯১০ সাল

৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বাড়ি থেকে মানিকতলা বোমা মামলায় মুক্তি পেয়ে শ্রী অরবিন্দ পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চন্দননগরে পাড়ি দিয়েছিলেন।

শ্রী অরবিন্দ নৌকা যোগে চন্দননগরে যাত্রা করেছিলেন বাগবাজারের ঘাট থেকে।

মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ বাহাদুর বড় লাটের সভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। ভারত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কলকাতায় আগমনকালে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ কলকাতা আলিপুরে 'বিজয় মঞ্জিল' নামে এক শোভাদর্শন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। বলতে গেলে এই প্রাসাদটিই তাঁর কলকাতার বাসভবন।

ভরত মহারাজের কলকাতায় আগমন।

কুখ্যাত সামসুল আলম এবছর কলকাতার বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়।

এবছর কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৯১১ সাল

১০ই জানুয়ারী ঃ মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের মৃত্যু।

স্যার রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যু।

কলকাতার 'টালা ট্যাঙ্কের' সূত্রপাত এই বছরে। নির্মাণ করেন ছোট লাট এডওয়ার্ড বেকার। এছাড়াও পলতার জলাধার এর কাজ সুরু হয়।

৭ই এপ্রিল ঃ চেতলায় প্রথম হাইস্কুলের সূচনা।

এয়ার ভাইস মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

চৌরঙ্গীর বিখ্যাত রয়েল থিয়েটার বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। (২রা জানুঃ) এরাটুন স্টিফেন সেই স্থানেই তৈরি করেন গ্রান্ড হোটেল।

পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ স্থগিত করে দেন।

গীতাঞ্জলির যুগে কলকাতার ওভারটুন হলে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ।

কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এবছর পর্যন্ত ইংরেজদের গোটা ভারত সাম্রাজ্য পরিচালনার মূলকেন্দ্র হিসাবে ছিল।

কলকাতার চিত্র শিল্পীর প্রদর্শনীতে শিল্পী মুকুল দের প্রথম ছবি স্থান পায়।

ক্যালকাটা 'ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এবছরের সূচনা।

কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত ও পরিকল্পনা।

২৯শে জুলাই ঃ এবছর আই. এফ. এ. শিল্ড জিতে কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব ভারতের জাতীয় ক্লাবের সম্মান পায়।

২৫শে সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ কলিকাতার হরিশ মুখার্জী রোডে সংগীত শিল্পী সুপ্রভা সরকারের (ঘোষ) জন্ম।

এবছর কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হন জন আলেকজণ্ডার।

১৯১২ সাল

কলকাতায় আর্টস স্কুল "বিচিত্রা"র প্রতিষ্ঠা কাল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, কাকুজো ও কাকুরা, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ।

বৃটিশ সরকার পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ এই প্রদেশ দুটিকে আবার সংযুক্ত করেন।

বেলভেডিয়ারের প্রাচীন বাড়িতে বড় লাটের বাসস্থান।

৯ই ফেব্রুয়ারী ঃ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের তিরোধান বর্ষ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক টাউন হলে অভিনন্দন।

হ্যালিডে স্ট্রিটে—সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ঃ কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট গঠিত হবার পর এই রাস্তার কাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে ধর্মতলা স্ট্রিট (বর্তমান লেনিন সরণী) ও বৌবাজার স্ট্রিট। বাংলার প্রথম ছোট লাট ফ্রেডরিক হ্যালিডের নামানুযায়ী এই পথের নাম রাখা হয়। পরে বিডন স্ট্রিট পর্যন্ত তৈরী হয়ে নামকরণ হয় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ।

কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের উদ্বোধন।

রাজভবনে বসবাস এর মেয়াদ শেষ ভারতের গভর্ণর জেনারেলদের এবছর থেকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আত্মপ্রকাশ। এবছরে গভর্ণর জেনারেলকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ায় রাসবিহারীর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এরপর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি জাপানে গিয়ে আশ্রয় নেন।

৯১ নম্বর মেটকাফে স্ট্রিটে তৈরী হয় পবিত্র অগ্নিমন্দির। প্রতিষ্ঠাতা এরওয়দে ধনবিজয় বেরামজি মেহতা। যেটি মন্দিরের লোহার ফটকে লেখা আছে।

এবছরে কলকাতা শহরের বাসিন্দা ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার।

এবছরের শেষের দিকে নীরোদ সি চৌধুরী ছিলেন কলকাতার ৬০নং মির্জাপুর স্ট্রিটের ছাত্র মেস বাড়িতে।

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতায় আগমন। বাসস্থান ৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস বাড়ি।

এবছর কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে 'বৈকুণ্ঠের সভা'য় নাটকে অভিনয় করেন নাট্যকার শিশির কুমার ঘোষ। অবশ্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সদস্য হিসাবে। জানা যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটক ও অভিনয় দেখেছিলেন।

১৯১৩ সাল

তরুণ বিপ্লবীদের তৈরী কলকাতার রাজাবাজারে একটি বোমা তৈরীর কারখানায় এবছর সরকার হানা দেয় ও তছনছ করে ফেলে। কিছু যুবক অবশ্য গ্রেপ্তারও হয়।

উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রকাশকাল।

মুজফ্ফর আহ্মেদের কলকতায় বসবাস সুরু।

এবছর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে শিশির কুমার ভাদুড়ি ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন।

১৭ই মে ঃ শনিবার সুরকার,গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু। কলকাতায় তাঁর বাড়ি' সুরধাম' স্ত্রীর নামেই রাখা হয়। এই বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কলকাতার বিখ্যাত বন্দুক ব্যবসায়ী আর বি রডা অ্যাণ্ড কোম্পানী অস্ত্রের কেনা-বেচায় সুখ্যাতি অর্জন করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার রাসবিহারী ঘোষকে 'ডি. এল.' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বালীগঞ্জের কাছে 'সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি' স্থাপন। ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্ত তাঁর স্ত্রী সরোজ নলিনীর নামে এই প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলা ১৩২০ সালের কার্তিক মাসের শারদীয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশ। লেখক বৃন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী গুপ্ত, হরিসাধন মুখোপধ্যায়, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী প্রমুখ।

১৩ই নভেম্বর ঃ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারের খবর। এবছর তার নোবেল পুরস্কার পাওয়া কাব্য সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 'গীতাঞ্জলী' রচনার জন্য। শান্তিনিকেতনে দেশবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা।

১৯১৪ সাল

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজসেবী মুরলীধর দেবীদাস আমতে (বাবা আমতে নামেই যিনি পরিচিত) কলকাতায় আগমন। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে কুষ্ঠরোগের ওপর তিনি একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ নেন।

শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০০নং গড়পার রোডে নিজের নকসা অনুসারে বাড়ি বানিয়েছিলেন।

কলকাতার তরুণ বিপ্লবীরা এবছর অভিনব উপায়ে রডা কোম্পানির বেশ কিছু বন্দুক চুরি করে চম্পট দেয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে 'ডি. লিট.' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে রমেশচন্দ্র মজুমদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

৪ই আগস্ট ঃ বিশ্বযুদ্ধ শুরু। কলকাতার বিপ্লবীরা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

৬ই আগস্ট ঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবর্তিত 'দৈনিক বসুমতী' স্থাপিত।

বঙ্গাব্দ ২১শে শ্রাবণ, ১৩২১।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পত্রিকা 'সবুজ পত্র' প্রকাশকাল। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী।

'আত্মশক্তি' পত্রিকার প্রকাশকাল। সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু। এই পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। কলকাতার তরুণ বিপ্লবীরা নতুন পথে সংগ্রাম করার সংকল্প নেয়। নেতৃত্ব দেন যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

২৬শে আগস্ট ঃ বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে প্রকাশ্য দিবালোকে চারজন বিপ্লবী লুঠ করলেন ৫০টি মাউজার পিস্তল এবং ৪৬ হাজার কার্তুজ।

নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর পিতৃবিয়োগ।

অধ্যাপক শিশির কুমার ভাদুড়ি এবছর মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে দেড়শা টাকা বেতনে ইংরেজীর লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত হন। সুবিখ্যাত সারদারঞ্জন রায় তখন একলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

কলকাতার ফুটপাত প্রথম সিমেণ্ট দিয়ে দিয়ে বাঁধানোর পরিকল্পনা শুরু।

১লা ডিসেম্বর ঃ কলকাতা পুলিশের নতুন সদর দপ্তর (লালবাজারের নবনির্মিত বাড়ি) পুলিশ কমিশনার স্যার এফ হ্যালিডে দ্বারোঘাটন করেন।

১৯১৫ সাল

শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর মৃত্যু।

'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার রায়।

১২ই মে ঃ রাসবিহারী বসু স্বদেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্য জাপানের পথে যাত্রা করেন। বিপ্লবী শ্রীশ চন্দ্র ঘোষকে 'ইনপ্রেস টু ইণ্ডিয়া' অ্যাক্ট অনুযায়ী পুলিশ বন্দী করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চলতি রীতিতে লিখিত উপন্যাস "ঘরে বাইরে" প্রকাশ করা হয় 'সবুজ পত্র' পত্রিকায়।

১৫ই আগস্ট ঃ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার অপরাধে দেশদ্রোহী মুরারি মিত্রকে ২৪ পরগণার আগড়পাড়ায় তাঁর বাড়ির দরজার সামনে মাউজার পিস্তল দিয়েই হত্যা করা হয়।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯১৬ সাল

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সুভাষ বসুর নেতৃত্বে ছাত্রদের সঙ্গে ইংরেজ অধ্যাপকদের সংঘর্ষের ফলে ছাত্রদের ওপর সরকারি দমননীতি।

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের দ্বারোদঘাটন।

বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গুরুতর অসুখ হওয়ায় তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি অপূর্ব শৌর্য ও বীর্যের পরিচয় দিয়েছেন বড়ার অস্ত্র লুণ্ঠনে।

নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর বিবাহ, স্ত্রী উষাদেবী।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জন উডফ্রের।

'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। এই মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন প্রমথ চৌধুরী অবশ্য 'বীরবল' ছদ্মনামে।

এবছর কলকাতার আর. জি কর মেডিক্যাল কলেজকে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় অনুমোদন দেয়। ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার প্রমুখ শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

এবছব রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। বইখানি প্রমথ চৌধুরীকেই উৎসর্গীকৃত।

১৯১৭ সাল

ডাঃ রামেন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার 'পালিত অধ্যাপকের পদ' গ্রহণ করেন।

বিদেশ থেকে কবিগুরুর প্রত্যাবর্তন।

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত সুকুমার রায়ের প্রবন্ধ 'জীবনের হিসাব'।

কলকাতায় 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা। (৩০-১১-১৯১৭)

সারদাচরণ মিত্রের জীবনাবসান

কলকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন হয়।

এবছর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

১৯১৮ সাল

ইংরাজ সরকার কর্তৃক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে "নাইট উপাধি প্রদান। কলকাতায় কংগ্রেসের বড় সংগঠন তৈরী। এ আই সি সি'র কর্ণধার সুভাষ-চন্দ্র বসু।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমন।

লালবাজার থেকে পুলিসকোর্ট সরিয়ে নেওয়া হয় বর্তমান ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এবং ঐ জায়গা সংস্কার করে সেপাইদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এই বছরে।

প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর ভারতবর্ষেও মজুরদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। নানা স্থানে ধর্মঘট শুরু হয়।

এবছর থেকে শুরু হয় বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপুজো।

এবছর কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু।

১৯১৯ সাল

১লা জানুয়ারী—কলকাতার 'লালবাজার' ঐতিহাসিক ভবনের বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়। নানাঅজানা তথ্য লুকিয়ে আছে রেকর্ডরুমে।

এপ্রিল: শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় আগমন।

২৯শে মে: বৃটিশ রাজ্যের বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন রবীন্দ্রনাথ। এ দিন রাতে তিনি ভাইসরয় জেমসফোর্ডকে চিঠি লিখে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন।

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ মুরারি পুকুরের বোমা মামলায় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

কলকাতার কারাগার থেকে মুক্তি পান বিপ্লবী ননীবালা দেবী।

বিপ্লবী ও চিন্তাবিদ ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ কলকাতায়।

রুশ বিপ্লব এদেশে মজুরদের মনে আশার সঞ্চার করে। মজুরদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত। মুজফ্ফর আহমদ ছিলেন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা।

এবছর 'হ্যান্ডলীপেজ' নামে একটি প্লেন কলকাতার বুকে রেস কোর্সের সামনে পোলো গ্রাউন্ডে অবতরণ করে। এটি দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সবুজ পত্র' পত্রিকা এ বছর আলোড়ন সৃষ্টি করে বিভিন্ন লেখকদের লেখা ছাপার দরুণ। পত্রিকার সম্পাদনায় ছিলেন প্রমথ চৌধুরী।

৮ই নভেম্বর ঃ প্রথম বাংলা কাহিনী চিত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষের জনপ্রিয় নাটক "বিল্বমঙ্গল" প্রদর্শিত হয়।

১৯২০ সাল

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' সাহিত্য পত্রিকা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' সাহিত্য পত্রিকা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পৌষ সংখ্যায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের রবীন্দ্র ঘেষা একটি কবিতা ছাপা হয়। কবিতার নাম 'আশায়'।

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের জীবনাবসান। কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু। (মিউনিসিপ্যালাটির ভাইস চেয়ারম্যান)।

বাগবাজারের সুপরিচিত ভবন 'রামকৃষ্ণ মিশনে' শ্রী শ্রীমার শেষজীবন। আগস্টমাসে এই ভবনেই শ্রী শ্রীমা মহাসমাধিতে বিলীন হন।

মার্চ ঃ এবছর বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে কাজী নজরুল ইসলাম ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে চলে আসেন পাকাপাকি ভাবে।

১২ জুলাই ঃ 'নবযুগ' পত্রিকার প্রকাশকাল। সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং মুজফ্ফর আহমদ। প্রকাশক মিস্টার এ কে. ফজলুল হক। ঠিকানা ২২ নং টার্নার স্ট্রিট। এই পত্রিকাতে নজরুলের লেখাগুলোই জনপ্রিয়তা বেড়ে ওঠে এবং ওর কপি ছাপিয়ে চাহিদা মেটানো যেতনা তখনকার সময়ে। সরকার তখন ঐ কাগজটি এক হাজার টাকার জামিনে বাজেয়াপ্ত করে।

সুগায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

কলকাতার বুকে বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন স্থাপন।

এবছর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভা বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।

কলকাতা রয়াল সোসাইটির সদস্য বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

কলকাতার বুকে 'মোহাম্মদী' দৈনিক পত্রিকার প্রকাশকাল। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি' সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন আবুল-কালাম সামসুদ্দীন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে কাজী নজরুল ইসলাম এই কাগজের লেখা এবং সম্পাদকীয় বিভাগে কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

হিন্দু দেবদেবী নিয়ে লেখা নজরুলের প্রথম কবিতাটি 'এ্যাকি রনবাজন বাজে ঘনঘন' টি ছাপা হয় এবছরের আষাঢ় সংখ্যায় 'উপাসম্য' নামে পত্রিকাটিতে, যেটির সম্পাদনায় ছিলেন সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

১৯২১ সাল

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে এবছর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে নজরুলের বাসস্থান। মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের সঙ্গে নজরুলের আলাপ দৃঢ় হয়। 'মোহাম্মদী' দৈনিক পত্রিকায় নজরুল সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন এবং লিখতেন।

'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ।

গান্ধীজীর কলকাতায় সর্বপ্রথম আবির্ভাব। অসহযোগ আন্দোলনের সাড়া। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু।

কলকাতার বুকে হরতাল। আহ্বায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলন শুরু। এই আন্দোলনের অন্যতমকর্মী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী।

ইংরেজ সরকার স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে 'স্যার' খেতাব প্রদান করেন। যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতির উদ্যোগে জনসাধারণের চাঁদায় নির্মিত শহীদ মিনার বা 'সেলোটাফ'টির আবরণ উন্মোচন করেন প্রিন্স অব ওয়েলস্‌।

২রা জুলাই ঃ নাট্যকার অমৃতলাল বসুর মৃত্যুসংবাদ।

কলকাতার বুকে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা শুরু।

মে মাসে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে সংগঠিত সংগ্রাম কলকাতার বুকে উত্তাল করে দিয়েছিল।

কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন চিত্তরঞ্জন দাশ।

২৮শে ডিসেম্বর: যোধপুরের মাকরালা মার্বেল পাথরে তৈরী ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্যার উইলিয়াম মারসুম।

এবছর নজরুলের আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুটি কবিতা 'বিদ্রোহী' ও 'কামলপাশা কার্তিক সংখ্যায় "মোসলেম ভারতে' ছাপা হয় এবং তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

১৯২২ সাল

নবপর্যায়ে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। সত্বাধিকারী -সুরেশচন্দ্র মজুমদার। প্রথম সম্পাদক—প্রফুল্ল কুমার সরকার। পরে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

'প্রবাসী' পত্রিকায় 'উপেক্ষিতা' শীর্ষক গল্পের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবন শুরু।

'বঙ্গবানীর'র আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশ হয় শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত গল্প 'মহেশ'।

মাসিক 'বসুমতী'র প্রকাশকাল। সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

'নবযুগ' ও 'যুববানী' পত্রিকায় নজরুলের লেখা ছাপা হয় ক্রমাগত।

কলকাতায় বাস পরিবহন চালু করার জন্য লাইসেন্স প্রথম দেওয়া হয়।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

সুকুমার রায়ের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "অতীতের ছবি"।

এই বছরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহত্যাগ করেন।

নজরুলের পরিচালনায় 'ধূমকেতু' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

কলকাতার বুকে প্রথম বাস চলে শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট। ভাড়া দু'আনা।

২রা জুলাই—কলকাতার সুসন্তান অমৃতলাল বসুর মৃত্যু সংবাদ।

১৯২৩ সাল

এবছর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কলকাতার মেটকাফ হলে স্থানান্তরিত করা হয়

৫ নং এ্যাসপ্লানেড ইস্টে। (বর্তমানে এইটিই জাতীয় গ্রন্থাগারের সংবাদপত্রের অধ্যায়ন কক্ষ।

নরেশচন্দ্রের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে 'মাসনুতন' ও শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ'। ছবি দুটির মুক্তি লাভ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনবসান।

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল সুরেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনাবসান।

ইডেন গার্ডেনে সরকারী প্রদর্শনীতে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে নাট্যজগতে যুগান্তর আনেন।

দমদম বিমানবন্দরের সূচনা।

এবছর কলকাতার প্রগতিশীল বালিকা শিক্ষালয় (ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়) স্থানীয় দুস্থ বালক-বালিকাদের জন্য কলকাতায় প্রথম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে।

সেপ্টেম্বর—কবি সুকুমার রায়ের জীবনাবসান। 'অতীতের ছবি' রচনাকালে তিনি অসুস্থ হন। এই অসুস্থ অবস্থাতে তিনি যে 'আবোল তাবোল' প্রকাশের আয়োজন করছিলেন সেখানে কোন বিষাদের ছায়াপাত ঘটেনি।

২৩ অক্টোবর—সুভাষচন্দ্র বসুর পরিচালনায় 'ফরোয়াড" দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ। প্রধান উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দাশ। সাংবাদিক শচীন দাশগুপ্ত এই কাগজে যোগ দিয়ে সাংবাদিক জীবনের সূচনা করেন।

২৫শে ডিসেম্বর—ইডেন গার্ডেনে এক প্রদর্শনীতে নাটচার্য্য শিশির কুমার চারদিন ব্যাপী এক নাটকে অভিনয় করেন। নাটকের নাম "সীতা"। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

১৯২৪ সাল

প্রথম মেয়র ও ডেপুটি মেয়র পদে চিত্তরঞ্জন দাশ ও হাসান শহীদ সুহরাওর্সাদি। নির্বাচনের তারিখ ১৬/৪/১৯২৪

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের প্রথম প্রকাশ (১৪ই নভেঃ)

বেতার কেন্দ্র স্থাপন।

১২ই জানু / শনিবার—চৌরঙ্গীর রাজপথে ভোরবেলা গোপীনাথ সাহা টেগার্টকে লক্ষ্য করে গ্নলি ছোড়েন।

১লা মার্চ—বিপ্লবী বাঙালী যুবক গোপীনাথ সাহা ফাঁসির মঞ্চে জীবন দেন।

মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য বিষয়ক ভাষণ।

২৫শে মে—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান। সংবাদ।

বাগবাজারের বনেদী পরিবারের নন্দলাল বসুর বাড়িতে হয়েছিল স্বদেশী সম্মিলনী ও স্বদেশীমেলা। এছাড়াও স্বরাজ পার্টির অনুষ্ঠান এই বাড়িতেই।

'প্রবাসী' পত্রিকার বিজ্ঞাপন—আশ্বিনের প্রবাসী অন্যান্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী পাতার হইতেছে।

সেতার বাদক মুস্তাক আলি খাঁর কলকাতায় আগমন।

কলকাতায় পিচ ঢালা রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন শরৎচন্দ্র বসু।

এবছর কলকাতায় রাসবিহারী ঘোষের নামে রাস্তার নামকরণ হয় রাসবিহারী অ্যাভিনিউ।

সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন।

বেতন মাসিক তিনশো টাকা। তারিখ—২৪শে এপ্রিল।

১লা সেপ্টেম্বর—বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সুলেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর জন্ম।

২১ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম বিমান ওড়া দেখা যায়। প্রথম দিকে গড়ের মাঠেই বিমান ওঠা-নামা করতো।

কলকাতা শহরে বিনা বেতনে শিক্ষা দান করে কলকাতা পৌরসভা। এবছর ৩১৫টি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল এবং দুই / তিনটি সেকেন্ডারী স্কুল পৌরসভার উদ্যোগে সৃষ্টি হয়।

১৯২৫ সাল

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ মেঘনাথ সাহা।

বেহালার নূতন বাড়িতে ক্যালকাটা ব্লাইণ্ডস্কুল স্থানান্তরিত।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। নির্বাচনের তারিখ ১৭/৭/১৯২৫।

কবি জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জীবনাবসান।

মে—(বাংলা ১৩৩২, ১৪ই জৈষ্ঠ)—গান্ধীজী বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে এসেছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিভাগ দেখে এই প্রতিষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৬ই জুন—বাংলা ২রা আষাঢ়, ১৩৩২; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু সংবাদ।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

'পালিত অধ্যাপক' হিসাবে সি. ভি. রমনের বিজ্ঞান কলেজে যোগদান।

১লা নভেম্বর—মুজফ্ফর আহমদ ও কাজি নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত হ'ল "লেবার স্বরাজ পার্টি"।

২৫ ডিসেম্বর—'লাঙ্গল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। পরে এই পত্রিকাটির নাম বদলে 'গণবাণী' হয়।

১৯২৬ সাল

১৭ই জুলাই—ফুটবলার এস. মেওয়ালালের জন্ম। (হেস্টিংস)।

হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু। মুজফ্ফর আহমেদের ভূমিকা স্মরণীয়।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জন্ম। (১৫ই আগস্ট)

ডাঃ মেঘনাদ সাহার ইউনিভারসিটির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপক রূপে যোগদান।

কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন। শ্রমিক সংগঠন তৈরী হওয়ায় সুভাষচন্দ্র বসু নেতৃত্ব দেন।

'বসুমতী'র পূজা সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাবনাট্য পূজা' নাটক।

এ বছরেই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আলাদাভাবে বইয়ের আকারে পূজাসংখ্যা বের করে। ৫৪ পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটির দাম ছিল দু'আনা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম বদলে হয় ৩৬ নং

বিদ্যাসাগর স্ট্রিট। কলকাতা কর্পোরেশনের রেকর্ডেও এই বাড়ির আদি মালিকানা বিদ্যাসাগর।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

কারাগারে কলকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু।

ভারতীয় দর্শন সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। সভাপতি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর সমগ্র রাস্তাটির নাম পরিবর্তন হয়ে নতুন নাম রাখা হয় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ।

কলকাতার বুকে দোতালা বাস চালু।

বৌবাজার এলাকার 'লেবুতলা লেন' রাস্তাটি কলকাতা পৌরসভা এবছর থেকে পরিবর্তন করে "শশীভূষণ দে" স্ট্রিটের নাম রাখে। শশীভূষণ দে ছিলেন কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

এবছর রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে লেখার ছাপানো একটি বইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন নাম 'বৈশালী'।

'ভারতী' পত্রিকার পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি হিসাবে পূজো সংখ্যা বিপুল লেখকদের সমাবেশ ঘটেছিল তখনকার দিনে। সরলাদেবী এই সংখ্যাটির জন্য নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করলেন শারদীয়া সংখ্যার মাধ্যমে। এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'।

সাহিত্য সেবী কুমার জগদীন্দ্রনাথ-এর মৃত্যু সংবাদ।

কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতি শারদীয় দুর্গোৎসব এর সূত্রপাত এবছর থেকে।

যুগান্তর দলের নেতা অতীন্দ্রনাথ বসু পূজো প্রথম চালু করেন। প্রথমে পূজো হতো কাছেই একটি স্কুলে। পরে পার্কে। মহাঅষ্টমীর দিন অন্নকুট হত। অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে অন্নকুটের প্রসাদ খেতে আসতেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

১৯২৭ সাল

এবছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি জগদীশচন্দ্র বসু।

২৫শে মে– স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

২৬শে আগস্ট–কলকাতার বুকে রেডিও চালু। তখন ছিল ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি।

কলকাতার 'বিচিত্রা' ভবনে ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিন পালন।

ইয়ং ইণ্ডিয়ার খবর—২৭শে ফেব্রুয়ারী। গান্ধীজীর এক বক্তব্যকে ঘিরে সুভাষ বসুর উক্তি।—'এবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হলে নীরব অহিংসা নয় বরং সক্রিয় ধরনের কাজে লাগানো হবে, যাতে ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী একজনও সংগ্রামের শেষে মুক্ত বা জীবিত না থাকেন ····"।

'দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেন সুভাষচন্দ্র।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনাবসান।

মেয়রের সভাপতিত্বে অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের (খড়্গপুরে রেল শ্রমিক) প্রতি সমর্থন জানানো হয়। শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। তুলসীচরণ গোস্বামীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সদস্যারা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, শরৎচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ নেতা।

২৫শে অক্টোবর—বৃটিশ সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করে মিথ্যা অজুহাতে সুভাষচন্দ্র সহ আরো অনেককে গ্রেপ্তার করে।

১৫ই নভেম্বর—ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তরের সংবাদ প্রকাশ হয়।

১৯২৮ সাল

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার তরুণ বিপ্লবী দলেরা কার্যকলাপ কিছুটা পরিবর্তন করতে শুরু করে। একদিকে বলতে থাকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বিতাড়নের পরিকল্পনা।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র বি. কে. বসু। নির্বাচনের তারিখ ২/৪/১৯২৮।

কলকাতার বুকে হরতালের ডাক। আহ্বায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এই বছরে হরতালের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা কংগ্রেস থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণের

জন্য সংগ্রাম শুরু করেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব চারটি রেডিও স্টেশন ছাড়াও ছিল দুটি সংবাদপত্র। সাপ্তাহিক —'আজাদ হিন্দ', দৈনিক 'পূর্ণস্বরাজ'।

কলকাতার 'লালবাজার ভবনে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় স্থাপন।

বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় মুজফফর আহমেদের সঙ্গে এক বাড়িতে এক ঘরে ছিলেন। একসঙ্গে কাজ ও সংগ্রামের সূত্রেই মুজফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

কলকাতায় বেঙ্গল ব্রিজ সংস্থার জন্ম।

২৮ আগস্ট—কলকাতার বেহালাতে ফ্লাইং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সূচনা। ক্লাব প্রতিষ্ঠাতাদের তালিকায় বীরেন রায়ের নাম পাওয়া যায়।

ডিসেম্বর কলকাতার লেবার স্বরাজ পার্টি'র উদ্যোগে কয়েক হাজার মিল শ্রমিক মিছিল করে কলকাতায় অধিবেশনরত জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন মণ্ডপ দখল করে নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের মতের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলে এক প্রস্তাব পাশ করে নেন।

১৯২৯ সাল

কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সৌজন্যে রাসবিহারী এভিনিউএর যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যবস্থা করা হয় এবছর থেকে।

কবি মীর্জা গালিব এবছর কলকতায় আসেন।

কলকাতা থেকে ফার্সী কাগজের প্রকাশ কাল।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। নির্বচনের তারিখ ১০/৪/২৯।

বাংলার গভর্ণর জ্যাকশনের সভাপতিত্বে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির শতবর্ষ উৎসব পালন।

দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা 'ফরওয়াড" এর আত্মপ্রকাশ। প্রতিষ্ঠাতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের সেক্রেটারি জে এ্যাডাম এলফিন স্টোন।

এবছর বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজার থাকার ফলে বেকারী বাড়তে থাকে। কিন্তু

কলকাতায় মানুষ আসা বন্ধ হয়নি। চাকরী না পেয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

কলকাতার সুপরিচিত খেলোয়াড় উমেশ মজুমদারের মৃত্যু সংবাদ।

৪ঠা ডিসেম্বর : সতীদাহপ্রথা বন্ধ :—লর্ড বেণ্টিক সেনাপতি লর্ড কাম্বার মেরীর সঙ্গে পরামর্শ করে ইংরাজী এই তারিখে ২৭ নং ধারায় আইন বিধিবন্ধ করে ব্রিটিশ ভারতে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। দেশের গোঁড়া হিন্দুরা এই আইনের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্ত মামলা লড়েও সফল হতে পারেনি। এই আইনের ফলে প্রকাশ্যে ব্রিটিশ ভারতে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়।[১]

১৯৩০ সাল

১লা এপ্রিল : সরকারের সহযোগিতায় চালু হয় 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ। আক্রমণকারী বিনয় বাদল দীনেশ। হাজির হলেন ইনসপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস কর্ণেল সিম্পসনের ঘরের মধ্যে।

দেশজোড়া আইন-অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযান। কংগ্রেস বেআইনি ঘোষিত। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী।

বিপ্লবী বাদল গুপ্তের জীবনাবসান রাইটার্স বিল্ডিংএ।

কলকাতার হাসপাতালে প্রদত্ত হলেন বিপ্লবী বিনয় বসু।

সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা কর্পোরেশনের 'মেয়রপদে' নিযুক্ত হলেন। তারিখ ২২।৮।৩০।

স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্রের জীবনাবসান।

২রা আগস্ট : রায় বাহাদুর চুনীলাল বসুর মৃত্যুসংবাদ।

দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগদান।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট।

বালীগঞ্জ অঞ্চলে ট্রাম চলাচল শুরু।

১ সূত্র : ডি এল্ দত্তের 'সতী।

বিজ্ঞানী সি. ভি রমনের নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্তি সংবাদ।

২৫শে সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার The Statesman পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শনীর সংবাদ প্রদান করা হয়।

গণেশচন্দ্র এভিনিউ রাস্তাটির সূত্রপাত এ বছরে। নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের পিতামহ এ্যাটর্নি, ও কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার গণেশচন্দ্র চন্দ্রের স্মৃতিতে এই রাস্তাটি তৈরী হয়।

১৫ই নভেম্বর : 'বঙ্গবাণী পত্রিকা' (২য় খণ্ড ৭৬শ সংখ্যা (কলিকাতা, শনিবার ২৯শে কার্তিক ১৩০৭ ৮ পৃষ্ঠা ১০ পয়সা। প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ— স্যার সি. ভি রমন। ডি. এস. সি। নোবেল পুরস্কার লাভ। পুরস্কার গ্রহণ করিতে সুইডেন যাত্রা। ষ্টকহলম্, ১৪ই নভেম্বর স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন পদার্থ বিদ্যায় গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন —রয়টার।

সংবাদ—পরলোকে শরৎচন্দ্র রায় চোধুরী। আর এক প্রধান নেতার তিরোভাব। শবানুগমনে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র। পূর্ববঙ্গের স্বনামধন্য প্রবীন দেশকর্মী শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় অদ্যকল্য শুক্রবার সকাল সাড়ে সাত ঘটিকায় তাঁর ৪৫/১ রাজা রাজ বল্লভ ষ্ট্রীটে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে ৯১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

সংবাদ—বেঙ্গল মোটর ইউনিয়ন—সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন দান। অদ্য ১৫ই নভেম্বর শনিবার সাড়ে ৭ টায় সময় কলিকাতা পি ১৭নং রসা রোড (হাজরা রোড ও রসা রোডের মোড়) বেঙ্গল মোটর ইউনিয়ন কলিকাতার মেয়র ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে এক অভিনন্দন প্রদান করিবেন।

১৯৩১ সাল

৯ই ফেব্রুয়ারী ঃ বিধানসভা ভবনের কাজ শুরু। জে প্রিভস্ এর তৈরি নকশা অবলম্বনে ভবনটি নির্মানে ব্যয় হয়েছিল প্রায় একুশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা। ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেছিলেন গভর্ণর স্যার স্ট্যানলি জ্যাক্সন।

কলকাতায় ২নং টাকশালের ভিত্তি স্থাপন করেন জেনারেল ডব্লু এন ফরবেস।

২৭শে মার্চ ঃ কর্পোরেশন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী' রাস্তার নামকরণ দেন।

৭ই জুলাই ঃ বিচারের প্রহসনে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্পোরেশনের মেয়র পদে নিযুক্ত হলেন। তারিখ ১৫।৪।৩১। একাদেমী অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা

যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোশিয়েশন আর সুভাষ চন্দ্র বসুর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের এক কেরানি পরিবারে কৌতুক অভিনেতা (মঞ্চে / পর্দা) রবি ঘোষের জন্ম।

সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক 'সার্বভৌম' উপাধি দান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

কলকাতায় প্রথম চিত্র প্রদর্শনী। গান্ধী-আরউইন চুক্তি। ভগৎসিং, গুরুদেও এবং রাজগুরুর ফাঁসী।

২৬শে সেপ্টেম্বর ঃ হিজলী জেলে রাজবন্দীদের হত্যার প্রতিবাদে কলকাতার মনুমেণ্টের পাদদেশে জাতির প্রতিনিধিরূপে অগ্নিঝরা কণ্ঠের প্রতিবাদ ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ।

বালিগঞ্জ ট্রাম টার্মিনাসের সামনে ভারত সেবাশ্রমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়-এর উদ্বোধন। বার হাজার টাকা ব্যয়ে সাত কাঠা বার ছটাক জমির ওপর অবস্থিত এই আশ্রম।

বিজ্ঞানী প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট' স্থাপন করেন। এই সংস্থার তিনি ডিরেক্টর এবং 'ইউ এন ও'র পরিসংখ্যান বিভাগের সভাপতি ছিলেন।

বাংলায় প্রথম সবাক ছবি 'জামাইষষ্ঠী' ক্রাউন সিনেমায় প্রদর্শিত হয়।

২৫শে অক্টোবর ঃ কলকাতায় পিয়ারলেস সেভিং সংস্থার জন্ম।

২৭শে ডিসেম্বর রবিবার—এই দিনে কলকাতার টাউন হলের সামনে পাঁচ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন উদ্যোক্তা সংগঠন তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করেন এবং কবি প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে প্রতিভাষণ দেন। এই হলে কবির পদার্পণ ঘটলে তাঁকে স্বাগত সমাদর জানালেন নাগরিক বৃন্দের পক্ষে মেয়র বিধান চন্দ্র রায় এবং জয়ন্তী পরিষদের পক্ষে মহিলা কবিদের মধ্যে সে সময়ে প্রবীনতমা কামিনী রায়।

বাংলা সবাক কাহিনী চিত্রের আবির্ভাব। বাংলা ছায়াছবির নির্বাক ও সবাক যুগের সন্ধিকাল হিসেবে এইসাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩২ সাল

আহত সত্যাগ্রহীদের শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি হাসপাতাল খুলেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক এর স্থানে বক্তৃতা প্রদান। অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গান্ধীজীর গ্রেফতার। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক কংগ্রেস কর্তৃক বয়কট। গান্ধীজীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে কবির বিবৃতি প্রদান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ৭০ বৎসর জন্ম জয়ন্তীতে সভাপতিত্ব।

স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যু।

বাংলার গভর্ণর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন।

এবছর গভর্ণরকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে কারাদণ্ড প্রাপ্ত বিপ্লবী বীণাদাস (ভৌমিক)।

জুন - কলকাতায় দুটি নাট্যশালার দ্বারোদঘাটন হয়, নাট্য নিকেতন (পরে শ্রীরঙ্গম এবং বর্তমানে বিশ্বরূপা) রঙমহল।

২০শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিবেলা শ্রীশ্রী কথামৃত লেখার কাজ শেষ করে মহেন্দ্রনাথ (গুপ্ত) অসুস্থ হয়ে পড়েন। শনিবার সকাল ৬ টার সময় শ্রীশ্রী ঠাকুর মায়ের নাম করতে করতে "ও গুরুদেব, মা আমার কোলে তুলে নাও" - এই শেষ প্রার্থনা ঠাকুরকে জানিয়ে যোগীবর ৭৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করলেন। কাশীপুর শ্মশানে তাঁর পবিত্র দেহ চরম পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

আগস্ট কবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক হন।

বিপ্লবীদের আনাগোনার জন্য এবছর কলকাতার বুকে দুর্গোৎসব হয়নি, কারণ ইংরেজ সরকার পুজোকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন।[১]

---

১. কলকাতার প্রাচীন সার্বজনীন পুজো / মানস রায় / আনন্দবাজার ৭ অক্টো, ১৯৮৯ / পত্রিকা-১১

১৯৩৩ সাল

লেখক জগদানন্দ রায়ের মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

৯ই এপ্রিল কর্পোরেশনের মেয়র সন্তোষ কুমার বসু।

আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ' এর প্রকাশকাল।

সম্পাদক-সাগরময় ঘোষ।

শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এবং তাঁর অনুগামী কয়েকজন শিল্পীর প্রচেষ্টায় এবছর কলকাতার বুকে তৈরী হয় "আর্ট রেবেলস্ সেণ্টার" নামে একটি সংস্থা। এই সংস্থায় জড়িত ছিলেন কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার, সতীশ সিংহ ও গোবর্ধন সাহা। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন তাঁদের ছবিতে স্থান পায়।

১৯৩৪ সাল

৫ই জানুয়ারী—ইডেনে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতের দ্বিতীয় টেস্টম্যাচ।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে প্রেসিডেন্সী কলেজ সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান।

সুভাষচন্দ্র বসুর 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী স্টুডেণ্টস এ্যাসোসিয়েশন' সংগঠন তৈরী। এই সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট বিজয় সিং নাহার।

'প্রবাসী' বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে কবিগুরুর ভাষণ। বিষয়ঃ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণঃ সাহিত্যের তাৎপর্য।

১৮ই মে—চারণ কবি মুকুন্দ দাসের মৃত্যু কলকাতায়। সৎকার কেওড়াতলা শ্মশানে।

৪ঠা জুলাই—কর্পোরেশনের মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকার।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা মাসিক 'গণশক্তি'র আত্মপ্রকাশ। কিন্তু স্থায়িত্ব বেশীদিন হয়নি। মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিল। পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করেন সরকার। কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন সরোজ মুখোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন রায়।

সরকারিভাবে ইডেন গার্ডেনে প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়। ডগলাস জার্ডিনের এম. সি সি দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের।

এবছর দিনের আলোয় দু-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে পালিয়ে ছিলেন অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত। তার পরেই আত্মগোপন করেন।

এবছরে সুভাষচন্দ্র বসুর সুবিখ্যাত বই "The Indian Struggle" প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫ সাল

কলকাতার স্থাপত্য নিদর্শনগুলো প্রথম ডাকটিকিটে স্থান পায়।

বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ।

৩০শে এপ্রিল—এ. কে. ফজলুল হক কর্পোরেশনের মেয়র পদলাভ করেন।

কলকাতার প্রবীন বাসিন্দা দেবপ্রসাদ অধিকারীর জীবনাবসান।

১লা জুলাই—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সহায়তায় এবছর চালু করা হয় "গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির"।

১৯ অক্টোবর—কলকাতার শোভারাম বসাকের বংশধর কৃষ্ণলাল বসাকের মৃত্যু সংবাদ।

১৯৩৬ সাল

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগর্ড। ২৪নং অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িটির মালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৯শে এপ্রিল ঃ হরিশংকর পাল কর্পোরেশনের মেয়র পদে।

২১শে জুলাই ঃ ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমন সংবাদ।

৮ই জুন ঃ কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের নতুন নামকরণ হয় 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'। প্রথমে এর কার্যালয় ছিল ১নং গার্স্টিন প্লেসে। পরে নতুন গৃহ নির্মান হলে আকাশবাণী ভবনে উঠে আসে।

আগষ্ট ঃ শরৎচন্দ্র বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হন।

---

১. বসুমতী / রবিবার ২৭ আগষ্ট, ১৯৮৯

কলকাতায় বি এফ, জে সংস্থা প্রতিষ্ঠিত সভাপতি মনুজেন্দ্র গুপ্ত।

৮ই ফেব্রুয়ারী ঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আফ্রিকা' রচনা করেন।

এবছর সরকার 'বসুমতী' পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দেবার ভয় দেখান। ব্যাপারটা হাইকোর্ট পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু বিচারে বসুমতী জয়ী হয়।

২৮ শে এপ্রিল ঃ কর্পোরেশনের মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী।

কলকাতার বুকে প্রথম বিধানসভা অধিবেশন শুরু হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের সমাবর্তন উৎসবে কবিগুরুর ভাষণ। সেনেট হলে শিক্ষা সম্মেলনে গান্ধীজীর নয়া শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য।

বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনাবসান সংবাদ। (২৩-১১-১৯৩৭)

কলকাতায় প্রথম বিধানসভা শুরু।

সুভাষচন্দ্র বসুর দীর্ঘদিনের কারাবাস ও অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার সংবাদ এরপর সারাদেশের জনগণের মধ্যে এক অভুতপূর্ব আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবছর কলকাতার এক মেস বাড়িতে থাকা শুরু করেন। মেস বাড়ির নাম "শান্তি ভবন"। বাড়িটি ছিল মির্জাপুর আর হ্যারিসন রোডের মুখে। এই মেসে ছিল প্রত্যেক মেম্বারের আলাদা আলাদা ঘর। লেখালেখির পক্ষে পরিবেশটিও ছিল শান্ত। এই মেসে তিনি প্রায় দেড় বছরের মত ছিলেন। এবাড়িতে থেকেই তিনি 'ধাত্রী' ও 'কালিন্দী' উপন্যাস লেখেন।

এলবার্ট হলে শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। বীরবল (৺প্রমথ চৌধুরী) ছিলেন সেদিনকার মহতী সভার সভাপতি। শরৎচন্দ্রের চারপাশে ঘিরে বসেছিলেন বাঙলার প্রখ্যাত নামা সাহিত্যিকবৃন্দ নরেশ সেনগুপ্ত, সজনীকান্ত, বিজয় লাল প্রভৃতি। মাঝখানে গুটিয়ে সুটিয়ে বসেছিলেন চিরলাজুক শরৎচন্দ্র (তখনকার সাহিত্যিক সমাজে 'শরৎদা'বলে আদৃত)[১]

১। সূত্র ঃ সঞ্চয়ণ / সুশীল কুমার দাশ। পৃঃ ৫৮

১৯৩৮ সাল

নতুন কলেবরে সজ্জিত কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল। মালিক মোহন সিং ওবেরয়। তাঁর প্রচেষ্টায় ৬৭ হাজার বর্গগজ জায়গা জুড়ে ৫০০ ঘর বিশিষ্ট এই হোটেল কলকাতার প্রধান সম্পদ।

গাড়িয়াহাট পৌরসভার বাজার চালু।

১৬ই জানুয়ারী : কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু। ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ায় ২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ি থেকে তাঁকে ঐ নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৯শে এপ্রিল : এ. কে এম জ্যাকেরিয়ার কর্পোরেশনের মেয়র পদলাভ।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে কলকাতায় শোকের ছায়া।

শরৎচন্দ্রের শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতি এবং সভায় তৈরী হয় 'শরৎ সমিতি'।

কলকাতার ৩৯-এ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু।

নগেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু।

কলকাতার শ্যামবাজারের রামতনু বসু লেনস্থ বাসভবনে লেখক ও ঐতিহাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ।

২৪শে আগষ্ট : কলকাতা কর্পোরেশন আনুষ্ঠানিকভাবে 'মহাজাতি-সদনের' জমির ইজারা মঞ্জুর করেন।

১৪ই নভেম্বর : কলকাতা মহাজাতি সদনের গৃহ নির্মাণের প্রকল্প মঞ্জুর।

সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় কলকাতায় কংগ্রেস গৃহ তৈরী হয় এবং 'মহাজাতিসদন' নামকরণ হয়।

১৯৩৯ সাল

সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ।

২৬শে এপ্রিল : এন সি সেন কর্পোরেশনের মেয়র।

এবছর আনন্দবাজার পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ছিল শিল্পী যতীন সেনের আঁকা প্রচ্ছদ। এছাড়াও মূল্যবান সম্পদ ছিল রবীন্দ্রনাথের বড় গল্প 'রবিবার'। ছাপা হয়েছিল প্রথম উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী'।

১৯ আগষ্ট: কলকাতায় মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠা। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। [মতান্তরে তারিখটি অবশ্য বিশে আগষ্ট (আমি সুভাষ বলছি) শৈলেশ দে, অখণ্ড সংস্করণ পৃঃ ৩২৮] সুভাষচন্দ্র স্বয়ং রবীন্দ্র নাথকে অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সম্পূর্ণ সুস্থ নন, তবু সুভাষের ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি পারলেন না।

১৯৪০ সাল

১৯শে জানুয়ারী— রবীন্দ্রনাথ আকাশবানীর স্টেশন ডাইরেক্টর শ্রী অশোক সেনকে আকাশবানীতে হারমোনিয়াম নিষেধাজ্ঞার জন্য ধন্যবাদ জানান।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন। স্বদেশী মন্ত্রের সূচনা কলকাতার বুকে।

পার্কসার্কাস পৌরসভার বাজার চালু।

২৪শে এপ্রিল – এ আর সিদ্দিকি মেয়র পদ লাভ করেন।

কলকাতার প্রকাশক এম সি সরকার সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' প্রকাশ করেন। ভূমিকা লেখেন — রবীন্দ্রনাথ রায়।

এবছর বসুমতী পত্রিকার পুজা সংখ্যায় 'ভক্তি সন্দর্ভ' নামে একটি আলাদা বিভাগে নয়টি ভক্তি রসের কবিতা ছাপা হয়। সেকালের নামকরা লেখকদের লেখা থাকত এই কাগজে।

স্যার এম্‌লি ইডেনের নামে মনুমেণ্ট সম্প্রসারিত হয় এবছর সুভাষচন্দ্র বসুর আন্দোলনের প্রচেষ্টায়।

ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে মতাভেদের জন্য শরৎচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়।

কলকাতার আহিরীটোলায় শুরু হয় এবছর থেকে সার্বজনীন দুর্গাপুজো। শাস্ত্রীয় রীতিতে ষোড়শ পদ্ধতি মেনে পুজো করেন কর্মকর্তারা।

ইন্দোজার্মান লেখিকা ভারতী মুখার্জীর জন্ম।

২৬শে অক্টোবর- কলকাতার সুসন্তান ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

১৯৪১ সাল

২৬শে জানুয়ারী—কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার বিজয় সিংহ নাহার।

২৮শে এপ্রিল– পি এন ব্রহ্ম কর্পোরেশনের 'মেয়র' পদ লাভ।

বৌবাজার ১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নটবর দত্ত মারা যাবার পর, সেখানে উপ নির্বাচনে প্রার্থী হন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি।

মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসাধনার শেষ পর্যায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসুস্থতা বৃদ্ধির জন্য তাকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আনা হয়। স্বহস্তে রচিত কবির শেষ কবিতা 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' (২৯শে জুলাই) মুখে মুখে রচিত শেষ কবিতা 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি (৩০শে জুলাই)।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্ধান। অন্তর্ধানের তিনদিন আগে বিজয় সিং নাহারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১২ই মে- শিল্পী, কবি এবং কল্লোলের প্রাণ পুরুষ দীনেশ রঞ্জনের জীবনাবসান।

৭ই আগস্ট- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ। কলকাতায় স্তব্ধ নগরবাসী। বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ, রাখী পূর্ণিমার দিন বেলা ১২ টা ১০ মিনিটে ৮০ বছর তিনমাস বয়সে কবির পৈতৃক বাসস্থান জোড়াসাঁকোর ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের মহর্ষিভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

মহারানী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী আমাদের বাঙালী জমিদার কুলরত্ন মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র ননী বাহাদুরের মৃত্যু।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করা হয় এই বছরে এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জেলে তাঁকে রাখা হয়।

এবছর কলকাতা ইংরেজ আর মার্কিনদের সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমান্ড এর প্রধান সামরিক ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে বোমা বৃষ্টি আর বারুদের রণাঙ্গনে নয়, সৈন্য চালাচালির কেন্দ্র হিসাবে।

কলকাতার জবাকুসুম হাউসে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী স্থানান্তরিত।

১৯৪২ সাল

৮ই মার্চ ঃ ঢাকার রাজপথে বামপন্থী কর্মী ও তরুণ লেখক সোমেনচন্দ ফ্যাসিস্ট বাহিনীর গুন্ডাদের হাতে নিহত হওয়ার প্রতিবাদে কলকাতার প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে একটি সভা হয়। এই সভায় নতুন নামকরণ হয় "ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। সভাপতিত্ব করেন নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

২৯ শে এপ্রিল ঃ এইচ. সি. নস্কর কর্পোরেশনের 'মেয়র' পদলাভ।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু। বাঙলার অনেক বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন এই আন্দোলনে।

এই আন্দোলনের সময় বাগবাজারে আত্মগোপন করেছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক রামমনোহর লোহিয়া।

কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে এবছর (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) জাপানী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

এবছর কলকাতায় বোমাতঙ্কে অনেক শহরবাসী কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং অন্য প্রদেশ থেকে কিছু রবাহুত শ্রমিকদল ঢুকে পড়ে এই শহরে।

২১ জুলাই ঃ কলকাতায় ট্রাম শ্রমিকদের তৃতীয়বার ধর্মঘটের সমাপ্তি। বাংলার মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক প্রতিশ্রুতি দেন "এবারের স্ট্রাইকারদের দাবি নিশ্চয়ই পূরন করবেন". । অর্থাৎ ইংরেজ মালিকদের দিয়ে তিনি এ কাজটি করিয়ে দেবেন। [১]

২৩শে মে ঃ এক বছরের মধ্যে সংগঠিত শ্রমিকদের দ্বিতীয় স্ট্রাইকের চুক্তিগুলি ইংরেজ ট্রাম কোম্পানী না মানার ফলে তৃতীয় বার স্ট্রাইক করা হয়। পাঁচজন ইউনিয়ন সংগঠক ও অনেক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। মিটমাটের শর্তের খেলাপ ছাড়াও কয়েকজন ট্রাম ড্রাইভারকে বরখাস্ত করা হয়। ফলে এই স্টাইক ও ভারত রক্ষা আইনে শ্রমিক নেতা শ্রমিক কর্মচারিদের গ্রেপ্তার শুরু হয়। ট্রাম শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইল ও গোপাল আচার্যের গ্রেপ্তার পরোয়ানা বের হয়। ঐ পরোয়ানা মাথায় করে তাঁরা ডিপোয়, কারখানায় গোপনে স্টাইক সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। মহম্মদ ইসমাইল ও গোপাল আচার্যকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী ফজলুলহক বললেন –গ্রেপ্তার

করো না। আমার সঙ্গে ও*দের কথাবার্তা হবে। অনেক শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে ঐ দুই নেতা প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের কাছে গেলেন। কথাবার্তা শেষ হয় রাত এগারটায়। হক সাহেব কোম্পানির সাহেব এবং লেবার কমিশনার ও পুলিশ কমিশনার একত্রে শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মিটমাটের চুক্তি সম্পাদিত হলো এবং সমস্ত ধৃত শ্রমিক নেতা ও শ্রমিককে মুক্তি দেওয়া হলো।[২]

বিধানসভার সদস্য বঙ্কিম মুখার্জির সম্পাদনায় 'জনযুদ্ধ' (১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ।[৩]

১৯৪৩ সাল

৩০শে এপ্রিল : কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা।

কলকাতার 'নবান্ন' নাটকে প্রথম আত্মপ্রকাশ অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের।

এবছর শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তারাশংকরের 'মন্বন্তর' উপন্যাস।

২৫শে আগষ্ট : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আনুষ্ঠানিকভাবে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্বগ্রহণ করেন। তারপর আজাদ হিন্দ সরকার গঠন হয়।

এবছর কলকাতার চেহারা ছিল অন্যরকম। গ্রামাঞ্চলে মন্বন্তরের মতো 'দুর্ভিক্ষ'। বলা চলে কিছুটা অবশ্য প্রাকৃতিক কারণে এবং সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য সরকারি ব্যবস্থায়। এই অবস্থার মধ্যে কলকাতায় অভুক্ত গ্রামবাসীর ভিড় দেখতে পাওয়া যায়। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চালের কারবার করে রাতারাতি বড়লোক হয়েছিল।

অক্টোবর : এমাসে কলকাতার রাস্তায় প্রতিদিন ৭০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। আসল মৃত্যু সংখ্যা ঠিক মত ছিল তা কেউ বলতে পারে না। এবছর কলকাতায় সব জায়গায় গাঁ গঞ্জ থেকে আসা হাজার হাজার কঙ্কালসার লোক 'ফ্যান দাও' ফ্যানদাও' বলে মর্মান্তিক চিৎকারে চারিদিক ভরিয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকত।

১-৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যেদিন আইনী হ'ল / বসুমতী রবিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী / ১৯৯০ / সরোজ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৪ সাল

২৬শে এপ্রিল কর্পোরেশনের মেয়র আনন্দিলাল পোদ্দার।

৬ই মে—পরলোকে কৃতী ব্যবসায়ী ও সাহিত্য দরদী সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন উদার প্রাণ স্বরূপ এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক। দৈনিক বসুমতী ও মাসিক বসুমতী তিনিই প্রবর্তন করেন। তিনি কিছুদিন ইংরাজী বসুমতীও প্রকাশ করেছিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু সংবাদ।

এবছর ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ভুবনমোহিনী' পুরস্কার দেয়।

এবছর কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ'এ জবাকুসুম' হাউসে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৪৫ সাল

২৭শে এপ্রিল—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র।

কলকাতা পৌরসভা কাঁকুড়গাছি থার্ড লেনের নাম পরিবর্তন করে রামকৃষ্ণ সমাধি রোড নামে চিহ্নিত করেন।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবনাবসান (টোকিওতে) সংবাদ কলকাতায়।

১৭ই সেপ্টেম্বর—জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিপ্লবী শরৎচন্দ্র বসু কলকাতায় পৌছান।

২০শে সেপ্টেম্বর—কলকাতার বুকে আট হাজার ট্রাম শ্রমিকদের লাগাতার সাধারণ ধর্মঘট শুরু। বিক্ষোভের নতুন চেহারা।

১৯৪৬ সাল

বাবা পি. এল. স্বরূপ অরোরা কলকাতায় জেনারেল রেডিও কর্পোরেশনের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন।

২৭শে এপ্রিল—কর্পোরেশনের মেয়র এস. এম. ওসমান।

কলকাতার ইংরেজ জর্জ কিংসফোর্ড।

২৯শে জুলাই—সারা ভারতব্যাপী ডাক-তার কর্মীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটে মহান সংহতির দৃপ্তমিছিল।

রাজ্য সরকারের অনুমোদন ক্রমে মহান জাতীয়তাবাদী নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে সুরেন্দ্রনাথ পার্ক স্থাপন।

১৬ই আগস্ট—নৌ বিদ্রোহ, কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, (ভ্রাতৃঘাতী) যার ফলে দেশভাগ এবং আরও কিছু অবাঞ্ছিত অকল্পনীয় ঘটনাস্রোত।

আকাশবানী কলকাতা কেন্দ্র থেকে 'প্রভাতী অনুষ্ঠান' শুরু।

কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলে ৫ কোর্সের লাঞ্চএর দাম ছিল মাত্র ৩ টাকা।

শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য।

কলকাতার বুকে সাম্প্রদায়িক মারনযজ্ঞের কর্ম শুরু।

১৯৪৭ সাল

২৩শে জানুয়ারী—এলিগন রোডের সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়িটি শরৎচন্দ্র বসু জাতির উদ্দেশ্যে দান করেন। এখানে গড়ে উঠেছে 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো'।

২০শে ফেব্রুয়ারী—ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা—'ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পন।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 'ভাইসরয়' পদে নিযুক্ত।

কলকাতায় এ আই টি ইউ সি'র সম্মেলন শুরু। নেতা বি টি. রনদিভের কলকাতায় আগমন পার্টির গাইড হিসাবে।

২৪শে এপ্রিল—সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্পোরেশনের মেয়র।

দেশ বিভাগের সূচনা। পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা টানতে কোনও অর্থনৈতিক বিচার বিবেচনা করা হয়নি।

১৫ই আগস্ট—স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা। কল্লোলিনী কলকাতার রাখীবন্ধন উৎসব।

কলকাতায় মহাত্মা গান্ধির অবস্থান। আবুল হাসিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৮ নং বালীগঞ্জ প্লেস ইস্টের বাড়িতে দোতলা বাড়ি তৈরী করে বসবাস করেন শিল্পী কামিনী রায়। নিজের বাড়িতে বসে শুধু ছবি এঁকে গেছেন। দেশী বিদেশী বিখ্যাত মানুষরা ভিড় জমিয়েছেন তাঁর বাড়িতে। এই বাড়ির

একতলার স্টুডিও ঘরগুলো নিয়ে খোলা হয়েছে যামিনী রায় শিল্প সংগ্রহ-শালা।

১৮৩ নং শরৎ বসু রোডে ৭ বছর ছিলেন কবি জীবনান্দ দাশ। এই বছরেই তিনি প্রথম কলকাতায় আসেন। বর্তমানে তাঁর ছোটভাই অশোকানন্দ এই বাড়িতে থাকেন।

বাংলা ব্রিজের প্রবাদ পুরুষ যামিনী কুমার গাঙ্গুলির জীবনাবসান।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জীবনাবসান।

দেশবিভাগের ফলে পাকিস্তান থেকে কলকাতায় এসেছিল ৭৫ লক্ষ মানুষ।

শরৎ চন্দ্র বসুর চেষ্টায় সোসালিষ্ট রিপাবলিকেশন পার্টি গঠন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবছর লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে শরৎ-স্মৃতি পদক ও পুরস্কার দেন।

১৯৪৮ সাল

২৩শে জানুয়ারী: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।

বেলভেডিয়ারে জাতীয় গ্রন্থাগারের দরজা খোল। এখানে আছে সেণ্ট্রাল লাইবেরী ও চিল্ড্রেন লাইব্রেরী। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের জন্ম।

৩০শে জানুয়ারী: শুক্রবার আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু।

এপ্রিল: দুই দেশের মধ্যে একচুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি সই করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও লিয়াকত আলিখান। সেইজন্য এই চুক্তিটি নেহেরু লিয়াকত চুক্তি নামে পরিচিত।

কলকাতার নাট্যসংস্থা 'বহুরূপী'র জন্ম। অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র ও শম্ভু মিত্রের আত্মপ্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডা. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী।

কবি ও সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জীবনাবসান সংবাদ।

৩১শে জুলাই—কলকাতার রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার জন্ম। এদিন থেকেই কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন এর যাত্রা শুরু হয় মাত্র ২৫ খানা পেট্রলচালিত বাস দিয়ে।

শরৎচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় 'নেশন' দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ। তিনি নামেই

শুধু এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন না, তিনি আদালত ফেরত প্রায় প্রতিদিন 'নেশন' কার্যালয় ডেকার্স লেনে যেতেন এবং অধিক রাত পর্যন্ত নিজেকে কর্মব্যস্ত রাখতেন।

এবছর 'জবাকুসুম' হাউস থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কলকাতার বেলভেডিয়ারে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এটিই বৃহত্তম গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগার নামে পরিচিত। এবছর থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নাম পরিবর্তন করে "ন্যাশ্যনাল লাইব্রেরী" নামকরণ করা হয়।

এবছর কলকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হন নেতা বি টি. রনদিভে এবং সাধারণ সম্পাদকের পদ পান।

১৯৪৯ সাল

শিয়ালদহের কাছে 'কেম্বেল হাসপাতাল (বর্তমান নাম নীলরতন সরকার) এর সূচনা। সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

১৯৫০ সাল

২৪শে জানুয়ারী—জন-গণ-মন গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়।

২৬শে জানুয়ারী—সাধারণতন্ত্র দিবস পালন।

দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক বারীন্দ্র কুমার ঘোষ।

রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবে (রেস কোর্স ময়দান) সাইত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে একটি স্বয়ংক্রিয় বাজি নির্ণায়ক যন্ত্র বসানো হয়। চারটি ঋতুতে এখানে ঘোড় দৌড়ের খেলা শুরু হয়।

লেখক বিভুতিভুষণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

এবছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহঃ সভাপতি হিসাবে লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হয়।

কলকাতার অন্যতম পুস্তক প্রতিষ্ঠান শিশু সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠা।

২০শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার—শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যু সংবাদ (রাত ১১ টা ৪০ মিঃ) (নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মধ্যম ভ্রাতা)।

স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর রায়। অদ্য প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কেওড়াতলায় জনসভা। —সংবাদ আনন্দবাজার।

২১শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ— চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতল ঃ অর্থ সাহায্যের জন্য রাজ্যপাল ডাঃ কাটজুর আবেদন : (স্টাফ রিপোর্টার পদত্ত)— রবিবার অপরাহ্নের রসা রোডে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে অনুষ্ঠিত এক প্রীতি সম্মেলনের প্রধান অতিথিরূপে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ভারতের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নিকট এই হাসপাতালের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। তিনি বলেন যে হাসপাতালটি কলিকাতায় স্থাপিত হইলেও সর্বভারতের ক্যান্সার রোগীরা হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতে পারিবে।

বিজ্ঞাপনের চিত্র

স্টীমার ও লঞ্চে—সিন্ধিয়ার এস. এস. "জল গোপাল" জাহাজ যাত্রী ও মালপত্রাদি নিয়া চট্টগ্রাম ও আকিয়ার হইয়া রেঙ্গুন যাত্রা করিবে খুব সম্ভবত ১৯৫০ সালের ৭ই মার্চ বা উহার কাছাকাছি কোন তারিখ। বিস্তৃত বিবরণাদির জন্য অনুগ্রহপূর্বক লিখুন ঃ—

সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং লি.
৩৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
টেলিগ্রাম—'জলনাথ' ফোন– ব্যাঙ্ক ৫৮৪৩-৪৪ (২০৮৬)

৫ ই ডিসেম্বর—বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের মৃত্যু সংবাদ।

১৯৫১ সাল

প্রথম পঞ্চবর্ষক পরিকল্পনা চালু। পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা তার অংশভাগী হয়েছিল।

১লা মে- কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন রদ। বৃহত্তর কলকাতা ঘোষণা। কলকাতার কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির নির্বাচনী জোট গঠনের চেষ্টা চালায়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধায়ের নেতৃত্বে 'জনসংঘ' সংগঠন তৈরী।

প্রদেশ কংগ্রেসের কর্ণধার অতুল্য ঘোষ।

৫ই ডিসেম্বর– কলকাতার সুসন্তান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ।

১৯৫২ সাল

কলকাতায় পৌর ব্যাবস্থা চালু।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ।

আলিপুরের নতুন টাকশাল স্থাপন।

৩রা জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলোই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কংগ্রেস বিরোধীদল বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এই রাজ্যে বার বার সরকারও গড়েছে। এবছর কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় থাকে। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শাসকদল 'কংগ্রেস' ৩৮.৯৩ শতাংশ ভোট পায়।

১লা এপ্রিল—কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্মলচন্দ্র চন্দ্র।

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যাপক শিল্পী কৃষ্ণলাল দাগ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কবাডি সংস্থার জন্ম।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

১৬ই জুলাই—খাদ্যের দাবীতে বিধানসভা অভিযান করে বিরোধী-দলগুলি। রাজভবনের সামনে পুলিশ লাঠি চালায় এবং কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে।

১৭ই জুলাই—কলকাতায় ১২ ঘণ্টার হরতাল হয়।

২২শে জুলাই—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমার মুখার্জীর জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন। এবছর কলকাতার জনসংখ্যার চিত্র ২৫.৪৮ লক্ষ।

এবছর কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বি. এস কেসবন।

১৯৫৩ সাল

১লা ফেব্রুয়ারী—কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সূচনা। ভারত সরকারের শিক্ষামণ্ডলীর শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন।

৩রা এপ্রিল—নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর মেয়রের পদ লাভ।

জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পদার্পন।

১৩ই এপ্রিল—টালীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি পুরসভার আওতায় আসে।

খাদ্য আন্দোলন কলকাতার বুকে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বাম ঐক্য। এছাড়াও তৈরী হয় সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি।

৩রা জুলাই—ট্রাম ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলন দমন করতে সরকারকে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়। কিছু কাজ না হওয়াতে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হলো। বিরোধী নেতারা মুক্তি পেলেন না। ১৪৪ ধারা বলবৎ রইল। বিরোধীদলগুলোর শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। কলকাতা মনুমেন্টের ময়দানে বিরোধীদলের সমাবেশে পুলিশ লাটিচার্জ করে। সংবাদিকরাও পুলিশী নির্যাতন ভোগ করে। পরে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

৭ই নভেম্বর—বিকালে কলকাতার ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে হাজরা পার্কে এক ছাত্র জনসভা হয়। সভায় শ্রীমতি অনিলা দেবী সভা নেতৃত্ব করেন।

১৯৫৪ সাল

১২ই ফেব্রুয়ারী (সংবাদ)—অভূতপূর্ব শিক্ষক মিছিল : রাজপথে অবস্থান। ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সারা পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল সমূহের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা ধর্মঘট পালন করেন।

৩০শে এপ্রিল—কলকাতায় জল সরবরাহ কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় ব্যানার্জীকে ডেপুটি মেয়র করবার জন্য কংগ্রেস দলের প্রায় ৩০ জন সদস্য একটি ফর্মে সই করে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে চিঠি দিয়েছিলেন।

শিক্ষক আন্দোলন রাজ্য রাজনীতিতে জোয়ার আনে। আন্দোলনের সূত্র ধরেই গ্রেপ্তার হলেন জ্যোতি বসু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৯৪ তম জন্মবার্ষিকীতে জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়। এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

কলকাতায় কবি জীবনান্দ দাশের মৃত্যু। মৃত্যু স্থল : ল্যান্সডাউন রোড।

২২শে অক্টোবর—মৃত্যু হয় 'রূপসী বাংলার' কবি। এই শহরের কথাই তিনি লিখেছিলেন সেই অমর পংক্তিতে -'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'।

কলকাতা পৌরসভা 'ওয়েলিংটন স্কোয়ার' এর নাম পরিবর্তন করে 'রাজা-সুবোধ মল্লিক স্কোয়া'র নামে চিহ্নিত করেন।

বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর মৃত্যু সংবাদ।

২১শে মে—কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য ডেলিভারী অফ বুক অ্যাক্ট আইনপাশ হয়।

বসুমতী পত্রিকার একটি সংবাদ—১৪ই মে : নকল টাঁকশাল আবিষ্কার : বুধবার রাত্রিতে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিসের ডাকাতি নিরোধ বিভাগ উত্তর কলিকাতার একটি গৃহ তল্লাস করিয়া একটি ক্ষুদ্র টাঁকশালের সন্ধান পায়। প্রকাশ ওই স্থানে টাকা জাল করা হইত। পুলিশ উক্ত গৃহ হইতে একজন স্ত্রীলোকসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং বহু ভারতীয় জাল নোট উদ্ধার করে। উক্ত স্থান হইতে টাকা জাল করিবার যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি উদ্ধার করা হয়। এ সম্পর্কে পুলিস কলিকাতা ও সহরতলীর দশ-বারোটি স্থানে হানা দেয় এবং আরো ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে।

পশ্চিমবঙ্গের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস শ্রী হরেন্দ্রনাথ সরকার।

কলকাতায় বিদেশী অতিথির পদার্পন : UNESC ডাইরেক্টর জেনারেল ডাঃ লুথার এইচ ইভানস জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শনে আসেন।

২৫শে অক্টোবর সংবাদ : পরলোকে কিদোয়াই। নয়াদিল্লী ২৪শে অক্টোবর—আজ সোয়া ৮ টার সময় কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই দিল্লী জেলা কংগ্রেস কমিটির আহুত এক সভার বক্তৃতা করিয়া মোটরে তাঁহার বাসভবনে ফিরিয়া আসিবার পর আকস্মিকভাবে হৃদ রোগের আক্রমণে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয়।[১]

এবছর "আরগ্য নিকেতন" বইটির জন্য রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পান লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৫৫ সাল

কলকাতায় বিদেশী অতিথির পদার্পন : যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল যোশিফ ব্রজ টিটো কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করতে আসেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী—সংবাদ : শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু—গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ কলিকাতায় একটি মাতৃসদন হাসপাতালে একটি যুবক তাঁহার

১। দৈনিক বসুমতী / অতীতের পাতা থেকে / বসুমতী ২৫শে অক্টোবর / বুধবার ১৯৮৯।

স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া আন্তসত্বা এক তরুণীকে ভর্তি করে। হাসপাতালে তরুণীর একটি কণ্যা সন্তান প্রসব হওয়ার পরই তরুণীর স্বামী বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী যুবকটি সরিয়া পড়েন। দুইদিন পর তরুণীকে সন্তানসহ হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়ার পর ঘটনা এক নতুন পথে মোড় নেয়। সংবাদে প্রকাশ তরুণীটি তাহার সদ্যোজাত কণ্যাসহ হাসপাতাল হইতে বাহির হইবা সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং দিনের শেষে হাসপাতালে ফিরিয়া আসিয়া বলে যে সে তাহার বাড়ি খুঁজিয়া পাইতেছে না সুতরাং তাহাকে পুনরায় ভর্তি করা হউক। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অগত্যা তাহাকে এক রাত্রির জন্য ভর্তি করিয়া লয় এবং হাসপাতালে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। পরদিন ভোরেই তাহার বিছানায় কন্যা সন্তান টিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ....।[১]

২৫শে এপ্রিল—সতীশচন্দ্র ঘোষের মেয়রের পদ লাভ।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা কলকাতার ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স তৈরি করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—সংবাদঃ পঃ বঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন বৃদ্ধিঃ কলিকাতায় উদ্বাস্তু আগমন অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতায় প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ পূর্ব পাকিস্থান হইতে প্রত্যহ গড়ে দুইশত পরিবার কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। কলিকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে তিলধারণের স্থান নাই। প্লাটফরমের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই উদ্বাস্তু আগমনের ঢল দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন সচিব শ্রীমতী রেণুকা রায় সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন যে জীবিকা অর্জনের সকল দিক বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উদ্বাস্তুরা দলে দলে চলিয়া আসিতেছেন .....।[২]

১। বসুমতী মঙ্গলবার ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০—দৈনিক বসুমতী অতিতের পাতা থেকে চার পৃষ্ঠা।

২। বসুমতী শুক্রবার ২৩ ফেব্রুয়ারী / ১৯৯০ - দৈনিক বসুমতী অতীতের পাতা থেকে চার পৃষ্ঠা।

এবছর যুগোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ টিটো কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিদর্শন করতে আসেন।

১৯৫৬ সাল

২১ জানুয়ারী—কলকাতা পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদে যোগদান করেন বিনয় মুখার্জী।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—ডাঃ মেঘনাদ সাহার মৃত্যু। কলকাতা শোকস্তব্ধ।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বি. এস. কেশবন।

'নেতাজী তদন্ত কমিশন' শুরু। সুরেশচন্দ্র বসু ছিলেন কমিশনের সদস্য।

কলকাতা ময়দানে ভলিবল সংস্থার তাঁবু তৈরী।

সমাজ সংস্কারক হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

৭ই আগস্ট—প্রথম বৈদ্যুতিক শ্মশান (কেওড়াতলা) চালু।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু।

এবছর কলকাতায় একাদশ বার্ষিক সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন শুরু হয়।

এবছর ইথিয়োপিয়ার মহারাজা হায়লে পিলাপিয়ি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিদর্শন করতে আসেন।

এবছর সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ এবং সরকারী আমন্ত্রণে চীন সফর।

২৪শে নভেম্বর—ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করে নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট নাম রাখা হয়।

১৯৫৭ সাল

২৯শে এপ্রিল—কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। রাজ্যে এবছর কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় থাকে। ৪৬.১৪ শতাংশ ভোট পেয়ে। বিকল্প সরকারের ডাক দিয়ে বিরোধী দলগুলি নির্বাচনের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আকাদেমী' পুরস্কার লাভ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শতাব্দীভবনের' ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।

কলকাতা পুরসভা ওল্ড চিনাবাজারের একটি অংশে নতুন নামকরণ দেন পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট।

কলকাতা পৌরসভা প্রয়াত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর নামে বৌবাজার স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট রাখেন।

লেখক সুনির্মল বসুর মৃত্যু সংবাদ।

এবছর তিব্বতের মহারাজা দালাইলামা কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করতে আসেন।

১৪ই ডিসেম্বর—কলকাতায় ইলেকট্রিক ট্রেন চালু।

১৯৫৮ সাল

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের জন্ম। নামকরণ করেছিলেন শিল্পী সলিল চৌধুরী। পরিচালনা রুমা গুহঠাকুরতা।

সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ।

১৯শে আগস্ট ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'মহাজাতি সদনের' দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

এবছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর জি কর হাসপাতালের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন।

এবছর ভারতের প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিদর্শন করতে আসেন।

অক্টোবর—কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে ন্যাশানাল বিবলিওগ্রাফি প্রকাশন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এবং অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের গ্রন্থাগারে আগমন।

৩১শে ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক-টিকিট প্রকাশ।

১৯৫৯ সাল

৮ই এপ্রিল—কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতার বুকে খাদ্য আন্দোলন রাজনীতিতে যুগান্তরকারী পরিবর্তনের ইতিহাস।

২৭৮ নং বি টি রোডের বাড়িতে (ভাড়া) গুরু নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ি। দ্বিতীয়া স্ত্রী কঙ্কাবতীকে নিয়ে তিনি এই বাড়িতেই থাকতেন।

চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বাংলা ছবি "অপুর সংসার" মুক্তি লাভ করে। এই ছবিতে এই বছরে প্রথম চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য ও চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা "নবকল্লোল"এর আত্মপ্রকাশ।

প্রবাসী বাঙালী লেখিকা ভারতী মুখার্জী এবছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছেন।

এবছর কলকাতার সঙ্গীত নাটক আকাদেমি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে সম্মান জানান।

এবছর ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেন কলকাতার রবীন্দ্র বাঙালী সমিতি।

চিত্র পরিচালক দেবকী কুমার বসুর শেষ কাহিনী চিত্র 'সাগর সঙ্গমে' এর জন্য পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হন।

এবছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কথা শিল্পী সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জগৎতারিণী স্মৃতি পদক পুরস্কার প্রদান করেন।

৯ নভেম্বর—চিত্র পরিচালক নিরঞ্জন পালের জীবনাবসান।

২৭ নভেম্বর—কলকাতার জনপ্রিয় নাট্যসংস্থা 'শৌভনিক' এর প্রতিষ্ঠা কাল।

১৯৬০ সাল

২৫শে মার্চ—ক্যানিং স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে বিপ্লবী রাস বিহারী বসুর নামে কলকাতা পুরসভা এই রাস্তাটির নামকরণ করে।

লিটিল ম্যাগাজিন 'কবিপত্রের' প্রকাশ কাল।

৩১শে মার্চ—সংবাদ (বেতার): মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসাবে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন।

৩রা জুন—কেশবচন্দ্র বসু কর্পোরেশনের মেয়র।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘দর্শক’ সাহিত্য পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। সম্পাদক : দেবকুমার বসু।

মেটিয়াবুরুজে অবস্থিত গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডার্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ার্স কোম্পানী ভারত সরকার অধিগ্রহণ করেন।

লেখক রাজশেখর বসুর মৃত্যু সংবাদ।

এবছর কলকাতার কয়েকজন তরুণ শিল্পীর (চিত্র) প্রচেষ্টায় কলকাতার বুকে তৈরী হয় ‘সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস।’

৮ই আগস্ট—জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সুসন্তান সুলেখিকা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর (সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী) মৃত্যু সংবাদ।

১৯৬১ সাল

ফেব্রুয়ারী—লেখক তারাশংকরের বন্ধু কবি সজনী কান্ত দাসের মৃত্যু সংবাদ। নিমতলায় তাঁর শেষ কৃত্য হয়।

পুরসভার নতুন প্রতিক চিহ্ন ব্যাবহার।

সি পি আই এর সাধারণ সম্পাদক অজয় মুখোপাধ্যায়।

২৮শে এপ্রিল—রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্পোরেশনের মেয়র।

কল্লোল যুগের কবি ও সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি হিসাবে ‘পদ্মশ্রী’ উপাধি পান।

কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বোত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ শতবর্ষ অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন। কবির জন্ম শতবর্ষে ১৫ নয়া পয়সার মূল্যের একটি ডাক টিকিট প্রকাশিত হয়।

কলকাতার জনসংখ্যার পরিমাণ ২৯ লক্ষ ২৬ হাজার।

প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর কলকাতায় আগমন।

৫ই মে—কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের নতুন ভবন এর শিলান্যাস।

কলকাতায় স্থাপিত হয় “ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগানাইজেশন’ ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায়।

বিদেশমন্ত্রী এ এন কোসিগিন কলকাতার জাতীয় গ্রন্থগার পরিদর্শন করতে আসেন।

১৯৬২ সাল

ভারত চীন সীমান্ত সংঘর্ষ।

কলকাতা হাইকোর্টের শত বার্ষিকী উদযাপন ও ডাকটিকিট প্রকাশ।

১৬ই ফেব্রুয়ারী– পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। কংগ্রেস দল এবছর শাসন ক্ষমতায় থাকে। (৪৭·২৯ শতাংশ)

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভা। আইনমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং খাদ্য মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। দেশজুড়ে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। শুরু হলো কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ। বরানগর কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী হন জ্যোতি বসু।
তিনি বিধানসভায় বিরোধীদলের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১১ই জুন – জনপ্রিয় অভিনেতা (পর্দা) ছবি বিশ্বাসের মৃত্যু সংবাদ।

জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী কৃষ্ণ চন্দ্র দের মৃত্যু সংবাদ।

১৯৬৩ সাল

৮ই এপ্রিল – চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেশনের মেয়র।

লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যুগান্তর' পত্রিকায় লেখক হিসাবে যোগদান। এছাড়াও তিনি আমন্ত্রণ পান অমৃতবাজার গোষ্ঠীর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।

৩রা মে – চিৎপুর রোডের নাম পরিবর্তন হয়ে 'রবীন্দ্র সরণি' নাম রাখা হয়।

সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র।

২৮শে জুন – কলকাতা কর্পোরেশন বিডন স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করে 'রবীন্দ্রকানন' নাম দেন।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ওয়াই. এম. মুলে।

১৯৬৪ সাল

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান কমিউনিস্ট দল সি. পি. এম'র স্বীকৃতি আদায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই এবছর।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর চির বিদায়ের সংবাদে কলকাতা শোকস্তব্ধ।

দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কলকাতা পৌরসভা এবছরে 'গ্রে স্ট্রীটের' নাম পরিবর্তন করে 'অরবিন্দ সরণি' নাম রাখেন। সেই সঙ্গে হাতিবাগান মোড়।

এবছর সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমৃত' পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। উপন্যাস 'কীর্তিহাটের কড়চা' প্রকাশ হয়।

এবছর কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে উৎপল দত্তর সাড়া জাগানো নাটক 'কল্লোল' এর শততম অভিনয় উপলক্ষে বিশাল জনসভা ডাকা হয়। জনসভায় উপস্থিত ছিলেন সদ্য গঠিত সি পি আই (এম) এর শীর্ষ নেতারা। তাঁদের মধ্যে বি টি রণদিভে উপস্থিত থেকে ভাষণ দেন।

১৯৬৫ সাল

কলকাতা মেয়রের টি বি হাসপাতাল (বোড়াল) উদ্বোধন।

ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে গণ আন্দোলন।

২৬শে এপ্রিল—ডাঃ পি কে রায়চৌধুরী কর্পোরেশনের মেয়র।

কলকাতা পৌরসভা এই বছরে এলগিন রোডের নাম পরিবর্তন করে। এই পথটি লালা লাজপত রায়ের শতবর্ষের সময়ে তাঁর নামে চিহ্নিত করে।

২৫শে জুলাই—অজয় মুখোপাধ্যায়কে অভুক্ত অবস্থায় জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।—সংবাদ, বসুমতী।

১লা সেপ্টেম্বর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁরই নিযুক্ত সম্পাদক নির্মলেন্দু দে-কে বরখাস্ত করলেন।

১৯৬৬ সাল

প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ।

১৯শে জানুয়ারী নবনিযুক্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

২০শে জানুয়ারী—অজয় মুখোপাধ্যায়কে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক "বাংলা কংগ্রেস" স্থাপন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—খাদ্য ও কেরোসিনের দাবীতে আন্দোলন শুরু। পুলিশ গুলি চালায় কলকাতায়।

২১শে ফেব্রুয়ারী—রাজ্য সরকার সব শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। আন্দোলনের ছাপ বিধানসভায় পড়ে।

১০ই মার্চ—বিরোধী দলগুলো বাংলা বন্‌ধের ডাক দেন। গুলি চলে বেহালায় এবং আগড়পাড়ায়।

১৩ই মার্চ—বামপন্থী দলগুলো মৌন মিছিলের ডাক দেয়। অবশেষে সরকার নীতি স্বীকার করে। রাজনৈতিক নেতারা মুক্তি পান। কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুব, শিক্ষক সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের মধ্যে। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন, মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ওপর নিষেধাজ্ঞা মানুষকে ক্ষুব্দ করেছিল।

কলকাতার বুকে 'বন্দী মুক্তি আন্দোলন' শুরু।

পশ্চিমবঙ্গ 'নজরুল আকাডেমি' স্থাপন। উদ্বোধক মুজফ্‌ফর আহমদ।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত "কালান্তর" পত্রিকার প্রকাশকাল।

১৯৬৭ সাল

৫ই মার্চ—রাজভবনে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি বসু, হুমায়ুন কবীর, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, পদ্মজা নাইডু, অজয় মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী এবং হেমন্ত বসু প্রমুখ।

২৪শে এপ্রিল—গোবিন্দচন্দ্র দে কর্পোরেশনের মেয়র।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন শুরু। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বামপন্থীরা নির্ধারিক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী শাসকদল প্রতিষ্ঠা। নির্বাচনী সমঝোতা নিবে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থী দলগুলির বৈঠক শুরু হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়।

লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হলেন অতুল্য ঘোষ।

এ বছরের নির্বাচনে কংগ্রেস ১৫৭ টি আসন পায়। ভোট পায় শতকরা ৪১·১৩ শতাংশ।

২রা আগস্ট—মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি রাইটার্স বিলডিং এ কোঅর-ডিনেশন কমিটির সমর্থকদের হাতে অপমানিত হলেন।

লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার প্রাপ্তি সংবাদ।

এবছর কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ডি আর. কালিয়া।

১৯৬৮ সাল

২০শে ফেব্রুয়ারী - রাজ্যে প্রথম রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের চেষ্টায় শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের দাবীদাওয়ার একটা বড় অংশ আদায় করতে পেরেছেন শ্রমদপ্তরের মদতে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আই জি. উপানন্দ মুখার্জী।

১লা মে—পশ্চিমবঙ্গের সি. পি আই (এম) ভেঙ্গে সি. পি আই (এম-এল) এর জন্ম হয়।

কবি শেখর কালিদাস রায়ের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি সংবাদ।

এবছর সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে 'ডি লিট' উপাধি দেওয়া হয়।

এছাড়াও ভারত সরকার তাকে পদ্মভূষণ উপাধি দেন।

২রা সেপ্টেম্বর— নট শেখর নরেশচন্দ্রের জীবনাবসান।

২০শে নভেম্বর- বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রুলিংএ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভা খারিজ হয়। শুরু হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।

কলকাতা পৌরসভা বিপ্লবী গুরু বারীন্দ্র কুমার ঘোষের নামে মুরারি পুকুর রোডের নাম পরিবর্তন করে বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি নামে চিহ্নিত করে।

১৯৬৯ সাল

বাগবাজারে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়।

মহাকরণের সামনে তিন শহিদের স্মৃতিতে বি বা-দি বাগ নাম রাখা হয়।

২৩শে জানুয়ারী— যুক্তফ্রন্টের ডাকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের বিশাল সমাবেশে জ্যোতি বসু বললেন - 'রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে'। সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ধারা সমূহ প্রত্যাহার করতে হবে'।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—মহাকরণ ভবনে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

৬ই মার্চ—রাজ্যপাল বিধানসভার উদ্বোধন করতে যান।

কর্পোরেশনের মেয়র প্রশান্ত শূর।

পশ্চিমবঙ্গের উপ নির্বাচন। প্রথম বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন।

এই সরকার মহাকরণে বসলেন বটে, কিন্তু সরকারের আয়ু ছিল মাত্র নয় মাস। এই কয়মাসে সরকারকে অনেক ঝড় ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছিল। ২৭ দিনের মাথায় কলকাতায় হিন্দু-শিখ দাঙ্গা শুরু হয়। এক সপ্তাহ বাদে এণ্টালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

নকশালবাড়ির আত্মপ্রকাশ। সি পি আই (এম) এর একটা অংশ বেরিয়ে গিয়ে নকশাল আন্দোলনকে সমর্থন করে সি. পি আই (এম এল) গঠন করেন। কংগ্রেস অজয় মুখোপাধ্যায়কে যুক্তফ্রণ্ট থেকে বেরিয়ে আসার প্ররোচনা দিতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধরমবীর। তিনি যুক্ত ফ্রণ্ট বিরোধী তৎপরতায় মেতে ওঠেন।

পশ্চিমবঙ্গের উপ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

৬ই এপ্রিল—রবীন্দ্র সরোবরে 'অশোক কুমার নাইট' উপলক্ষে ভয়ঙ্কর গোলমাল হয়। দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের কুখ্যাত সমাজ বিরোধীদের এই কাজে লাগানো হয়।

৮ই এপ্রিল—কাশীপুর অস্ত্রকারখানায় নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে চারজন শ্রমিক মারা যান। স্বরাষ্ট মন্ত্রী জ্যোতি বসু অপরাধীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন।

১০ই এপ্রিল—এই ঘটনার প্রতিবাদে "বাংলা বনধ" ডাকা হয়। যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে শরিকী বিরোধ বাড়তে থাকে। অনেকেই অভিযোগ তোলে যে সি পি-আই (এম) প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে দলবাজি করছে। সি পি আই (এম) এই অভিযোগ অস্বীকার করে।

১লা ডিসেম্বর—সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে অজয় মুখোপাধ্যায় কার্জন পার্কে অনশন করেন।

১০ই ডিসেম্বর—সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফর খান কলকাতায় আগমন।

১৪ই ডিসেম্বর—কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান সীমান্ত গান্ধীকে পৌর সম্বর্ধনা জানান।

২৪শে ডিসেম্বর—ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৩-০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে রোভার্স কাপ জয় করে।

ইডেনে ক্রিকেট টেস্ট খেলা শুরু। ভিড়ের চাপে কয়েক ব্যক্তির মৃত্যু।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের নামবদল করে বিখ্যাত উর্দু লেখক মির্জা গালিব (আনাউদ্দুল্লাহ খান এর নামে) স্ট্রিট রাখা হয়।

ধর্মতলা স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে মহান বিপ্লবী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন এর নামে 'লেনিন সরণি' নাম রাখা হয়।

১৯৭০ সাল

২১শে জানুয়ারী—ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা বিধানসভায় ঢুকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রামের কলকাতায় আগমন সাংগঠনিক কাজের জন্য।

কলকাতায় স্থাপিত হয় সি. এম. ডি. এ।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি মুখার্জী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

১৬ই মার্চ—মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ।

১৭ই মার্চ—সি পি এম কর্তৃক 'হরতাল' পালন। বিভিন্ন ঘটনায় প্রাণ হারান ২৪ জন মানুষ।

১৮ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায় ও রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হয়। অজয় মুখোপাধ্যায় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েও শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসেন। কিন্তু পদত্যাগ করেন খাদ্য-মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ১৭ জন এম এল এ কে নিয়ে তিনি গঠন করেন পি ডি এফ। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিলেন রাজ্যপাল ধরমবীর। ডাঃ ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেস পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট ১৪৪

ধারা অমান্য করে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে প্রতিবাদ সভা ডাকলেন। পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালিয়ে বহু মানুষকে আহত করেছে। ফ্রণ্টের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও অমর প্রসাদ চক্রবর্তী ও বাদ যাননি। রাজ্যপালের বে-আইনী ভাবে সরকার গঠনের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শান্তি স্বরূপ ধাওয়ান।

১৪ই জুলাই· নির্বাচন ও অন্যান্য দাবিতে সি পি আই (এম) সহ ছয় বামের ডাকে বাংলা বন্ধ হয়।

১৭ই অক্টোবর—কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের শতবর্ষ উপলক্ষে ২০ পয়সার ডাকটিকিট প্রকাশ হয়।

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাবসান।

পুলিশের অতিরিক্ত আই জি'র সারকুলার-রাজ্যের কোন জায়গা নিরাপদ নয়। কোন পুলিশ যেন অস্ত্র ছাড়া বাইরে না বের হন।'

এবছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২শে নভেম্বর—কলকাতার সমস্ত বাংলা ও ইংরাজী সংবাদপত্রের সংবাদ —"পরলোকে ভারতরত্ন সি ভি রমন।" বাংলার ২১শে নভেম্বর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী 'ভারতরত্ন' ড সি ভি রমণ আজ সকাল ৭ টা ১৫ মিনিটে এখানে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

১৯৭১ সাল

১৯শে জানুয়ারী—পঞ্চম লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে তখন ব্যাপকভাবে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ।

২১শে ফেব্রুয়ারী—কলকাতার শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ওপর একদল আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন প্রবীণ জননেতা হেমন্ত বসু।

শিশুসাহিত্যিক হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বীকৃতি লাভ।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হিসাব মত পশ্চিমবঙ্গে ৫৪৬ জন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী খুন হন।

২৩শে এপ্রিল—কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্ত।

প্রবীণ খ্যাত নামা কবি নরেন্দ্র দেবের পরলোক গমন।

পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বাচন। শক্তি হিসাবে বামফ্রন্ট পরিচয় দিয়েছে। অজয় মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। 'সন্ত্রাসের সাল' হিসাবে পশ্চিবঙ্গের ইতিহাস চিহ্নিত। নকশালপন্থীরা চালাচ্ছে সশস্ত্র হামলা। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়: উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

২৯শে জুন— রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হয়।

কলকাতা পৌরসভা মাণিকতলা মেন রোডের নাম পরিবর্তন করে সতীন সেন সরণি নামে চিহ্নিত করে।

বেলগাছিয়া রোডের নাম পরিবর্তন করে 'ক্ষুদিরাম বোস সরণি' রাখা হয়।

আদমসুমারী অনুসারে কলকাতার ফুটপাথবাসীদের সংখ্যা ছিল চারলক্ষ আট হাজার ৪৫২ জন। এদের বেশীর ভাগই অবাঙ্গালী, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, মুটে, রাজমিস্ত্রি, ভিক্ষুক এবং ভিন্নদেশীয় কিছু মানুষ ও মরসুমী মানুষ।

১৪ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার— ঔপন্যাসিক ও লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। সময় সকাল ছটা চল্লিশ মিনিট। কলকাতায় শোকের ছায়া।

১৪ই নভেম্বর— প্রাক্তন শেরিফ শান্তিভূষণ দত্ত (৭৬) তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

১৭ই নভেম্বর— চিত্র পরিচালক দেবকীকুমার বসুর জীবনাবসান।

২৮শে নভেম্বর রবিবার— পরলোকে হরিদাস ঘোষ। বিশিষ্ট রাজনীতিক কর্মী।

২৯শে নভেম্বর— পরলোকে কেশবচন্দ্র গুপ্ত। সাহিত্যিক ও খ্যাত নামা ব্যবহারজীবী।

৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলকাতা উল্লাস আনন্দে উত্তাল।

১৯৭২ সাল

১০ই মার্চ— নির্বাচনে সি পি আই কংগ্রেসের দোসর। সি পি আই কংগ্রেস মিলে 'প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা' গঠন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

বিধানসভার অধ্যক্ষ অপূর্বলাল মজুমদার।

জয়প্রকাশ নারয়ণের কলকাতায় আগমন।

পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন। অন্যতম কর্ণধার বামফ্রন্ট সরকার। তবুও এই নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়।

কলকাতায় 'মিনিবাসের' সূচনা।

৩০শে মার্চ সাহিত্যিক সাংবাদিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীর জীবনাবসান, কলকাতার বাসভবনে।

পশ্চিমবঙ্গেয় রাজ্যপাল এ এল ডায়াস।

২১শে এপ্রিল—'সাহিত্য তীর্থের' ঊনবিংশ বর্ষে ১লা বৈশাখ অচিন্তকুমার সেনগুপ্তকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সংস্থার 'বনফুল' সভাপতিত্ব করেন।

২৪শে এপ্রিল সোমবার—শিল্পী যামিনী রায় লোকান্তরিত। তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬।

১৮ই সেপ্টেম্বর—কলকাতায় লেখক মনোজ বসুর বাড়িতে বাংলাদেশের কবি জসিমউদ্দিনের পদার্পন।

২২শে সেপ্টেম্বর—বৃহস্পতিবার বিকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে কবি জসিমউদ্দিনকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধি দেওয়া হয়। উপাচার্য্য ডাঃ রমা চৌধুরী তার হাতে ডি লিট অভিজ্ঞান পত্র তুলে দেন।

২২শে সেপ্টেম্বর—পরলোকে সুরেশচন্দ্র বসু। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু বৃহস্পতিবার তাঁর দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ার বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

২৯শে ডিসেম্বর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাতাল রেলের শিলান্যাস করেন।

'নকশাল' নেতা চারু মজুমদারের জীবনাবসান।

১৯৭৩ সাল

এ বছর থেকে কলকাতার বুকে চালু হলো 'প্রথম কলকাতা উন্নয়ন প্রকল্প'

(সি. ইউ. ডি. পি-১)। এর জন্য ১৫০ কোটি টাকার প্রোগ্রাম করা হল মাস্টার প্ল্যান থেকে বাছাই করে।[১]

নিমতলা শ্মশান ঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লী ব্যবহার।

১৮ই ডিসেম্বর—সি. পি. আই (এম) এর প্রবীণ নেতা মুজফ্ফর আহমদ মারা যান।

১৯৭৪ সাল

৮ই মে—রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট। ২৮শে মে ধর্মঘট প্রত্যাহার।

২৩শে জুন—সি. পি. আই (এম) নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের মৃত্যু।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু সংবাদ। কলকাতায় শোকের ছায়া।

সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর জীবনাবসান।

কলকাতার ফুটপাতবাসীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার।[২]

১৯৭৫ সাল

কলকাতার ইডেন গার্ডেনের এক অংশ নির্মাণ হয়। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তর ইণ্ডোর ষ্টেডিয়াম, যার নাম 'নেতাজী ইণ্ডোর ষ্টেডিয়াম'।

কলকাতার জাতীয় অধ্যাপক শ্রী সুনিতীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৫ই জুন জয়প্রকাশের নেতৃত্বে কলকাতায় বিরাট মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে ছিলেন জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন বামপন্থী নেতা।

২৫শে জুন ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। কলকাতার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন মোড় এনে দেয়।

কলকাতার বুকে ডিলুক্স বাস যাত্রী পরিবহনে নামে।

২৬শে জুন—জয়প্রকাশের নেতৃত্বে সারা দেশে যখন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে তখন 'জরুরি অবস্থা' জারি করা হয়। বহুনেতা গ্রেপ্তার তার সঙ্গে সাংবাদিকরাও। সংবাদপত্রে সেনসর শিল্প চালু হয়। তবে সে অবস্থায় বামপন্থী নেতাদের গায়ে তেমন হাত পড়েনি। সি পি আই জরুরী অবস্থা জারি সমর্থন করেন।

১। দীপক রুদ্র আনন্দবাজার পত্রিকা পৃঃ ছয় ৭ই মার্চ রবিবার ১৯৯০।

২। সি. এম. ডি'র সমীক্ষায় প্রকাশ।

৯ই আগস্ট– কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের জন্ম। আগেকার রাধা ফিল্ম স্টুডিও। টালিগঞ্জ।

চেতলায় অহীন্দ্র মঞ্চের শুভ সূচনা।

২৫শে অক্টোবর—কবি শেখর কালিদাস রায়ের মৃত্যু। টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কুলায়' বাসভবনে।

১৯৭৬ সাল

১লা জানুয়ারী – পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামে বিধাননগরের কাছে উদ্বোধন করা হয় 'বিধান শিশু উদ্যান'। উদ্বোধন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমদ।

শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে নিচের তলায় বসল শরৎ সমিতির অফিস। এই সমিতি শরৎ রচনাবলী প্রকাশ করে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়।

কলকাতার ময়দানে শুরু হয় প্রথম বইমেলার আসর। রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকে।

৭ই জুলাই ঃ বুধবার - রবীন্দ্রসদনে রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দশজন প্রবীণ ক্রীড়াবিদকে দ্বিতীয় বছর বিধানচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়।

১০ই জুলাই শনিবার - সুরূপা হত্যা মামলায় চার্জসীট প্রস্তুত। সতীকান্ত, ইন্দ্রনাথের জামিন, রমেন লাহিড়ীর জামিনের আবেদন নাকচ।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উর্দু একাডেমীর সূত্রপাত।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র 'সত্যযুগ' এর প্রকাশকাল। সম্পাদক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৭৫-৭৬ এর হিসাব অনুযায়ী আন্ত্রিক রোগে কলকাতাবাসীর ১০০৯ জন মারা গেছে এক বছরে কলেরায় ১৭৭ জন, যক্ষায় ১২৯৮ জন।

১৯৭৭ সাল

জানুয়ারী – প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভার নির্বাচন ঘোষণা করলেন। নেতারাও মুক্তি পান।

পরলোকে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৬ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গের ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন শুরু। বামপন্থীদের ঐক্য সবার তুঙ্গে। বামপন্থীরা জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে সরকার গঠন করেন বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকার এখনও ক্ষমতায় আসীন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর কোনদেশে একটি রাজ্যে বামপন্থীরা এত দীর্ঘ সময় ধরে সরকার চালাতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু। জনসভায় বলেন 'আমরা ভয়ঙ্কর উত্তরাধিকারী পেয়েছি। কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের স্বার্থে কিছুই করেনি ...... ।'

রাজ্য সরকারের তহবিলে খরচ হয়েছে ২৪৬ কোটি টাকা।

২১শে মার্চ—জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়া হয়।

১৯৭৮ সাল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই।

৪ জুন—রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বামফ্রন্টের বিরাট জয় সূচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে উর্দু একাডেমী গঠন করা হয়।

চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের খ্যাতনামা কৌতুক অভিনেতা জহর রায়ের মৃত্যু।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পরিবর্ত্তন' পত্রিকা (ইত্যাদি প্রকাশনি) প্রকাশ। সম্পাদক অশোক চৌধুরী।

১৯৭৯ সাল

৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার (২৬শে মাঘ ১৩৮৫)—সুসাহিত্যিক বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) মৃত্যু।

রাজ্যসরকার দু হাজার টাকা ভাড়ায় যামিনী রায়ের "শিল্পসংগ্রহ শালা" ঘরটি নিয়ে নেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং।

পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'কো-অর্ডিনেশন' পত্রিকা প্রকাশ। প্রকাশক—দীনেশ ঘোষ।

কলকাতার বুকে "টাউন অ্যাণ্ড কাণ্ট্রি 'প্ল্যানিং আইন' পাশ হয়। ফলস্বরূপ সি এম. ডি. এ কলকাতা অঞ্চলের কাজ করার সুযোগ পায়।

৮ই অক্টোবর -লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

১৯৮০ সাল

কলকাতার বুকে "পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থ মেলা" শুরু।

৬ই জানুয়ারী—লোকসভার নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় এলেন। ৯ টি রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারী – ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বিরানব্বই।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ঃ শুক্রবার—দক্ষিণ কলকাতার তারাতলায় কলকাতা টেলিফোন গোডাউনে আগুন লাগে। আগুনে নষ্ট হয়েছে বেশ কয়েক হাজার টাকার সম্পত্তি। দুটি ইঞ্জিন অনেকক্ষণের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। —সংবাদ সত্যযুগ পত্রিকা।

৮ই মার্চ—লেখক 'সুবোধ ঘোষের' মৃত্যু।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আজকাল' দৈনিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

৩০শে এপ্রিল—কলকাতার বিজন সেতুতে আনন্দমার্গ সন্ন্যাসীদের হত্যার সংবাদ।

২৪শে জুলাই— বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম নায়ক উত্তম কুমারের মৃত্যু।

কলকাতায় প্রথম ফেডারেশন কাপের অনুষ্ঠান হয়। মোট ১৬ টি দল অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৮৫ টি গোল হয় অথচ একটিও হ্যাটট্রিক হয়নি।

৩১শে জুলাই—সুগায়ক ও পরিচালক মহম্মদ রফির মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

২৪শে আগস্ট—১৩৪, মুক্তরাম বাবু স্ট্রীটের বাসিন্দা হাস্যরস স্রষ্টা সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর জীবনাবসান। বিকাল ৩ টা ৩৫ মিনিটে পি জি হাসপাতালে।

১০ই জুন— রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

২০শে অক্টোবর – দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মানুষ ঘরবন্দী, পূজার আনন্দ ম্লান।

সোমবার শান্তিতে খুশির ঈদ। প্রচণ্ড বর্ষণ উপেক্ষা করে হাজার হাজার মুসলমান কলকাতায় রেড রোডে সোমবার সকালে ঈদ-উদ-জোহার নামাজে অংশ নিয়েছিলেন।

এ বছর পুর আইন অনুযায়ী কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলকাতা সংলগ্ন যাদবপুর, গার্ডেনরীচ ও বেহালা মিউনিসিপ্যালিটি। ১৯৫১ সালের পুর আইন বাতিল করে রচিত হয় পুর আইন ১৯৮০। যে আইনের মাধ্যমে নির্বাচিত মেয়র ও মেয়র পরিষদ এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে জনসেবার পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে।

৩০শে নভেম্বর রবিবার ঃ বিধান নগরের কাছে সি এম ডি এ সংস্থা কর্তৃক ছোটদের জন্য 'ছোট্ট চিড়িয়া খানা' বা 'ঝিলমিল' এর উদ্বোধন। এখানে আছে টয় ট্রেন সাপের ঘর ইত্যাদি।

১৯৮১ সাল

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন দুই ভাই। নাম সিধো এবং কানু। এই দুই অমর শহিদের স্মরণেই এবছর এসপ্ল্যানেড ইস্ট চিহ্নিত হয় 'সিধো কানু ডহর' নামে।

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কমিশনার নিরূপম সোম।

২রা মার্চ - পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। কলকাতা পরিবহন উন্নয়নের নূতন কর্মসূচী।

৩০শে মার্চ—পঃ বঙ্গে কং ইর বিধানসভা অভিযান।

এপ্রিল—বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষ। উদযাপন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্য ব্যাপী কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ৩রা –৫ই এপ্রিল। শহীদ মিনার ময়দানে অনুষ্ঠান শুরু।

৩১শে মে – বামফ্রণ্ট সরকার ৮৯ টি পুরসভায় নির্বাচন করলেন।

লোকগণনা অনুসারে কলকাতার জনসংখ্যা ৩৩ লক্ষের কিছু বেশী। অবশ্য, বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা প্রায় ৯২ লক্ষ।

২১শে জুলাই—শিশু সাহিত্যিক 'বিশু মুখোপাধ্যায়ের' মৃত্যু।

৩০শে আগস্ট: চিন্তাবিদ, সংস্কারক ও লেখক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মৃত্যু।

১৯৮২ সাল

এপ্রিল—কলেজ স্ট্রীট থেকে 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ। সম্পাদক সুপ্রিয় সরকার।

১৯শে মে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সপ্তম সাধারণ নির্বাচন। ক্ষমতায় আসীন বামফ্রন্ট সরকার।

২৪শে মে: বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জী।

কলকাতার গল্‌ফ ক্লাব রোড বিশ্ববিখ্যাত নৃত্য শিল্পী উদয়শঙ্করের নামে নামকরণ হয়ে 'উদয়শঙ্কর সরণি' নাম রাখা হয়।

১লা আগস্ট: সুসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবনাবসান।

কবি বিষ্ণু দের মৃত্যু সংবাদ।

২৯শে নভেম্বর: প্রবীণ সি পি এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠান।

১৯৮৩ সাল

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু।

৩১শে মে—পঞ্চায়েত নির্বাচন শুরু।

৬ই জুন—কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের রঙিন অনুষ্ঠান চালু।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইত্যাদি প্রকাশনীর সৌজন্যে 'সুকন্যা' পত্রিকা প্রকাশ।

চলচ্চিত্রের কৌতুক অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত।

২৮শে সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারের ধর্মঘট পালন। বিভিন্ন পদযাত্রার মাধ্যমে সংগ্রাম।

এ বছর কলকাতার বই মেলায় ভাষণ রত অবস্থায় প্রবীণ সাংবাদিক অশোক কুমার সরকার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কলকাতা বইমেলায় দর্শক সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষর উপর এবং বিক্রিত বইয়ের ২০০ লক্ষ টাকা।

১৯৮৪ সাল

১৮ই মার্চ—গার্ডেনরীচ অঞ্চলের ফতেপুরে বিনোদ মেহতাকে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেম পোর্ট পুলিশের ডেপুটি কমিশনার।

বামফ্রণ্ট সরকারের চেয়ারমেন শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়।

৮ই মে ঃ মঙ্গলবার –শিয়ালদহ রেল কর্মীদের বিক্ষোভ।

১০ই মে—উল্টোডাঙ্গার সভায় হামলা গুলি, জখম ১৫।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীকে শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার প্রদান করেন।

মেট্রো রেলভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

৯ই মে থেকে ২১শে মে—প্রতিদিন সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর রবীন্দ্রমঞ্চে রবীন্দ্র জন্মোৎসব।

২৪শে অক্টোবর কলকাতার পাতাল ট্রেন চলাচল প্রথম চালু। আধুনিক যানবাহনের এক নূতন সূচনা।

৩১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত। সংবাদ কলকাতায়।

লেখক পুলিন বিহারী সেনের মৃত্যু সংবাদ।

২৪শে ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের অষ্টম লোকসভা নির্বাচন।

১৯৮৫ সাল

এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা স্টেডিয়াম কলকাতার সল্টলেকে তৈরী হয়েছে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এর মাধ্যমে। নাম রাখা হয় 'যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন'। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন করেন।

এ বছর প. বঙ্গ সরকারের 'দীনবন্ধু পুরস্কার' লাভ করেন বিশিষ্ট নাট্যকার দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান সদস্য, একজন একনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রগতিশীল নাট্যকার এবং সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিরলস যোদ্ধা।

৩০শে জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র কমল কুমার বসু।

৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী পালন। প্রদেশ কং (ই) কমিটি এই দিনটিকে জাতীয় সংহতি দিবস হিসেবে পালন করেছে। গান্ধীমূর্ত্তির পাদদেশে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন।

দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জ দুর্গাপুজা সমিতি (ম্যাডক্স স্কোয়ার) এবছর শ্রেষ্ঠ প্রতিমার "শারদ সম্মানে" ভূষিত হয়েছে।

৯ই নভেম্বর শনিবার—পরলোকে ক্রীড়া সাংবাদিক ধীরেন কাঞ্জিলাল। ক্রীড়া সাংবাদিক ধীরেন কাঞ্জিলাল শুক্রবার সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি 'যুগান্ত'র ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এ বছর কলকাতার পথ দুর্ঘটনা ৮,১০৮ টি। লালবাজার সূত্রে জানা যায়।

১১ই ডিসেম্বর—আগুন লাগে নিউ মার্কেটে। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয় ৪৪৭ টি ষ্টল।

১৯৮৬ সাল

অলোক মিত্রের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আলোকপাত' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

ফেব্রুয়ারী—কলিকাতা পুস্তক মেলা শুরু।

১১ই ফেব্রুয়ারী : বাংলা বন্ধ (পঃ ব) ঘোষণা।

২৬শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট। ধারা বাতিলের দাবিতে।

১লা জুলাই – প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কলকাতায় পদার্পন।

পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত রবীন্দ্রসদনের পিছনে 'নন্দন' প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন। উদ্বোধন করেন চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

ব্রিগেডের কাছে কলকাতার দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কাজ পুরোদমে চলে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কং ই) সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী।

১৯শে মার্চ—লরেটো কলেজের ছাত্রী মধুমিতা মিত্র সমাজ বিরোধীদের বোমায় প্রাণ হারায়।

বিপ্লবী বীণাদাস (ভৌমিক) এর মৃত্যুসংবাদ কলকাতায়।

এ বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে যানবাহনের ধোঁয়া থেকে কলকাতাকে মুক্ত করবার প্রয়াস শুরু হয়।

কবিগুরুর ১২৫তম জন্মতিথি উৎসব পালন বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

কলকাতায় মে দিবসের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান।

২৭শে আগষ্ট বুধবার রাত ৭-৫৫ মিঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রবীন কমিউনিষ্ট নেতা এবং রাজ্যের এ্যাড্ভোকেট জেনারেল স্নেহাংশু আচার্য তাঁর আলিপুরের বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সংবাদ –৯ কেজি সোনার বাট উদ্ধার। কলকাতা বিমান বন্দরে একজন বিদেশী নাগরিকের কাছ থেকে শুল্ক বিভাগের কর্মীরা বুধবার একটি ৯ কেজি ওজনের সোনার বাট উদ্ধার করেছে। সত্যযুগ ১৫ই মে ১৯৮৬ বৃহস্পতিবার।

২২শে মে বসুমতী পত্রিকা : মহাকরণ অবরোধ ব্যর্থ : প্রদেশ কংগ্রেস-ইর ডাকা মহাকরণ অবরোধ কার্যত ব্যর্থ। বহু ঘোষিত এই কর্মসূচী শহরের জীবনযাত্রাকে অচল করতে পারেনি। মহাকরণ সচল ছিল। সচল ছিল অফিস পাড়া। সকাল থেকেই কংগ্রেস-ই নেতা ও কর্মীরা মহাকরণের চারদিকে নয়টি রাস্তা অবরোধ করে। বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে জনসভা করেছেন।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে 'হোপ-৮৬' অনুষ্ঠান।

দেবযানী হত্যা মামলা শুরু।

২৪ সেপ্টেম্বর : বুধবার—গার্ডেনরিচে গ্যাস লিকে অসুস্থ ১৬০।

১৯ নভেম্বর —সূচিকিৎসক ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী কলকাতায় এক নলজাতক

শিশুর ভূমিষ্ট করান, শহরের প্রথম নলজাতক সেই শিশুর মাতাপিতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ক্যানিং এর এক মুসলমান দম্পতি।

এবছর কলক্যতার বুকে মোট পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা ৬,৪১১ টি। লালবাজার সূত্রে খবর পাওয়া।

১৯৮৭ সাল

১৫ই ফেব্রুয়ারী—প্রখ্যাত তবলচি মহাপুরুষ মিশ্রের জীবনাবসান।

১৬ই ফেব্রুয়ারী : সোমবার মেঘনাদ সাহার ৩১ তম মৃত্যু দিবস পালন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : কলকাতার দুই প্রান্তে দুটি ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে সাড়ে দশ লাখ টাকা লুট। বুধবার বিকেলে ভারত বনাম পাকিস্তানের মধ্যে ইডেনে যখন ক্রিকেট খেলা বেশ জমজমাট, তখন দক্ষিণ কলকাতা এবং বিধাননগরে দুটি পৃথক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় মোট সাড়ে দশ লাখ টাকা ডাকাতি হয়। সংবাদ – 'বসুমতী'।

২৩শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দশম সাধারণ নির্বাচন শুরু। ক্ষমতায় আসীন হয় বামফ্রণ্ট সরকার।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা পত্রিকা 'ভারত কথা' আত্মপ্রকাশ।

নিমতলা মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক (নুতন, ২টি) চুল্লির উদ্বোধন করেন। মেয়র কমল বসু।

১লা মে প্রাক্তন উপপ্রধান মন্ত্রী চরণ সিং এর মৃত্যুতে শোকসভা।

আলিপুরের কাছে 'জিরাট' ব্রীজের উদ্বোধন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু উদ্বোধন করেন।

৬ই মে : দশম বিধানসভার স্পীকার নির্বাচন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান।

কবিগুরুর ১২৬ তম জন্মজয়ন্তী পালন। কলকাতায় এবং জেলার সব জায়গায়।

কলকাতায় ৪১ তম মেয়র নির্বাচন। লড়াই বামফ্রণ্ট প্রার্থী কমল কুমার বসু এবং কংগ্রেস প্রার্থী শিবকুমার খান্না।

কলকাতার বুকে 'চক্ররেলের' সূচনা। বিধাননগর রোড থেকে প্রিন্সেপ ঘাট পর্য্যন্ত।

৮ই সেপ্টেম্বর – পশ্চিমবঙ্গকে নিরক্ষরতামুক্ত করার জন্য বঙ্গীয় সাক্ষরত প্রসার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জ্যোতি বসু। কার্য্যকরী সভাপতি বিমান বসু, সাধারণ সম্পাদক সুবীর বন্দোপাধ্যায়।

১৩ই সেপ্টেম্বর রবিবার – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী সুলেখিকা আশাদেবীর জীবনাবসান।

কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি শ্রীমতি পদ্মা খাস্তগীর। নারীমুক্তি আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

এবছর কলকাতায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৭৫০ টি প্যাণ্ডেলে বিদ্যুৎ দিয়েছেন সি ই. এস সি।

৮ই নভেম্বর – ইডেনে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলা।

সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারীর মৃত্যু।

রাজনীতিবিদ চিম্মোহন সেহানবিশের জীবনাবসান।

১৫ই নভেম্বর – প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শ্যামল মিত্রের জীবনাবসান।

১৯ নভেম্বর—কলকাতায় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৭০ তম জন্মদিন অনুষ্ঠান।

২৩শে নভেম্বর : কলিকাতার প্রবীন চিত্র পরিচালক রাজেন তরফদারের মৃত্যু।

কলকাতায় এবছরে বারোয়ারী কালীপূজার সংখ্যা ২৪০০।

১৩ই ডিসেম্বর : কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান।

২৬শে ডিসেম্বর শনিবার—কলকাতার লেক রোডের বাড়ীতে সাহিত্যিক মনোজ বসুর মৃত্যু।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে 'সানন্দা' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

ইংলণ্ড বাসিনী লেখিকা কেতকীকুশরী ডাইশন এবছর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ভুবন মোহিনীদাসী' পদক পেয়েছেন। তিনি বর্ত্তমানে কলিকাতার বাসিন্দা।

এবছর কলকাতার বুকে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রায় ৬,৪৮৯ টি।

২৯শে মার্চ রবিবার—যন্ত্রসংগীত শিল্পী তিমিরবরণের মৃত্যু।

১৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার—প্রবীন চিত্রাভিনেতা (মঞ্চ ও পর্দা) বিকাশ রায়ের মৃত্যু।

১লা জুন সোমবার—প্রবীন চলচ্চিত্র প্রযোজক, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক (বোম্বাই) কে এ আব্বাসের মৃত্যুসংবাদ কলকাতায়।

১৬ই জুন মঙ্গলবার—লেখক, রাজনীতিবিদ ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের পরলোকগমন সংবাদ।

২৬ শে জুলাই রবিবার কলকাতার প্রবীন কণ্ঠসংগীত শিল্পী ও সুরকার চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান।

৩০শে „ বৃহস্পতিবার—প্রবীন লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ।

১৬ই আগস্ট রবিবার—প্রবীন চিকিৎসক ও কলকাতা ই. এস. আই মেডিক্যাল এসোঃ সভাপতি ডাঃ রাধারমন দাসের মৃত্যু।

২৩শে „ „ —কবি সাংবাদিক সমর সেনের মৃত্যু।

২৭শে „ বৃহস্পতিবার—কংগ্রেস বিধায়ক ও ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডাঃ কিরণ চৌধুরীর জীবনাবসান।

২৯শে „ শনিবার—আর. সি. পি. আই নেতাও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য অনাদি দাশের মৃত্যুসংবাদ।

৩রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—কলকাতার বিজ্ঞানী ডাঃ নীহার কুমার দত্তের জীবনাবসান।

৮ই „ মঙ্গলবার—বাম ফ্রণ্ট কমিটির আহবায়ক (কলিকাতা) ভোলাবসুর মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

১৩ই অক্টোবর মঙ্গলবার—কবি, লেখক ও সাংবাদিক অধীর চক্রবর্তীর মৃত্যু।

„ „ „ —বোম্বাইয়ের শিল্পী, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক কিশোরকুমারের মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

২৭শে অক্টোবর মঙ্গলবার—বোম্বাইয়ের ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় মারচেন্টের মৃত্যু সংবাদ।

২৯ „ „ বৃহস্পতিবার—স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তনমন্ত্রী নলিনাক্ষ সান্যালের জীবনাবসান।

১৬ই নভেম্বর সোমবার - হিন্দি লেখিকা মহাদেবী বর্মার মৃত্যুসংবাদ।

১৬ই " সোমবার—রেলদপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী শিবনারায়নের মৃত্যু সংবাদ।

২২শে " রবিবার—সংগীত শিল্পী ও সুরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মৃত্যু।

২৪শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার—অভিনেতা ও মুখ্যমন্ত্রী (তামিলনাড়ু) এম জি. রামচন্দ্রনের মৃত্যুসংবাদ কলকাতায়।

২৭ " রবিবার—মঞ্চ ও ছায়াছবির অন্যতম নায়ক সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু।

৩০ " বুধবার - বষীর্য়ান সি পি আই. এম নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষের জীবনাবসান।

১৯৮৮ সাল

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা অধ্যাপক অসীন দাসগুপ্ত এবং গ্রন্থাগারিক কল্পনা দাশগুপ্ত।

২৮শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন।

১২ই মার্চ শনিবার প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসু (কালকুট)-র জীবনাবসান। মরদেহ হাসপাতাল থেকে আনন্দ বাজার পত্রিকা দপ্তরে যায় সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান লেখক বৃন্দ। পরের দিন রবিবার নৈহাটীতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন।

আলিপুরের কাছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিভাগের গৃহ নির্মাণ।

১৫ই মার্চ—'ভারত বন্ধ' ঘোষণা।

৩রা মে—কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (ঘনাদা) পরলোকে।

১৮ই মে—কলকাতায় মুসলমান সম্প্রদায়ের 'ঈদ উৎসব'।

২২শে মে সোমবার—কলকাতায় দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার জি এন. এল এফ নেতা সুভাষ ঘিসিং এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জোতী বসুর সাক্ষাৎকার মহাকরণ ভবনে।

কেবলমাত্র সাহিত্য প্রকাশকের সঙ্গে যুক্ত প্রকাশকদের সংগঠন অল বেঙ্গল পাবলিশার্স এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০শে আগষ্ট শনিবার- 'গোষ্ঠ পাল' সরনির ফলক উম্মোচন করেন পূর্ত মন্ত্রী যতীন চক্রবর্ত্তী।

২৫শে আগষ্ট শুক্রবার—প্রবীন নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবনাবসান।

কংগ্রেস কর্তপক্ষ (নেতৃবৃন্দ) 'রেল রোকো' অভিযান। অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের 'দীনবন্ধু পুরস্কার' লাভ। প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১৪ই সেপ্টেম্বর-পশ্চিমবঙ্গ সরকার (বামফ্রণ্ট) কতৃ্ক 'বাংলা বন্ধের' ডাক।

১৫ই অক্টোবর —২১ পল্লীর প্রতিমা ও প্যাণ্ডেল পুড়ে ছাই।

১৭ই অক্টেবের শোক মগ্ন সরশুনা। ফুল অশ্রু ধুপের ধোঁয়া। ছয় হিমালয় অভিযাত্রীর মৃতদেহ আনা হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কারের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব।

কলকাতায় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে উৎসব পালন

২৭শে অক্টোবর ভারতে সোভিয়েত উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিশেষ কিরোভ থিয়েটার ব্যালে রবীন্দ্রসদনে।

২৮শে অক্টোবর শুক্রবার—পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্ত্তীর পদত্যাগ।

৩০শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ই) সভাপতি পদে এ বি. এ গানিখান চৌধুরীর নাম ঘোষনা।

২রা নভেম্বর —প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কলকাতায় আগমন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

৬ই নভেম্বর—প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ প্রভাতকুমার ব্যানার্জীর মৃত্যু।

৮ই নভেম্বর - কালীপুজার দিন উত্তর কলকাতার টালাপার্কে শ্রী শ্রী বালক ব্রহ্মচারীর উনসত্তর তম জন্মদিন পালন।

১১ই নভেম্বর শুক্রবার —বৃহস্পতিবার দুপুরে তালতলা থানা এলাকার ১৩নং লিণ্ডসেস্ট্রিটের বহুতল বাড়িতে অবস্থিত সি. বি. আই অফিসের দশতলা থেকে জালিয়াতির অভিযোগে আটক রাজকুমার মাল্লা (বাইশ) ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। —বসুমতী।

কলকাতায় আজাদের জন্মশতবার্ষিকী ঃ প্রদেশ কংগ্রেস(ই) দপ্তরের সামনে

আজাদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লোকসভার কংগ্রেস (ই) সদস্য ভোলানাথ সেন সভাপতিত্ব করেন।

১৪ই জানুয়ারী—বৃহস্পতিবার প্রবীন চিত্র পরিচালক অমিত চৌধুরীর জীবনাবসান।

২০শে „ বুধবার স্বাধীনতা সংগ্রামীর শেষ মহান নেতা সীমান্ত গান্ধী খান আবদুলগফর খানের মৃত্যুসংবাদ কলকাতায়।

৫ই মার্চ শনিবার—চিত্র ও মঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেতা (কৌতুক) সন্তোষ দত্তের মৃত্যু।

১৭ই „ বৃহস্পতিবার—বিশিষ্ট সাংবাদিক পুলিন বিহারী সান্যালের মৃত্যু সংবাদ।

১৯শে শনিবার - প্রবীন চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদারের জীবনাবসান।

২০শে রবিবার—প্রবীন সংগীত শিল্পী অখিল বন্ধু ঘোষের মৃত্যু।

২৫শে এপ্রিল সোমবার : যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক অজিত চক্রবর্তীর জীবনাবসান।

২রা জুন বৃহস্পতিবার : বর্ষীয়ান চলচিত্র প্রযোজক ও পরিচালক অভিনেতা (বোম্বাই) রাজকাপুরের মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

২১শে জুন মঙ্গলবার—কলকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দৈনিক বসুমতী পত্রিকার প্রাক্তন বার্তাসম্পাদক সুধাংশুমাধব দের জীবনাবসান।

৯ই জুলাই শনিবার—সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যালের মৃত্যু।

১২ই „ মঙ্গলবার কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রবীন চলচিত্র সাংবাদিক মনুজেন্দ্র ভঞ্জের পরলোক গমন সংবাদ।

২৮শে „ বৃহস্পতি—অততায়ীর হাতে নিহত খেলোয়াড় (দিল্লী) সৈয়দ-মোদীর মৃত্যু সংবাদ।

১৭ই আগস্ট বুধবার—বিমান দুর্ঘটনায় নিহত পাক প্রেসিডেণ্ট (পাকিস্তান) জিয়া উল হকের মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

২৭শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার—কলকাতার প্রবীন কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্তের মৃত্যু।

১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার—পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজাপাল এ. পি. শর্মার মৃত্যু সংবাদ কলকাতায়।

১৩ই „ বৃহস্পতিবার – কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন বিধানসভার সদস্য (১৯৬৯) অরুণ সেনের জীবনাবসান।

২৯শে „ বুধবার - প্রবীন নাট্যকার ও সাহিত্যিক তরুণ রায় পরলোকে।

১৭ই „ বৃহস্পতিবার –বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ইউ এন আই এর কলকাতা ব্যুরোর প্রতিনিধি সুভাষ বসু পরলোকে।

১১ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার – বর্ষীয়ান কবি রবীন সুরের জীবনাবসান।

১৮ই „ রবিবার—বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ভাষাবিদ ডাঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য পরলোকে।

১৯ শে ডিসেম্বর সোমবার –বিশিষ্ট হৃদরোগ ও যৌন রোগ চিকিৎসক ডাঃ ভবেশ লাহিড়ীর জীবনাবসান।

২৫শে „ রবিবার—জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি স্বরাজ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু সংবাদ।

২৭শে „ বুধবার –রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দের জীবনাবসান।

৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার –জাতীয় গ্রন্থাগারে শরৎচন্দ্র বসুর প্রদর্শনী শুরু। বেলা ৫টায় উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল নুরুল হাসান। প্রধান বক্তা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

১৪ই নভেম্বর সোমবার—কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে প্রবোধ দিনকররাও দেশাই আজ শপথ গ্রহণ করেন। তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান কলকাতা হাইকোটের বর্তমান অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মানস নাথ রায়।

১০ই নভেম্বর : বৃহস্পতিবার (সংবাদ) নেহেরু জন্মশতবর্ষ পালনের উদ্যোগ। পশ্চিমবঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গাম্ভীর্য ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উপলক্ষে সৈয়দ নুরুল হাসানকে চেয়ারম্যান ও মুখ্যমন্ত্রীকে ভাইস চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চপদের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, মুখ্য সচিব রথিন সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা প্রমুখও আছেন।

২২শে অক্টোবর শনিবার—অভিশপ্ত বায়ুদূতের কালোছায়া। মৌলালী,

রিপন স্ট্রিটের বিমান সেবিকা জিলিয়েন অর ফিরবেনা, নবমীতে ফিরছি বলে গেলেন এস আর ঘোষ—সংবাদ বসুমতী

বনের ডাকাত ধৃত, মিলেছে বহু তথ্য : শুক্রবার লালবাজারের ডাকাতি দমন শাখার সম্প্রতি ধৃত ১৫ জন আনকোরা ডাকাতকে গোয়েন্দা অফিসাররা তদন্তের প্রয়োজনে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে কয়েকটি নূতন তথ্য পেয়েছেন। ধৃত ডাকাতেরা ৩টি পৃথক দলে ভাগ হয়ে এবছরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে কসবায় ৫টি, সল্টলেকে ২টি ডাকাতি সহ কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট বেনেপুকুর, এণ্টালি, পার্ক স্ট্রীট ও কড়েয়া থানা এলাকায় ৪টি ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিল।

২৭শে অক্টোবর বৃহস্পতি : **রবীন্দ্রসদনে কিরোভ ব্যালে :** ভারতে সোভিয়েত উৎসবের অঙ্গ বিশেষ কিরোভ থিয়েটারের ব্যালে নৃত্য বুধবার রবীন্দ্রসদনে শুরু হয়। থিয়েটারের প্রায় ৩৮শ জন কলাকুশলীর ব্যালে নৃত্য মুগ্ধ করেছে দর্শকদের।

সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর ব্যবস্থাপনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত শতাব্দীর আলো সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ। সম্পাদক নৌসাদ মল্লিক।

এবছর কলকাতার দুর্গাপূজায় ৯১৩ পুজোপ্যাণ্ডেলে বিদ্যুৎ দিয়েছে সি ই. এস সি.

১৫-২১ নভেম্বর —কলকাতায় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের শতবর্ষপূর্তি উৎসব।

এবছর কলকাতায় মোট পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রায় ৬,২৮৯ টি। লালবাজার সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায়।

১৯৮৯ সাল

১৬ই জানুয়ারী সোমবার—স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রাক্তন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্যসেবী চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনাবসান।

২৫শে জানুয়ারী —কলকাতার ময়দানে বইমেলা।

২৮শে জানুয়ারী শনিবার—প্রবীন কবি সম্পাদক দক্ষিনারঞ্জন বসুর মৃত্যু।

৪ঠা মার্চ নাট্যকার বিরু মুখোপাধ্যয়ের জীবনাবসান।

৩১শে মার্চ বৃহস্পতিবার—৯ মাস পরে বি. এ. বি. এস. সি পার্ট কোর্সের ফল বেরুল।

এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম।

১লা এপ্রিল শনিবার ঃ প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী কালী মুখাজীর মৃত্যু সংবাদ।

৩রা এপ্রিল সোমবার ঃ প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধীর কলকাতায় আগমন। অনুষ্ঠানসূচী

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পঞ্চায়েত সম্মেলনে যোগদান। জাতীয় গ্রন্থাগারে মৌলানা আবুল কালামের জন্মশত বার্ষিক উদযাপন ও প্রদর্শনী।

৭ই এপ্রিল শুক্রবার ঃ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কলকতায় আগমন। বেলা ৪টা ৪০ মিঃ।

জাতীয় গ্রন্থাগারের নূতন ভবনের শিলান্যাস। প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে স্বাগত জানান গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ডঃ অশীন দাসগুপ্ত এরপর প্রধানমন্ত্রী নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে যান।

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কমিশনার বি কে. সাহা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল টি. ভি রাজেশ্বর রাও।

১৫ই এপ্রিল যুবভারতী স্টেডিয়ামে বক্রেশ্বর '৮৯ সারারাত ব্যাপী অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তা ঃ রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর।

১২ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার ঃ কলকাতায় সফদার হাসমির মৃত্যুতে শোক সভা ও মিছিল ও পথ নাটিকার মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলী।

১৪ই এপ্রিল শুক্রবার - শুভ নববর্ষ বাংলা ১৩৯৬ সন

১৫ই এপ্রিল শনিবার ঃ কলকাতায় বিদেশী অভিনেতা চার্লি চাপলিনের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন। এই প্রদর্শনী উদ্ধোধন করেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। আজ থেকে কলকাতার মিনার্ভা সিনেমা হল এর নাম পরিবর্তন হয়ে 'চার্লি চাপলিন হল' নাম রাখা হয়।

১৭ই এপ্রিল সোমবার ভারতের অপরাপর তিনটি বন্দরের সঙ্গে সোমবার কলকাতা হলদিয়া বন্দরের শ্রমিক কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট শুরু হবার ফলে সকাল থেকেই দুই বন্দরের স্বাভাবিক কাজকর্ম অচল হয়ে যায়।

বি-বা-দী-বাগে নাটকীয় ঘটনা : ডাকাতির চেষ্টা, জওয়ান ধৃত সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টা নাগাদ জনবহুল বি-বা-দী-বাগ এলাকায় জি. পি. ও'র বিপরীত দিকে সেনা বিভাগের একটি গাড়ি থেকে দুলাখ টাকা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে নাটকীয়ভাবে সেনা বিভাগের এক পাঞ্জাবী জওয়ান রমেশ সিং (২৬) পথচলতি মানুষের হাতে পাকড়াও হয়।

— বসুমতী / মঙ্গলবার ১৮ই এপ্রিল ১৯৮৯

১লা জানুয়ারী রবিবার : রবীন্দ্র অনুরাগী ও শিল্পী শুভ গুহঠাকুরতার মৃত্যুসংবাদ।

৬ই „ শুক্রবার : ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা মামলার আসামী সতবন্ত সিং ও কেহর সিং এর ফাঁসির সংবাদ কলকাতায়।

৮ই „ রবিবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দের জীবনাবসান।

১৩ই „ শুক্রবার : প্রবীন ট্রেডইউনিয়ন নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতুল চৌধুরী পরলোকে।

২০ শে „ প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাহিত্যিক জীবনতারা হালদার পরলোকে।

৩১ „ মঙ্গলবার : পরলোকে লেখক ও সাংবাদিক বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রবীন চলচ্চিত্র সাংবাদিক উমাপ্রসাদ মৈত্র।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী শনিবার : প্রবীন চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনাবসান।

৮ই „ মঙ্গলবার : কলকাতার প্রবীন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীহার মুন্সির মৃত্যুসংবাদ।

১০ই „ বৃহস্পতিবার : ভারতীয় গননাট্যসংঘের রাজ্য কমিটির নেতা শান্তিময় গুহর মৃত্যু।

৪ঠা মার্চ শনিবার : স্বনামধন্য নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

৯ই মার্চ বৃহস্পতিবার : লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী ইন্দ্র দুগারের জীবনাবসান।

১২ই „ রবিবার প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিউনিষ্ট বিপ্লবী ও কৃষক নেতা পরিতোষ চ্যাটার্জীর মৃত্যু।